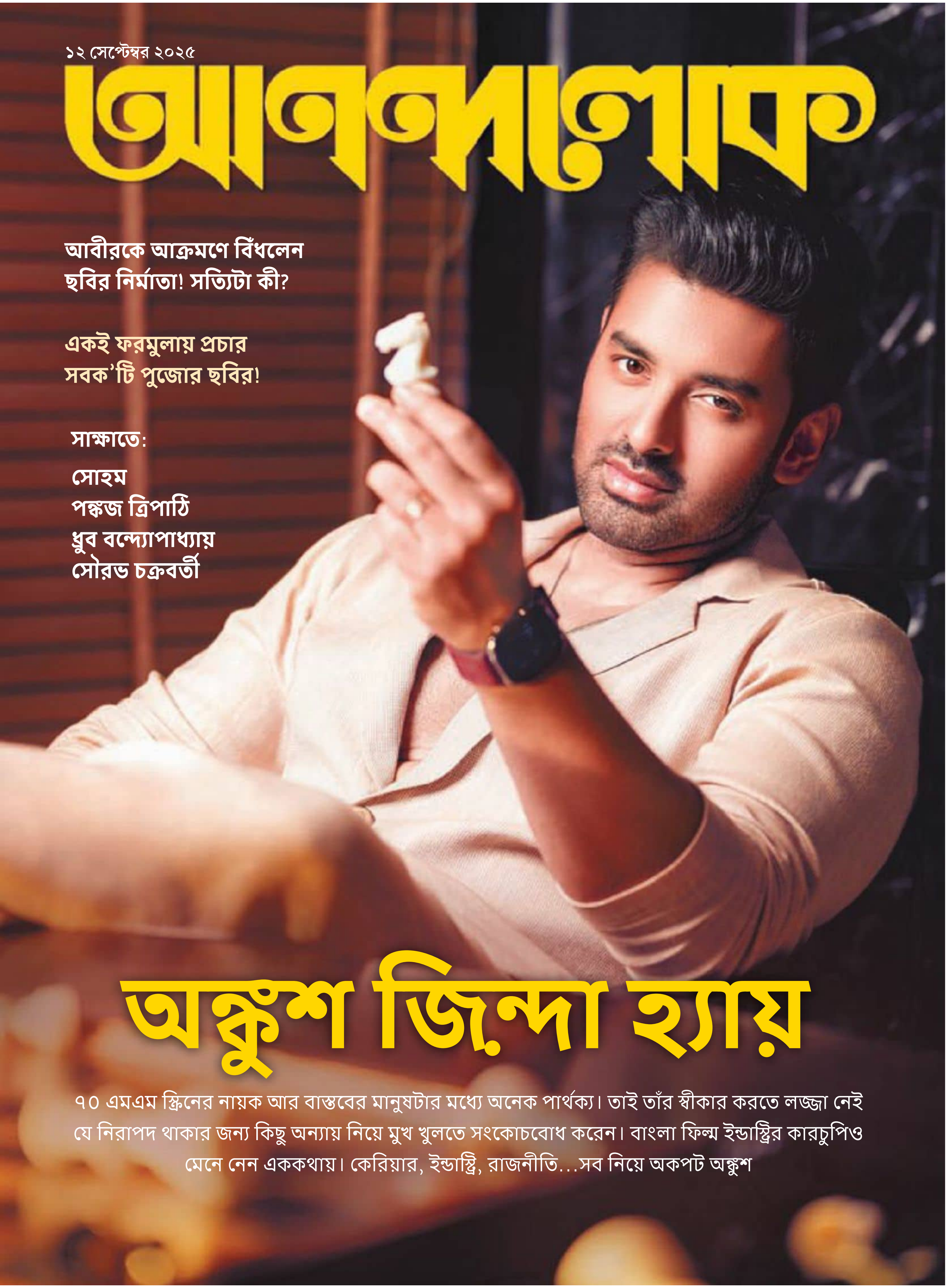
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আনন্দলোক



আবীরকে আক্রমণে বিঁধলেন
ছবির নির্মাতা! সত্যিটা কী?

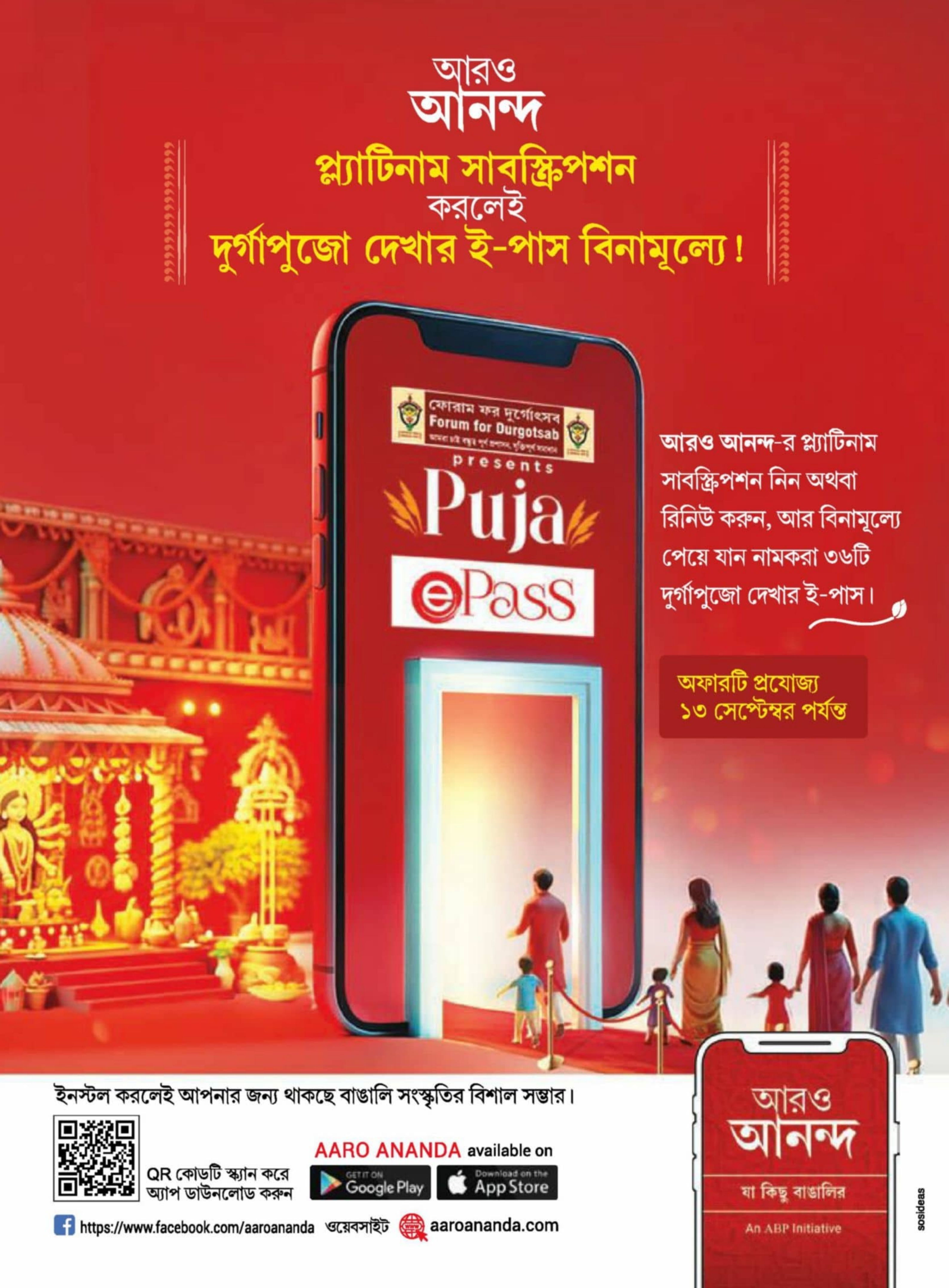
একই ফরমুলায় প্রচার
সবক'টি পুজোর ছবির!

সাক্ষাতে:

সোহম
পঙ্কজ ত্রিপাঠি
ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়
সৌরভ চক্রবর্তী

অঙ্কুশ জিন্দা হ্যায়

৭০ এমএম স্ক্রিনের নায়ক আর বাস্তবের মানুষটার মধ্যে অনেক পার্থক্য। তাই তাঁর স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে নিরাপদ থাকার জন্য কিছু অন্যায় নিয়ে মুখ খুলতে সংকোচবোধ করেন। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কারচুপিও মেনে নেন এককথায়। কেরিয়ার, ইন্ডাস্ট্রি, রাজনীতি...সব নিয়ে অকপট অঙ্কুশ


আরও
আনন্দ
প্ল্যাটিনাম সাবস্ক্রিপশন
করলেই
দুর্গাপুজো দেখার ই-পাস বিনামূল্যে !
ফোরাম ফর দুর্গোৎসব
Forum for Durgotsab
presents
Puja
ePass
আরও আনন্দ-র প্ল্যাটিনাম
সাবস্ক্রিপশন নিন অথবা
রিনিউ করুন, আর বিনামূল্যে
পেয়ে যান নামকরা ৩৬টি
দুর্গাপুজো দেখার ই-পাস।
অফারটি প্রযোজ্য
১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
ইনস্টল করলেই আপনার জন্য থাকছে বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে
অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda
ওয়েবসাইট
aaroananda.com
আরও
আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative
sosideas

৫১ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আনন্দলোক কোথায় কী

কভার ড্রাইভ



য়

৭০ এমএম স্ক্রিনের নায়ক আর বাস্তবের মানুষটার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাই তাঁর স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে নিরাপদ থাকার জন্য জনসমক্ষে কিছু সামাজিক অন্যায় নিয়ে মুখ খুলতে সংকোচবোধ করেন। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কারচুপিও মেনে নেন এককথায়। কেরিয়ার, ইন্ডাস্ট্রি, রাজনীতি…সব নিয়ে অকপট অঙ্কুশ।

জুম ইন









স্টাইলোমিটার

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জাহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by Zahra Basrai on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 16th
RNI Regd No. 27039/74

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন www.anandalok.in-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp anandalok_abp

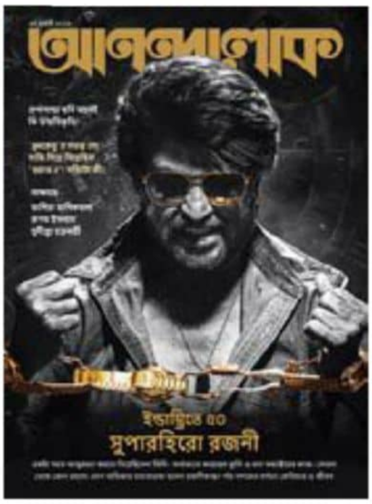


■ ‘ওয়ার টু’ এবং ‘ধূমকেতু’ ছবির দৃশ্য

সত্যিটা আসলে কী?

বাংলায় বাংলা ছবি আর বলিউডের বড় বাজেটের ছবির মধ্যে দ্বন্দ্ব চিরকালের। কিন্তু এই প্রতিবেদন না পড়লে আসল সত্যিটা অনেকের কাছেই অধরা থাকবে। বলিউডের প্রযোজনা সংস্থা কখনও বলপূর্বক কাজ করে না, তা এই পত্রিকার পাঠকদের কাছে স্পষ্ট।

রাজশেখর বসু, বারাসত



ভাল লাগল

২৭ অগস্ট সংখ্যায় অভিনেতা রজনীকান্ত সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। তাঁর দীর্ঘ ৫০ বছরের চলচ্চিত্র জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত এবং সফলতার কাহিনি সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক।

বিশ্বজিৎ কর, গড়িয়া

শাড়িতে তানিয়া

শাড়িতে তানিয়া মানিকতলা একেবারে অনন্য। তবে শুধু তাঁর প্রশংসা করব না। শাড়িগুলো যেমন সুন্দর, ঠিক সেরকমই মানানসই তাঁর সাজ। এই সবে মিলেই এবারের স্টাইলোমিটারের পাতা এককথায় অসাধারণ।

সোহিনি দেবরায়, শ্যামবাজার

ফেলে আসা দিনে

স্টুডিয়ো পাড়ার পুরনো দিনের গল্প, কার না জানতে ইচ্ছে করে। তা যদি হয় ছবিসহ, তাহলে তো কথাই নেই। এবারের সংখ্যায় পুরনো স্টুডিয়ো পাড়ার গল্প পড়ে ভাল লাগল। সকলের আক্ষেপটাও বেশ স্পষ্ট এই প্রতিবেদনে।

পূরবী দে, বাঁকুড়া

ধূমকেতুর ঝড়

দেব-শুভশ্রী আমার অন্যতম প্রিয় জুটি। তাঁদের ছবি আবারও বড় পর্দায় দেখতে পাব ভাবিনি। এটা আমাদের মতো অনেকের কাছে আবেগের। আনন্দলোককে ধন্যবাদ, তাঁদের এক হওয়ার মুহূর্তগুলি প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করার জন্য।

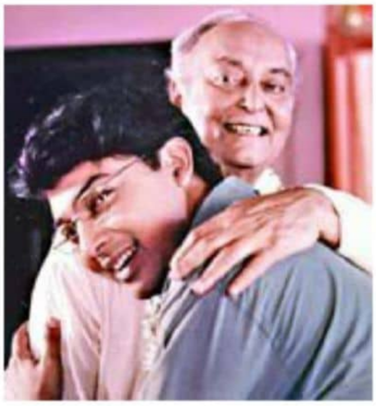
মৌমিতা ঘোষ, জলপাইগুড়ি



■ দেব-শুভশ্রীকে নিয়ে ফ্যানদের উন্মাদনা



■ তানিয়া মানিকতলা



■ ভাস্বর এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১
মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in

হঠাৎ ছুটি

নেদারল্যান্ডসের রাজকুমারি আরিয়ানা তাঁর শিক্ষাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ১৮ বছর বয়সি রাজকুমারি ঠিক করেছেন, মে মাসে ইতালির ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড কলেজ অফ দ্য অ্যাড্রিয়াটিক থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর এক বছরের ছুটি নেবেন। রাজা উইলেম-আলেকজান্ডার এবং রানি ম্যাক্সিমার তিন কন্যার মধ্যে আরিয়ানা সবচেয়ে ছোট। তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের আগে ভ্রমণের জন্য এক বছরের ছুটি নিয়ে ঘুরতে চাইছেন। যাতে মন তাজা হয়। রাজকুমারি এই সময়ের মধ্যে রাজকার্যের কিছু কাজ শিখবেন বলেও জানা গিয়েছে।



রাজা চার্লস

উদারতার নজির

প্রয়াত হলেন ডাচেস অফ কেন্ট ক্যাথ্যারিন। বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। রানি এলিজ়াবেথের কাকার ছেলে এডওয়ার্ডকে বিয়ে করেছিলেন ক্যাথ্যারিন। তবে তাঁকে বাকিংহাম প্যালেস মনে রাখবে একটাই কারণে। তাঁর উদারমনস্কতার জন্য। ক্যাথ্যারিনের সন্তান জন্মের পরেই মারা গিয়েছিল। ছয়ের দশকে। সেই সময় এই সব খবরকে চাপা দিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু ক্যাথ্যারিন প্রকাশ্যে সেটা শুধু স্বীকারই করেননি, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও কথা বলেছিলেন। জানিয়েছিলেন, কীভাবে এই মৃত্যু তাঁর শরীর ও মনকে ভঙ্গুর করে দিয়েছিল।



আরিয়ানা

সমব্যথী রাজা

তিনি নিজে ক্যান্সারে ভুগছেন। চিকিৎসা চলছে। সঙ্গে চলছে রাজকার্যও। এরই মধ্যে রাজা চার্লস মেট্রোপলিটন হাসপাতালে গিয়ে অন্যান্য ক্যানসার রোগীদের সঙ্গে কথা বললেন। রাজার এই উপস্থিতিতে বাকি রোগীরা যে মনের জোর পেয়েছেন, তা বলাই বাহুল্য। রাজা জানিয়েছেন, এই চিকিৎসায় ধৈর্যই একমাত্র পথ। ক্যানসার রোগটা ধরতেই অনেক সময় লেগে যায়। এবং তিনি নিজে কী যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, তাও বলেছেন সকলকে। রাজার এই ভিন্ন মূর্তি দেখে খুশি সকলেই।

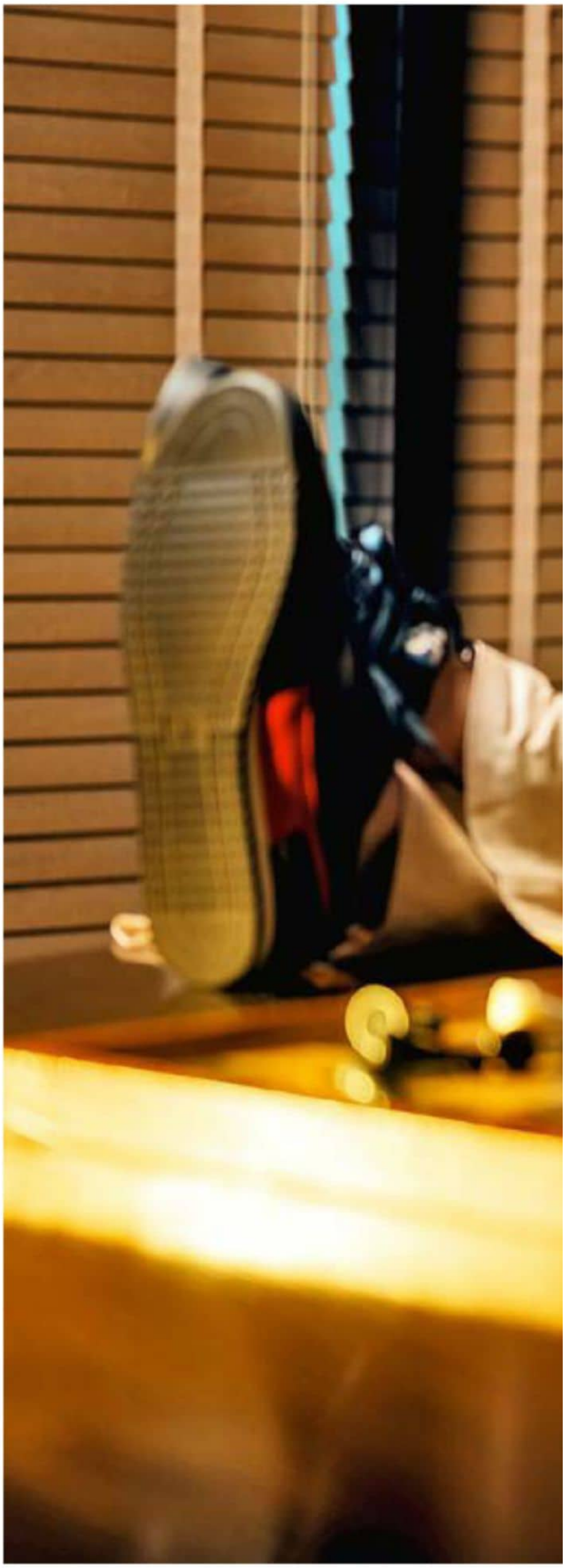


ক্যাথ্যারিন ও এডওয়ার্ড

অঙ্কুশ ড়িন্দা হ্যায়

৭০ এমএম স্ক্রিনের নায়ক আর বাস্তবের মানুষটার মধ্যে অনেক পার্থক্য। তাই তাঁর স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে নিরাপদ থাকার জন্য কিছু অন্যায় নিয়ে মুখ খুলতে সংকোচবোধ করেন। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কারচুপিও মেনে নেন এককথায়। কেরিয়ার, ইন্ডাস্ট্রি, রাজনীতি...সব নিয়ে অকপট **অঙ্কুশ**।

তাঁর সামনে **আসিফ সালাম**



কল টাইম ছিল দুপুর বারোটা। নির্ধারিত সময়ের মিনিট দুয়েক আগেই নিউটাউনে অবস্থিত পাঁচতারা হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করল তাঁর গাড়ি। আপ্তসহায়ক বাদে আর কাউকে দেখা গেল না তাঁর সঙ্গে। নেই কোনও বডিগার্ড, নেই কোনও অতিরিক্ত দেখনদারি। বরং যে ব্যাগ হাতে হোটেলের লবিতে প্রবেশ করলেন, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল এই বুঝি বর্ধমানে তাঁর জন্মস্থান বাদামতলা থেকে শহর তিলোত্তমায় পা রেখেছেন। তাঁর সারল্য এবং নিরহঙ্কার শরীরীভাষা দেখে কিছুটা গুলিয়ে যায়, ইনিই বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির নায়ক অঙ্কুশ তো? প্রথমে ফোটোশুট, তারপর লাঞ্চ সেরে নায়ক বসলেন সাক্ষাৎকার দিতে। ইডি-র অফিসে ডাক পাওয়া থেকে শুরু করে বর্তমানে টলিউডের অন্দর-কেচ্ছা, কোনওকিছু নিয়েই প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ছিল না।

অঙ্কুশ যে সিরিয়াস অভিনয়ও করতে পারেন তা প্রমাণ হয় 'কানামাছি', 'ম্যাজিক', 'মির্জা'র মতো হাতেগোনা কয়েকটা ছবির মাধ্যমে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনাকে খুব ইনটেন্স কোনও চরিত্রের জন্য ভাবা হয়নি কেন?

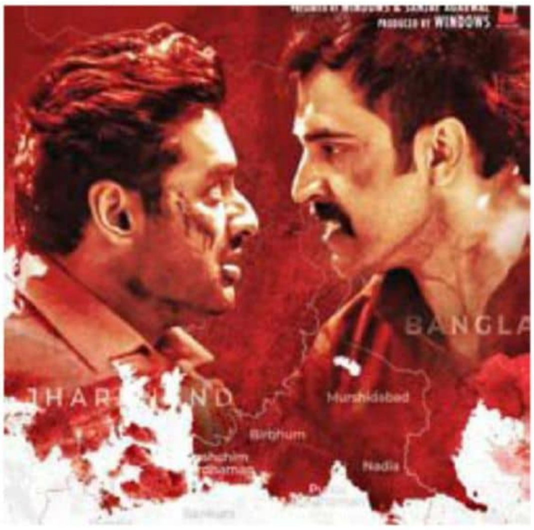
দেখুন, আমার কেরিয়ার শুরু রম কম ছবি দিয়ে। দর্শকের বেশিরভাগ ভালবাসা রম কম থেকেই পেয়েছি। ইন ফ্যাক্ট আমার খুদে ফ্যানরাও কিন্তু আমার কমেডি ছবির জন্যই আমাকে এত ভালবাসে। তাই এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি এটা নিয়ে কান্নাকাটি করতে চাই না যে, আমাকে আরও বেশি সংখ্যক ইনটেন্স চরিত্রের জন্য ভাবা হয়নি কেন। কিন্তু একইসঙ্গে এটাও সত্যি যে, একজন অভিনেতা হিসেবে আমি সবরকমের চরিত্রই করতে চাই। ভার্সেটাইল অভিনেতা কে না হতে চায়? কিন্তু কোনও এক কারণে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এমন পরিচালকের সংখ্যা কম যাঁরা চেনা



ফোটো: সৌম্য সিংহ
মেকআপ ও হেয়ার: সায়ন্ত ঢালি
স্টাইলিং ও পোশাক: সন্দীপ জয়সওয়াল
ফুড পার্টনার: চাউম্যান, সল্টলেক
হসপিট্যালিটি: নোভোটেল, কলকাতা



ফোটো: সৌম্য সিংহ
মেকআপ ও হেয়ার: সায়ন্ত ঢালি
স্টাইলিং ও পোশাক: সন্দীপ জয়সওয়াল
ফুড পার্টনার: চাউম্যান, সল্টলেক
হসপিট্যালিটি: নোভোটেল, কলকাতা



'রক্তবীজ ২'-এর পোস্টারে আবীরের সঙ্গে

স্টিরিয়োটাইপের বাইরে গিয়ে আমাকে এক্সপ্লোর করতে চেয়েছেন। আসলে অধিকাংশ লোকই সেফ খেলতে চান। যেটা একবার সফল হয়ে গেল, সেটা নিয়েই পড়ে থাকেন। আর ইন্ডাস্ট্রিতে এমন পরিচালকেরও অভাব রয়েছে যিনি আমার কমেডি ছবি দেখে ভাবতে পারেন যে আমাকে একটা সিরিয়াস চরিত্রেও কাস্ট করা যায়। তাঁরা ভাবেন অঙ্কুশ তো কমেডিটা ভাল-ই করে, একে দিয়ে আর একটা কমেডি ছবি করাই। কৌশিকদা (গঙ্গোপাধ্যায়), শিবুদা (শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়), রাজদা (চক্রবর্তী) ছাড়া আমাকে আর কোনও পরিচালক সেরকমভাবে এক্সপ্লোর করেননি।

সাধারণ দর্শক হিসেবে আপনি অঙ্কুশকে কীরকম চরিত্রে দেখতে পছন্দ করতেন?

আমি সিরিয়াস চরিত্রে দেখতে চাইতাম। আমার ব্যক্তিগতভাবেও ইনটেন্স চরিত্র করতেই বেশি ভাল লাগে। আমার মনে হয়, কমেডি চরিত্র করা খুব স্ট্রেসফুল। আমি যে মজা দেখে হাসছি, দর্শক তা দেখে নাও হাসতে পারেন। মানুষকে হাসানো খুব কঠিন।

পুজোতে আপনার ছবি 'রক্তবীজ ২' মুক্তি পাচ্ছে। এর আগে 'রক্তবীজ'-এ যখন অতিথি চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি হয়েছিলেন তখন কি জানতেন যে এর সিকোয়েলে আপনার চরিত্রটি এত গুরুত্ব পাবে?

তখন এইটুকু বুঝেছিলাম, যদি ছবির পার্ট টু হয়, তাহলে 'মুনীর আলম' বড় ভূমিকা নেবে। তবে প্রথমবার যখন শিবুদার ফোন এসেছিল, তখন আইটেম সংয়ের অফারই এসেছিল। সত্যিই জানতাম না, চরিত্রটা কোথায় যেতে



■ তাঁর প্রথম প্রযোজনা 'মির্জা'

চলেছে। পরে শিবুদা আর একটা ছোট আইডিয়া নিয়ে আসে। আমাকে ক্লাইম্যাক্স ন্যারেট করে। তখন 'রক্তবীজ ২'-এর স্ক্রিপ্টও তৈরি হয়নি। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছিল, আমি ছবিতে থাকব। শিবুদা বলে, "ছবি চললে নিশ্চয়ই সেকেন্ড পার্ট আসবে। তখন গল্প ন্যারেট করব তোকে। তোর যদি ভাল লাগে, তুই করবি।" আমি সবসময়ই নন্দিতাদি-শিবুদার সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছি।

'রক্তবীজ'-এ যে মেন্টাল স্পেসে ছিলেন, তার চেয়ে 'রক্তবীজ ২' করতে গিয়ে মেন্টাল স্পেসে কোথাও পরিবর্তন হয়েছে?

ভাল প্রশ্ন। পুরোটাই বদলে গিয়েছে। 'রক্তবীজ'-এ যখন 'গোবিন্দ দাঁত মাজে না' করি, তখন কোনও ভাবনাই ছিল না। ভেবেছিলাম একটা মজার গানে ফাটিয়ে নাচতে হবে। তখন তো ছবির সিকোয়েলের কথা মাথাতেই আসেনি। তবে হ্যাঁ, ক্লাইম্যাক্স শুট করার সময় আমি শিবুদাকে জিজ্ঞেস করি, এই চরিত্রটা তো পার্ট টু-তে ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে। বলি, 'এখন কীভাবে প্লে করব চরিত্রটা?' শিবুদা বলে, 'সিকোয়েলের স্টোরিটা ডেভেলপ হোক, সব বলে দেব।' তাই আমার মেন্টাল স্পেসের ক্ষেত্রে দুটো ছবির মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত।

ছবিতে 'মুনীর আলম' একজন সন্ত্রাসবাদী। সন্ত্রাসবাদ তো দীর্ঘদিনের সমস্যা। এর সুরাহা কীভাবে হতে পারে?

কিছু বিষয়ের গোড়ার কারণকে খুঁজে বার করে উপড়ে ফেলতে না পারলে সমাধান বেরোয় না। খুব ডিটেলসে গেলে আমার কথা নিয়ে বিতর্ক হবে। তাই খুব বেশি বলছি না। কিন্তু ওই গোড়াতেই প্রচুর গাঁট আছে। 'রক্তবীজ ২' এখনকার দিনের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়। টিজ়ার বেরোনোর পর নিউট্রাল অডিয়েন্সের কাছ থেকে যা ফিডব্যাক পেয়েছি, তাতে বুঝতে পারছি এই ছবির ট্রেলার দর্শকের কাছে অনেক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে যার উত্তর তাঁরা পেতে চান।

অভিনেতার পাশাপাশি আপনি একজন প্রযোজকও। আপনার প্রথম প্রযোজনা 'মির্জা'র সময় নিশ্চয়ই অনেক ভুলও করেছেন। সেগুলো কী এবং পরের ছবিতে সেই ভুলগুলো থেকে পাওয়া শিক্ষা কীভাবে কাজে লাগাবেন?

ভুল তো প্রচুর করেছি। প্রথম প্রযোজনা। তবে সত্যি বলতে আমার কোনওকিছু নিয়ে রিগ্রেট নেই। আমার মধ্যে সেই সময়েও যে জেদ, ছেলেমানুষি ছিল, এখনও তা আছে।

'মির্জা'র সময় তো আপনি বেশ কয়েকজন 'কাছের মানুষ'-এর কাছ থেকে প্রতারিত হয়েছিলেন যাঁদের উপর আপনি বিশ্বাস রেখেছিলেন।

হ্যাঁ, হয়েছিলাম। কিন্তু এখন মনে হয়, তাঁরা প্রতারণা না করলে আমি 'মির্জা' এত বড় লেভেলে নিয়েই যেতে পারতান না। আমার মনে হয়, মানুষকে বিশ্বাস করে প্রতারিত হওয়াও দরকার। সেই সময় বহু কাছের মানুষের সঙ্গে মিটিং করেছি, তাঁরা আশ্বাস দিয়েছিলেন, যা ফান্ড লাগে তা দেবেন। কিন্তু পরে বুঝলাম, যাঁরা বেশি গলাবাজি করে এইসব বলেন, আদতে তাঁদের কাছেই কোনও টাকা থাকে না! শুধু ফাঁকা আওয়াজ দেন। আর একটা জিনিস উপলব্ধি করেছি, যতই 'কাছের মানুষ' হন না কেন, আপনার ছবিকে আপনার চেয়ে বেশি কেউ ভালবাসবে না। তাই ফাইনাল লাগামটা আপনার হাতেই রাখতে হবে। কাউকে বিশ্বাস করে পুরো নিয়ন্ত্রণটা অন্যের কাছে দিলে চলবে না। আর



■ হোলিতে প্রিয় বন্ধু মিমি ও ঐন্দ্রিলার সঙ্গে (নীচে) জন্মদিনে ঐন্দ্রিলার হাতে পায়েস খাচ্ছেন অঙ্কুশ

> গোড়ার কারণকে খুঁজে বার করে উপড়ে ফেলতে না পারলে সন্ত্রাসবাদের সমাধান বেরোবে না। ওই গোড়াতেই প্রচুর গাঁট আছে। এর বেশি কিছু বললে বিতর্ক হতে পারে। 'রক্তবীজ ২' এখনকার দিনের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়।



খুব দ্রুতগতিতে না এগিয়ে একটু স্লো অ্যান্ড স্টেডি হতে হবে। এর বাইরে আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ভিতরের অনেক নিয়ম আছে, যেটা সত্যি আগে জানতাম না। রিলিজ় কীভাবে করতে হয়, ডিস্ট্রিবিউশন কী করে করতে হয়, প্রোমোশনাল স্ট্র্যাটেজি কী করে বানাতে হয় সেসব শিখেছি। আর বুঝেছি, এটা কম্পিটিশনের মার্কেট, কেউ ছেড়ে কথা বলবেন না বা এক ইঞ্চি জমি ছাড়বেন না।

প্রথম প্রযোজনার ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি থেকে কতটা সমর্থন পেয়েছিলেন?



শ্রীকান্ত মোহতা ও ঐন্দ্রিলার সঙ্গে

প্রচুর। সকলে ট্রেলার, টিজ়ার শেয়ার করেছিলেন। যে প্ল্যাটফর্মে প্রোমোশন করতে গিয়েছি, কোনও বাধা আসেনি। 'মির্জ়া'-র আগে আমার অনেকদিন কোনও ছবি চলেনি। তাই ডিস্ট্রিবিউটরদেরও বলতে পারতাম না, আমার ৫০০টা শো চাই! তা সত্ত্বেও, প্রত্যেক এগজ়িবিটরের ট্রেলার পছন্দ হয়েছিল। ফলে, তাঁরা ভাল হল, ভাল শো দিয়েছেন। আমি সমস্ত ডিস্ট্রিবিউটর, ইন্ডাস্ট্রিতে আমার সহকর্মী এবং ফেডারেশনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এভাবে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য।

'মির্জ়া ২' কবে আসবে?

আসবে। ওই যে বললাম, কী কী শিখেছি তার মধ্যে একটা হল ধৈর্য ধরা। 'রক্তবীজ ২' বড় বাজেটের ছবি। তা সত্ত্বেও আমাদের সীমাবদ্ধতা থাকেই। আমাদের অত হল নেই। শোয়ের সংখ্যা কত বেশি হবে? রেভিনিউ স্ট্রাকচার ইত্যাদি দেখে ছবি তৈরি করতে হয়। প্রি প্ল্যানিংটা খুব জরুরি। না হলে অপ্রয়োজনীয় কিছু খরচ হয়ে যাবে, যা আর আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। এসবও 'মির্জ়া' থেকেই শেখা।

আপনার পরের প্রযোজনা তো 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল'। এই ছবির কনসেপ্ট কোথা থেকে এল?

এটা এমন একটা কনসেপ্ট, যে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাতেও পুরুষ-নারীর মধ্যে কে জটিল, তা উঠে আসে! নামটাও জনপ্রিয় গান থেকে নেওয়া। ছবির বিষয় খুবই প্রাসঙ্গিক।

বাস্তবজীবনে কী মনে হয়, নারী চরিত্ররা সত্যি জটিল হন? আপনি তো আবার বহু নারীর সান্নিধ্যে এসেছেন!

জটিল শব্দটা ঠিক নয়, ওটা একটু নেগেটিভ। সিনেমার ক্ষেত্রে তো মজার গল্প বলতে গিয়ে টাইটেল রাখতেই হয়। নারীরা হয়তো পজ়িটিভ-নেগেটিভ মিলিয়েই ভাবেন। যাঁরা মহিলাদের বুঝতে-বুঝতে ফেড আপ হয়ে যান, তাঁদের কাছে জটিল! সেরকম পুরুষ অনেক আছেন।

আচ্ছা, ইন্ডাস্ট্রিতে নায়কদের বিভাগে জিৎ ও দেবের পর কার নাম বলবেন?

আমি নম্বর গেমে বিশ্বাস করি না। হালফিলে প্রচুর অভিনেতা সফল হয়েছেন। যেমন অনির্বাণদা (চক্রবর্তী)। পরপর দুটো 'একেনবাবু'





ব্লকবাস্টার। আবীরদার (চট্টোপাধ্যায়) নামও নিতে পারি। মাস অ্যাক্টর যাঁরা আছেন, তাঁদের হয়তো র‍্যাঙ্কিং করা হয়। কিন্তু আমার মনে হয়, ইন্ডাস্ট্রি সকলকে নিয়ে চলে। ছোট ছবি যেগুলো চলছে, তাদেরও ক্রেডিট দেওয়া উচিত। এদিকে আবীরদা, অনির্বাণদাও সাফল্যের তালিকায় আছেন। শিবুদাও তো ব্র্যান্ড। নন্দিতাদি-শিবুদার সাকসেস রেট ৯০ শতাংশ। ছবি লেখকের জন্যও চলতে পারে। তাই কোনওদিন নম্বর গেমে বিশ্বাস করি না। তাহলে সেই ক্রেডিট একেনবাবু করে অনির্বাণদা, 'বহুরূপী' করে শিবুদা বা আবীরদা কেন পাবে না?

হালফিলে ইন্ডাস্ট্রিতে ফেডারেশন, গিল্ড নিয়ে বহু ঝামেলা হল। একজন প্রযোজক হিসেবে কী বলবেন? আপনারও কি সমস্যা হয়েছে কখনও?

আমার একটাই বক্তব্য, যাই হোক না কেন তা যেন ইন্ডাস্ট্রির জন্য ভাল হয়। ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থ মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ব্যক্তিগতভাবে কোনও নিয়ম নিয়ে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু যে নিয়মই ধার্য হোক না কেন, তা যেন ইন্ডাস্ট্রির ভালর জন্য হয়। যত মানুষ কাজ করবেন, তা ইন্ডাস্ট্রির জন্য ভাল। কিন্তু তাঁরা যেন দক্ষ হন। আমি 'মির্জ়া'-তে কিছু ক্ষেত্রে খুব সমস্যার ভুক্তভোগী হয়েছি। সেটে আমাদের একজন ফাইটার সারাদিন বসে-বসে মুড়ি খেয়েছে, একটা শটও দেয়নি। তা তো আমার সিনেমার ক্ষেত্রে ক্ষতি। আমার ৫০০-জনকে নিতেও অসুবিধে নেই। কিন্তু তাঁরা যেন দক্ষ হন। আমাদের একজন ফাইটারকে বলা হয়, ঝাঁপ দিয়ে কাচ সমেত ভেঙে পড়তে। সে সোজাসুজি বলে, এতকিছু করতে হলে দশ হাজার টাকা বেশি নেবে! অথচ, তাকে টাকাপয়সা দেওয়া হয়েছে ঠিকমতোই। আর সে তো ফাইটার, তার ওটাই কাজ। আমি কি বলব, আমাকে পাঁচটা এক্সপ্রেশন বেশি দিতে হলে ৫০ হাজার টাকা বেশি নেব! এটাই তো আমার কাজ। এখানকার ফাইটার নিয়ে এতটাই বিপাকে পড়ি যে, অবশেষে দক্ষিণ ভারতের এক টেকনিশিয়ান এসে কাজটি করে দিয়ে যান।

সেলেব্রিটিদের কাছে ট্রোল হওয়া বিষয়টি নতুন নয়। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে একজন শিল্পী তাঁর ফ্রিডম অফ স্পিচ বা এক্সপ্রেশনও হারাচ্ছেন। সম্প্রতি অনির্বাণ ভট্টাচার্যের ব্যান্ড 'হুলিগানিজ়ম-এর একটি গান নিয়ে বির্তক শুরু হয়েছে। বা

আমি 'মির্জ়া'-তে কিছু ক্ষেত্রে খুব সমস্যার ভুক্তভোগী হয়েছি। আমাদের একজন ফাইটার সারাদিন বসে-বসে মুড়ি খেয়েছে, একটা শটও দেয়নি। আমার ৫০০-জনকে নিতেও অসুবিধে নেই। কিন্তু তাঁরা যেন দক্ষ হন।



■ অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা দু'জনেই পশুপ্রেমী

ফোটো: সৌম্য সিংহ
মেকআপ ও হেয়ার: সায়ন্ত ঢালি
স্টাইলিং ও পোশাক: সন্দীপ জয়সওয়াল
ফুড পার্টনার: চাউম্যান, সল্টলেক
হসপিট্যালিটি: নোভোটেল, কলকাতা



■ ইন্ডাস্ট্রির এক ঘরোয়া পার্টিতে দেব, ঐন্দ্রিলা, রাজা চন্দ, পিয়ান, রুক্মিণী ও বাকিদের সঙ্গে অঙ্কুশ

আর জি কর-এর মতো ঘটনার প্রতিবাদ করলে সেই শিল্পীকে কোণঠাসা করে দেওয়া হচ্ছে।

বিষয়টা হল, সেলেবরা কিছু বললে বা করলেই তাঁরা খুব সহজে লাইমলাইটে চলে আসেন। দেখুন, কোনও একটি বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। দুই বন্ধু বদ্ধ ঘরে আলোচনা করছে, তা ক্যামেরার সামনে আসবে না। আপনি যে উদাহরণগুলো দিলেন, আমি আরও পাঁচশো উদাহরণ দিতে পারব। আমার বেস্ট ফ্রেন্ড একটি অন্য রাজনৈতিক দলের সমর্থক। আমি সেই দলকে সমর্থন করি না। তা নিয়ে আমাদের হাসিঠাট্টা করে আলোচনা হয়। গঠনমূলক আলোচনাও হয়। কিন্তু এই আলোচনা যখনই ক্যামেরার সামনে আসবে, তখনই কোনও একপক্ষকে ভুল বোঝা হবে। ট্রোলিংকে যে যত হালকা ভাবে নেবে, তার পক্ষে তত ভাল। কারণ, মতপার্থক্য সকলেরই। তা গানের মাধ্যমে বা অন্যভাবে হবে। আপনার মত যাঁরা সমর্থন করবেন না, তাঁদের মধ্যে কেউ গালি দেবেন, কেউ গঠনমূলক সমালোচনা করবেন। এটা হ্যান্ডল করতেই হবে।

মানে আপনি বলতে চাইছেন ক্যামেরার সামনে আপনি ডিপ্লোম্যাটিক থাকেন?

হ্যাঁ, থাকতে হয়। কে এত হ্যাপা নেবে বলুন তো? পরেরদিন সকালে উঠে কাগজে দেখব, অমুক বললাম, তমুক বললাম। অভিনয় এমনিতেই খুব স্ট্রেসফুল বিষয়। তাই আমাদের মানসিক শান্তির প্রয়োজন। ক্যামেরায় সব ধরা পড়ে। সারাদিন আমাকে নিয়ে কী কথা হচ্ছে, কে কী উল্টোপাল্টা বলছে, ওটা মাথায় রেখে অভিনয় করতে গেলে তা অভিব্যক্তিতে ধরা পড়বে। তাই, অনেকেই ভাবেন, কিছু বলবই না! সেটাই বেস্ট।

কিন্তু আপনারা তো সেলেব্রিটি, সাধারণ মানুষের কাছে আপনাদের গ্রহণযোগ্যতা বেশি। আপনাদের কথা শুনতে তাঁরাও মুখিয়ে থাকেন...

এর ইতিবাচক, নেতিবাচক দুই দিকই আছে। যাঁরা অনুপ্রাণিত হন, তাঁরাই আবার আমাদের ডাউনফল দেখতে মজা পান। বেশিরভাগ মানুষ, যদি কোনও অভিনেতার নেগেটিভ খবর পান, অন্তত নব্বই শতাংশ তা থেকে মজা নেন। বারবার খবরটা দেখতে চান। হয়তো, সেই সেলেব্রিটি কোনও ইন্সপিরেশনাল কোট দিতে গিয়েই ফেঁসেছেন! তাতেও প্রচুর মানুষ মজা পান। কিন্তু বিপদে পাশে দাঁড়ান ক'জন? ৭০ মিলিমিটার স্ক্রিনে যা দেখছেন, ওটাই আমাদের ইমেজ। এর বাইরে প্রত্যেকের নিজস্ব জীবন আছে। আমাদেরও ভয় থাকতে পারে। কেউ মনে করতে পারে, তার বৌ বাচ্চা, মা, বাবা আছেন। একটু বাঁচিয়ে চললে কোনও অন্যায় নেই। দর্শকরা যদি পর্দার গুণগুলিকে বাস্তবেও প্রত্যাশা করেন, তাহলে মুশকিল। এই ইনস্পিরেশন হতে গিয়ে যদি ফেঁসে যান, পাশে ক'জন দাঁড়াবেন? আমরা অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষকে হিপনোটাইজ় করি, ওই অবধিই থাক।

এখন বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ছবিই বক্স অফিসের অবিশ্বাস্য ফিগার দেয়, যা অঙ্ক করে মেলানো সম্ভব নয়। এক সপ্তাহের মধ্যে বহু ছবির সাকসেস পার্টি হয়ে যাচ্ছে। শোনা যায়, প্রযোজক নাকি নিজেই টিকিট কেটে হল ভরাচ্ছেন!

এটা এখন 'ওপেন সিক্রেট'। গোটা ইন্ডাস্ট্রির কাছে 'ওপেন' আর দর্শকের কাছে 'সিক্রেট'! তাই বললাম ওপেন সিক্রেট। ইটস অল অ্যাবাউট আ মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি।





ফোটো: সৌম্য সিংহ
মেকআপ ও হেয়ার: সায়ন্ত ঢালি
স্টাইলিং ও পোশাক: সন্দীপ জয়সওয়াল
ফুড পার্টনার: চাউম্যান, সল্টলেক
হসপিট্যালিটি: নোভোটেল, কলকাতা

আমি কাউকে নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। কিন্তু কর্পোরেট বুকিংও বার্টারের মতো। এটা সব ইন্ডাস্ট্রিতে হয়। ইনফ্লেটেড ফিগারস সব ইন্ডাস্ট্রিতেই আছে।



টেলিভিশনের সেটে খুদেদের সঙ্গে

> বক্স অফিস কালেকশন বাড়িয়ে বলাটা এখন 'ওপেন সিক্রেট'। গোটা ইন্ডাস্ট্রির কাছে 'ওপেন' আর দর্শকের কাছে এটা 'সিক্রেট'!

পুজোতে আপনার ছবি ছাড়া আরও তিনটে ছবি মুক্তি পাচ্ছে। দর্শক হিসেবে ক্রম অনুযায়ী পরপর কোনগুলো দেখবেন?

'রক্তবীজ ২' নিয়ে আলাদা ইমোশন আছে। আমি আছি বলে নয়। এবার বাকি তিনটের মধ্যে কে আমাকে আগে প্রিমিয়ারে ডাকবেন, তার উপর নির্ভর করছে (হাসি) আমি কোনটা আগে দেখব!

সম্প্রতি ইডি আপনাকে তলব করেছিল। কিছু বলবেন?

সময় এলে বলব। এই মুহূর্তে এটা নিয়ে কথা বলা উচিত হবে না।

ঐন্দ্রিলা সেনের সঙ্গে সত্যিই কি বিয়েটা হচ্ছে? প্রত্যেকবারই সাক্ষাৎকারে বলেন পরেরবছর বিয়ে করবেন!

সাড়ে চোদ্দ বছর আমরা একসঙ্গে আছি। আমরা যেভাবে থাকি, তাতে বিয়ে হলে শুধু নিয়মটাই পালন করা হবে। আর কিছু বদল হবে না। ওর ফোকাস এখন ফিল্ম। রিয়েলিটি শো করছে। আমিও তাই! আপনারাই বলেন, বিয়ে করলে আনন্দলোক-এ কভার পেজ পাওয়া যাবে। তাই ঢপ মারতে হয়!



■ জোয়ি ক্রাভিটস। (নীচে) হ্যারি স্টাইলস

প্রেমে পড়া বারণ নয়

গায়ক-গীতিকার-অভিনেতা হ্যারি স্টাইলস এবং অভিনেত্রী জোয়ি ক্রাভিটসের প্রেমের সম্পর্ক আবার লেন্সবন্দি হল। কয়েক সপ্তাহ আগে দু'জনকে লন্ডনে চুম্বনরত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। এবার ব্রুকলিনের রাস্তায় দু'জনের হাত ধরাধরি করে হাঁটার ছবি তুলল পাপারাৎজ়ি। ক্রাভিটস এখন নিজের নতুন ছবি 'কট স্টিলিং'-এর প্রচার করছেন সংবাদমাধ্যমে, সহ-অভিনেতা অস্টিন বাটলারকে সঙ্গে নিয়ে। তারই মধ্যে কখনও লন্ডন, কখনও ব্রুকলিনে হ্যারির সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখা পাওয়া তো কাকতালীয় হতে পারে না! ফলে দু'জনের প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে মোটামুটি নিশ্চিত নেটদুনিয়া।





■ সোফি টার্নার

ফিরবেন না সোফি

একসময় 'টুম্ব রেডার'-এর লারা ক্রফ্ট চরিত্রে দর্শকের মন জয় করেছিলেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। সেই ছবি এবার সিরিজ় আকারে নিয়ে আসছেন ফিবি ওয়ালার ব্রিজ। সেই সিরিজ়ে লারা ক্রফ্টের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সোফি টার্নার। সেই বিষয়ে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে সোফি বলেছেন, জো জোনাসের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের কারণে তিনি লস অ্যাঞ্জেলেস ছেড়ে নিজের জন্মভূমি ইংল্যান্ডে ফেরেননি। তিনি যতদিন আমেরিকায় ছিলেন, তাঁর মন পড়ে থাকত ইংল্যান্ডে। ফলে দুই মেয়েকে নিয়ে আর কোনওদিনই আমেরিকায় ফেরার ইচ্ছে তাঁর নেই। কাজের জন্য যত বার যেতে হয় যাবেন, তবে বসবাস করবেন না। পরিবার-পরিজন নিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে খুব ভাল আছেন।



■ জেসিকা চ্যাস্টেন

লেখাপড়ায় মন

জেসিকা চ্যাস্টেন যতই অস্কারজয়ী অভিনেত্রী হন না কেন, লেখাপড়া করার ইচ্ছে তাঁর মধ্যে জীবন্ত। না হলে এই বয়সে এসে হঠাৎ একটি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হবেন কেন! তিনি অ্যামেরিকান অ্যাকাডেমি অফ ড্রামাটিক্স আর্টসে ড্রামা নিয়ে পড়েছিলেন। তবে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। ফলে একটা অতৃপ্তি রয়ে গিয়েছিল ভিতরে। ২০২২ সালে সেরা অভিনেত্রীর অস্কার পাওয়ার পর তাঁর পুরনো কলেজ অ্যামেরিকান অ্যাকাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্টস তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেটে সম্মানিত করে অবশ্য। এবার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জন এফ কেনেডি স্কুল অফ গভর্নমেন্টে তিনি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হয়েছেন।

প্যালেস্তাইনের কণ্ঠ

প্যালেস্তাইনের গল্প যাতে কণ্ঠ পায়, তার জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন হলিউডের কিছু অভিনেতা। যেমন ব্র্যাড পিট এবং ইয়াকিন ফিনিক্স। তাঁরা টিউনিশিয়ার পরিচালক কাউথার বেন হানিয়ার ছবি 'দ্য ভয়েস অফ হিন্দ রজব' (যা গাজ়া শহরের গল্প বলে)-এর এগজ়িকিউটিভ প্রডিউসর হিসেবে এগিয়ে এসেছেন। ছবিটি যাতে বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পৌঁছয়, যাতে দর্শক অবধি পৌঁছতে পারে গাজ়ার হতভাগ্য জনসাধারণের গল্প, তার জন্য এগিয়ে এসেছেন এই দুই তারকা। ইতিমধ্যে ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রশংসিত হয়েছে ছবিটি। এরপর টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবিটি নিয়ে যাচ্ছেন পরিচালক, এই দুই তারকার সাহায্যে। কুর্নিশ ইয়াকিন ও ব্র্যাডের এই সাহসকে।



■ ইয়াকিন ফিনিক্স ও ব্র্যাড পিট

ব্যাচেলরেট জমজমাট

আর বেশি দেরি নেই। বুঝিয়ে দিচ্ছেন সেলেনা গোমেজ়। বেনি ব্লাঙ্কোর সঙ্গে তাঁর বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসছে। সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে ব্যাচেলরেট পার্টির কিছু মুহূর্ত ভাগ করে নিয়েছেন তিনি। তবে নেহাত বান্ধবীদের সঙ্গে 'ব্রাইড টু বি'-র পার্টি নয়, রীতিমতো ব্যাচেলরেট হলিডে-তে গিয়েছিলেন তিনি। বান্ধবীদের সঙ্গে মেক্সিকোর কাবো সান লুকাসে ঘুরতে গিয়েছিলেন সেলেনা। কখনও সমুদ্রসৈকতে, কখনও ইয়টে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে পার্টি করেছেন। ওদিকে বেনি নিজের বন্ধুদের নিয়ে লাস ভেগাসে সেরে ফেলেছেন ব্যাচেলর পার্টি। বোঝাই যাচ্ছে বিয়ের আগের উত্তেজনা দারুণ উপভোগ করছেন বেনি ও সেলেনা।



নিজের ব্যাচেলরেটে সেলেনা। (ইনসেটে) ইয়টে বান্ধবীদের সঙ্গে



১

সামনেই পুজো, সঙ্গে পুজোর ছবি মুক্তিও। সেই নিয়ে তারকাদের ব্যস্ততার শেষ নেই। এদিকে মুম্বইতেও চুটিয়ে ইভেন্টস চলছে। আর সেলেবদের সঙ্গে থাকছে আনন্দলোক

২



৩

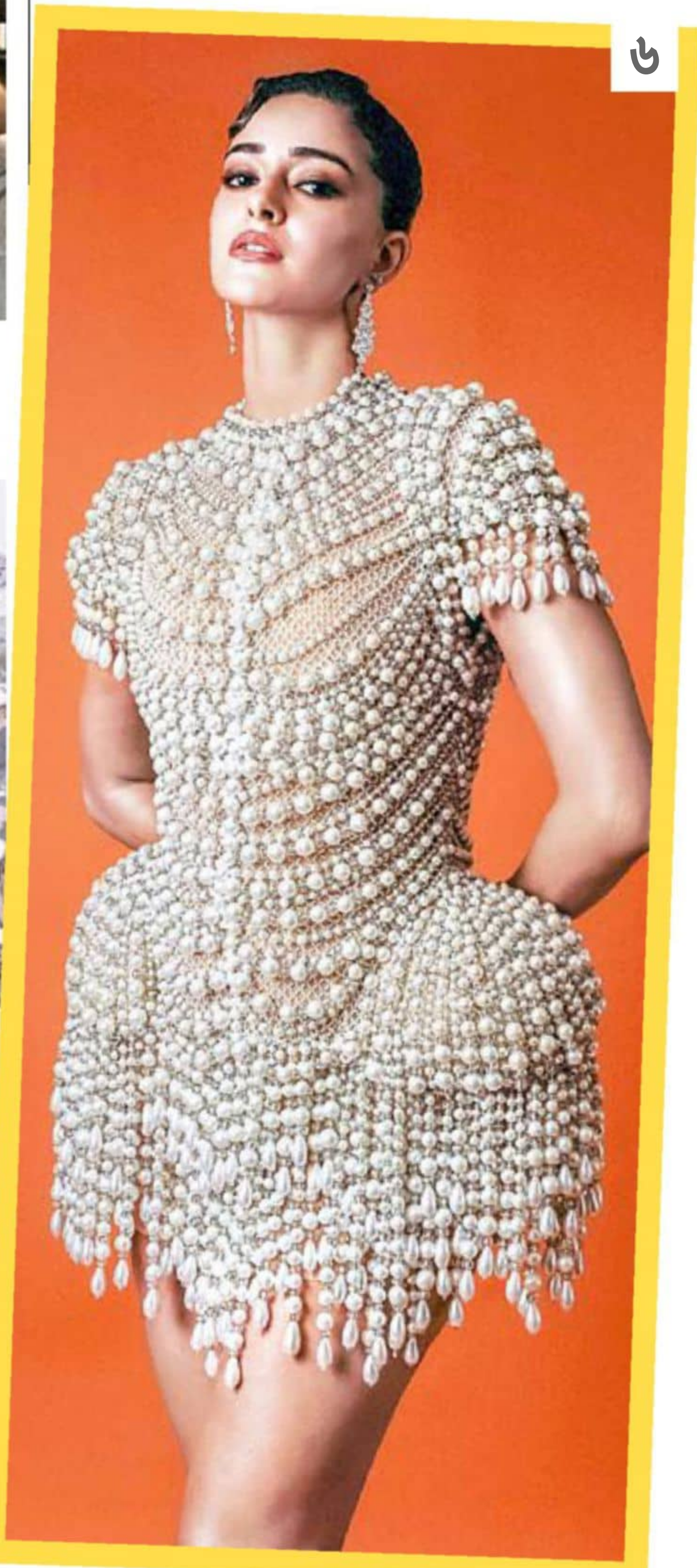




৪



৫



৬

১

২

৩ মুম্বইয়ের একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে মিডিয়ার ক্যামেরার সামনে পোজ় দিলেন রেখা

৪ তাঁদের বন্ধুত্ব অনেকদিনের। গাড়ির মধ্যে ঋতব্রতকে চুমু ঋদ্ধি সেনের

৫ এবার ছবিতে ‘বাবা’র ভূমিকায় বিক্রম চট্টোপাধ্যায়। সেই ছবির খুদে অভিনেতার সঙ্গে নায়ক

৬ মুম্বইতে এক ফ্যাশন ডিজ়াইনারের স্টোর লঞ্চ অনুষ্ঠানে স্বমহিমায় ধরা দিলেন অনন্যা পাণ্ডে



৭



৮



৯

৭ কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে একটি সুগন্ধি সংস্থার পার্টিতে শ্রাবন্তীর সঙ্গে দর্শনা বণিক

৮ ‘বহুরূপ’-এর প্রিমিয়ারে স্ত্রী তনয়ার সঙ্গে সোহম

৯ কলকাতার এক হোটেলে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন মন্দাকিনী



১০ কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি জয়া আহসান

১১ ‘রক্তবীজ ২’র প্রচারে এক স্টেজ শোয়ে সুরজিৎ ও ইমন









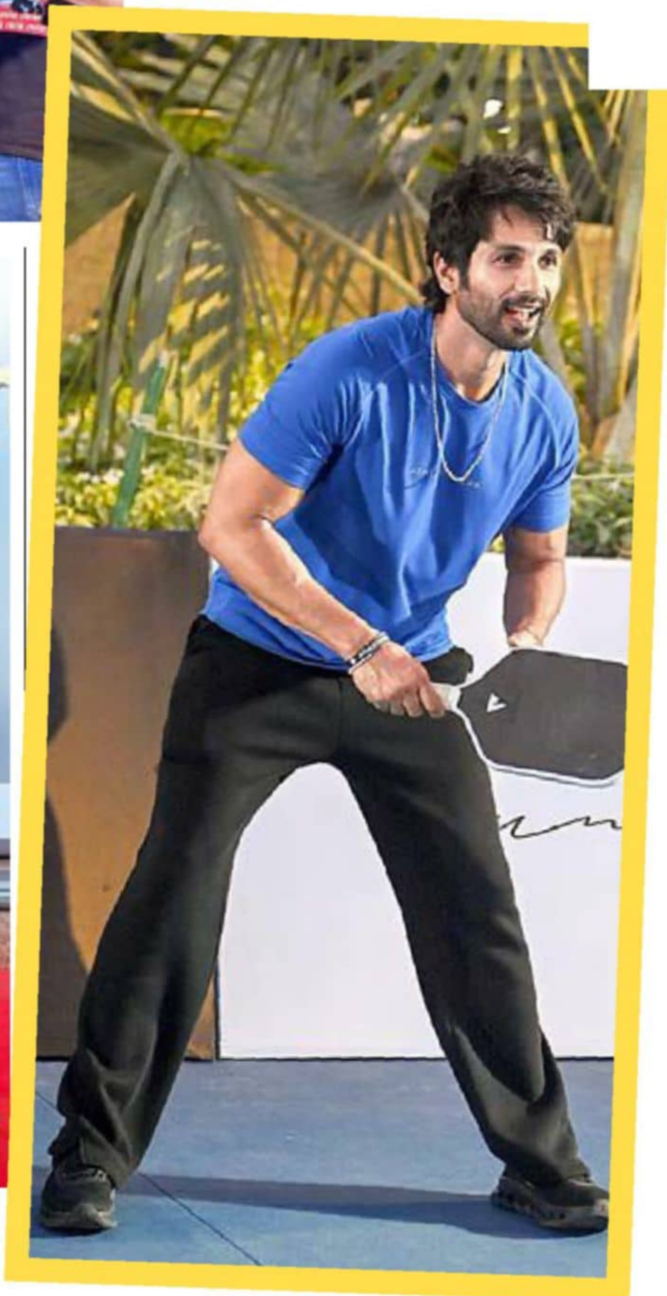
১২ দক্ষিণ কলকাতার এক মাল্টিপ্লেক্সে একান্ত আড্ডায় অনুপম খের ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

১৩ সমস্ত বিচ্ছেদের জল্পনা উড়িয়ে বাড়ির গণেশ পুজোতে সস্ত্রীক গোবিন্দ

১৪ মুম্বইতে হিন্দি ছবি 'পরম সুন্দরী'র প্রচারে সিদ্ধার্থ মলহোত্র এবং জাহ্নবী কপূর







১৫ একটি প্রচারঅনুষ্ঠানে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, অপরাজিতা আঢ্য, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও সৃজিত মুখোপাধ্যায়

১৬ নিজের ফ্যান ক্লাবের সদস্যদের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত অক্ষয়কুমার

১৭ পিকলবল খেলায় মজে শাহিদ কপূর



যত কাণ্ড মুক্তি নিয়ে

এবারের পুজোতে **আবীর চট্টোপাধ্যায়**-এর দুটো ছবি একসঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে। তার মধ্যে একটি ছবির কোনও প্রচার নায়ক করবেন না। কিন্তু কেন? কী নিয়ে বিবাদ? খোঁজ নিল আনন্দলোক

'যত কাণ্ড ছবি মুক্তি ঘিরে'...অনীক দত্ত ও আবীর চট্টোপাধ্যায়ের পুজো রিলিজ় 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'-র নাম বদলে এটা রাখলে বোধহয় যথাযথ হত! ছবি মুক্তিকে ঘিরে যেন দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছেন তাঁরা। একদিকে আবীর চট্টোপাধ্যায়, যিনি ছবির যাবতীয় প্রচার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। আর অন্যদিকে প্রযোজক ফিরদৌসুল হাসান ও পরিচালক অনীক দত্ত, যাঁরা আবীরের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, বিরক্ত। ছবি মুক্তি ঘিরে ঠিক কোথায় ও কেন জট পাকাল, তা আগে জেনে নেওয়া যাক...

'রক্তবীজ'এর জন্য গত পুজোয় মুক্তি পেল না ছবি

'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' মুক্তি পেতে চলেছে এবারের পুজোয়। কিন্তু তার আগে আবীর চট্টোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, তিনি এই ছবির কোনও রকম প্রচারে অংশ নেবেন না। আবীর ছবির মুখ্য অভিনেতা, এবং তাঁর স্টার ভ্যালুও রয়েছে। পুজোর ছবির ক্ষেত্রে যেখানে প্রবল প্রতিযোগিতা চলে, সেখানে ছবির অভিনেতাই যদি হাত গুটিয়ে নেন, তাহলে কী করে চলবে! কিন্তু কেন আবীর প্রচার করলেন না? কারণ, এই পুজোতেই মুক্তি পাচ্ছে নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'রক্তবীজ ২'। আবীর নাকি মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন শুধুমাত্র সেই ছবির জন্যই। 'যত কাণ্ড...'র শুটিং গত বছরই শেষ হয়ে গিয়েছিল। গত পুজোতেই নির্মাতারা চেয়েছিলেন ছবিটি মুক্তি পাক। কিন্তু গত বার আবীরের 'বহুরূপী' পুজোয় মুক্তি পাচ্ছে বলে, অভিনেতা নাকি প্রযোজক ও পরিচালককে অনুরোধ করেন 'যত কাণ্ড...'র মুক্তি পিছিয়ে দিতে। আবীরের সেই অনুরোধ মেনেও নেন ফিরদৌসুল। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন ছবিটি ২০২৫-এর পুজোয় রিলিজ় করানোর। হাজার হোক, পুজোর ছবির আলাদা আবেগ আছে। ফলে, নির্মাতারা চেয়েছিলেন এবারের পুজোয় অন্তত ছবিটি মুক্তি পাক। কিন্তু এবারেও নাকি বাধ সাধেন আবীর। তিনি বলেন, এবারের পুজোয় তাঁর 'রক্তবীজ ২' মুক্তি পাচ্ছে। অতএব, 'যত কাণ্ড...'র মুক্তি পিছিয়ে দিতে হবে। এবারে আর তাঁর কথা শুনতে চাননি প্রযোজক-পরিচালক।



■ প্রেস মিটে ফিরদৌসুল হাসান ও অনীক দত্ত

এমনিতেও ছবি কখন মুক্তি পাবে, তা প্রযোজকের সিদ্ধান্ত। তবুও তাঁরা গতবার আবীরের কথা মেনে নিয়েছিলেন। প্রযোজক ছবি মুক্তিতে অনড় থাকবেন জানার পরই আবীর বলেন, তিনি এই ছবির কোনও প্রচারে থাকবেন না। সেই মতো, ছবির একটি প্রচার অনুষ্ঠান হয় পার্ক স্ট্রিটের এক হেরিটেজ নাইটক্লাবে। সেখানে কলাকুশলীরা থাকলেও ছিলেন না আবীর। প্রশ্ন ওঠে, নন্দিতা-শিবপ্রসাদের ছবির জন্য নিজের আর একটি ছবি থেকে এমন ভাবে সরে যাওয়া কি আদৌ পেশারাদারিত্বের পরিচয়? জানা যাচ্ছে, এবছর উইন্ডোজ় প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন আবীর চট্টোপাধ্যায়ের। চুক্তি অনুযায়ী, উইন্ডোজ়ের পুজোর ছবিতে আবীর থাকলে তিনি অন্য কোনও পুজোর ছবির জন্য প্রচার করতে পারবেন না। কিন্তু সেখানেই ফিরদৌসুল-অনীকরা প্রশ্ন তুলেছেন, দু'টি ছবি দুই ঘরানার হলেও এত সমস্যা কেন?

কেন এত রেষারেষি?

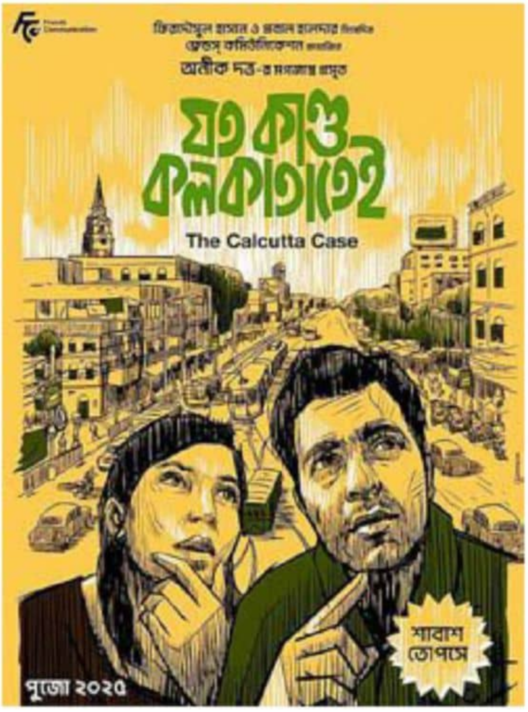
আবীরের প্রচারে না থাকা নিয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন অনীক দত্ত ও ফিরদৌসুল হাসান। সেখানে অনীক স্পষ্ট বলেন, "শিবুর ছবির চেয়ে আমাদের ছবি সম্পূর্ণ আলাদা। তাহলে শিবু এত ভয় পাচ্ছে কেন? কেন এত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে?" প্রযোজক ফিরদৌসুল হাসান অবাক হয়েছেন তাঁর ছবির প্রতি এমন অসহযোগিতার



■ 'যত কাণ্ড...'র মিউজ়িক লঞ্চে সুরকার দেবজ্যোতি মিশ্র ও গায়িকা তানিয়া সেন। অনুপস্থিত আবীর।

> অনীক স্পষ্ট বলেন, "শিবুর ছবির চেয়ে আমাদের ছবি সম্পূর্ণ আলাদা। তাহলে শিবু এত ভয় পাচ্ছে কেন? কেন এত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে?" প্রযোজক ফিরদৌসুল অবাক হয়েছেন এমন অসহযোগিতার কারণে।

কারণে। ছবির মুখ্য অভিনেতা ছবির প্রচারে থাকবেন না, বিশেষ প্রদর্শনে যোগ দেবেন না, ছবির টিজ়ার-ট্রেলার-গান সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নেবেন না...এ কেমন কথা, মত তাঁর। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন, বাংলা ছবির ক্ষেত্রে যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতার আবহ তৈরির কথা মুখে বলা হচ্ছে, সেখানে নন্দিতা-শিবপ্রসাদ বা আবীরের পক্ষে এমন চুক্তি না মানলেই কি হচ্ছিল না? এক অভিনেতার দু'টি ছবি এর আগেও একদিনে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু এভাবে চুক্তি অনুযায়ী প্রচারে বাধা দেওয়া কি এখনকার বাংলা ইন্ডাস্ট্রির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক? অনীক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন তিনি অমিতাভ বচ্চনের তিনটি ছবি একসঙ্গে দেখেছেন। "আমি যদি একদিনে এক অভিনেতার তিনটি ছবি দেখতে পারি তা হলে দর্শকও আবীরের দু'টি ভিন্ন স্বাদের ছবি দেখতে পারবেন। এতে সমস্যা কোথায়?" এই ঘটনার পর অনীক দত্তর সঙ্গে আবীরের পারস্পরিক সম্পর্কও কি টাল খেল না? অনীক বললেন, "আমি আবীরকে খুব স্নেহ করি। কিন্তু কিছুদিন আগে আমি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম যখন, আবীর আমাকে একবার দেখতেও আসেনি। পরে এক অনুষ্ঠানে ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি ওকে বলি, 'শিবু কি আমাকে হাসপাতালে দেখতে না যাওয়ারও কনট্র্যাক্টও সই করিয়েছে?' ও বলে, ও নাকি জানতই না আমি হাসপাতালে! এড়িয়ে গেল পুরো বিষয়টা।" এই ছবি ঘিরে যাবতীয় বিতর্কের পর নাকি আবীর বলেছিলেন তিনি প্রচার করবেন। কিন্তু নানা অজুহাতে তিনি তা বারবার এড়িয়ে গিয়েছেন। আবীরের সঙ্গে অনীকের এর আগেও সমস্যা হয়েছিল। "আমি 'অপরাজিত' ছবিতে সত্যজিৎ রায়ের ভূমিকায় আবীরকে প্রথম বেছেছিলাম। যথারীতি তারিখ নিয়ে সেই সময় সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আবীরের তখন নাকি হিন্দি ওয়েব সিরিজ়ের জন্য অনেক ডেট দেওয়া ছিল। ভাগ্যিস সেই সময় জীতু কমলকে পেয়েছিলাম। তাই ছবিটা হল," বলেছিলেন অনীক। সাংবাদিক সম্মেলনেই তাঁরা জানিয়েছিলেন, আপাতত কেউ মামলা করবেন না। বিশেষ প্রদর্শন অবধি অপেক্ষা করবেন। আবীর কথা দিয়েছিলেন, তিনি নিজে শিবপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলবেন, কিন্তু সেটাও নাকি বলেননি, অভিযোগ অনীকের। এখন শোনা যাচ্ছে, ছবির প্রিমিয়ারেও নাকি থাকবেন না আবীর। ''আমি বলেছিলাম ও যদি শুধু ছবির ট্রেলার লঞ্চ ও প্রিমিয়ারের দিনে হাজির থাকে। সেটাও আবীর পারবে না



■ 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' ছবির পোস্টার



ফোটো: প্রবীর মিত্র

■ 'রক্তবীজ ২'-এর প্রচারে অঙ্কুশের সঙ্গে আবীর

বলে জানিয়েছে। এমনকি ছবির কোনওকিছু সোশ্যাল মিডিয়াতেও শেয়ার করবে না। আমারও তো প্রযোজক হিসেবে একটা ইগো আছে, আমি ভিখিরি নই। না আমি নিজে থেকে শিবুর সঙ্গে কথা বলব, না আবীরকে আর অনুরোধ করব,'' জানান ফিরদৌসল। "তবে হাসান মামলা করলে আবীরেরই সমস্যা হত," বলেন পরিচালক।

এসবের মধ্যে আবীরের বক্তব্য, এবার পুজোয় 'রক্তবীজ ২' মুক্তি পাবে, তা সকলেরই জানা ছিল। সেখানে ফিরদৌসুল হাসান কী করে সিদ্ধান্ত নিলেন, একই অভিনেতার ছবি একই সময়ে রিলিজ়ের? আবীরের বক্তব্য, "চুক্তির কথা আলাদা রাখলেও, কোনও অভিনেতাই চাইবেন না পুজোয় তাঁর দর্শক ভাগ হয়ে যাক। আর প্রচারের ব্যাপারে বলি, আমি মনে করি 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' ছবিটা নিজগুণেই সফল হওয়ার মতো। আলাদা করে পুজোয় মুক্তি না দিলেও হত। আমি এ-ও বলে দিয়েছিলাম, 'প্রচারে থাকতে পারব না'। হাসানদা বলেছিলেন, 'দেখছি'।" আবীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত বছর পুজোয় 'বহুরূপী'র জন্য নাকি এই ছবি মুক্তিতে বাধ সাধেন তিনি। আবীর বলেন, "ছবিটা কি তখন তৈরি হয়ে গিয়েছিল? তাহলে ২০২৫-এর জুন মাসে আমাকে ডাবিংয়ের জন্য ডাকা হল কেন?" এর উত্তরে ফিরদৌসুল জানান, ''হ্যাঁ ডাবিং বাকি ছিল। কিন্তু যখন আবীর অনুরোধ করল



■ 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'র ছবির একটি দৃশ্য

ছবিটা আগের বছর পুজোতে যাতে রিলিজ় না করা হয়, তা হলে আর তড়িঘড়ি করে ডাবিং করতে যাব কেন?'' গত বছর উইন্ডোজ়ের 'বহুরূপী'র পাশাপাশি ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশনের তিনটি ছবি, 'হুব্বা', 'চালচিত্র', 'পদাতিক' মুক্তি পেয়েছিল। তাই তারা ওই তিনটি ছবির উপর ফোকাস করতে চেয়েছিলেন। ফলে, 'যত কাণ্ড...' মুক্তি না পেলেও অসুবিধে হয়নি। এবারে পুজোয় তাঁরা ছবিটির মুক্তি চাইছেন। ফিরদৌসুলের কথা অনুযায়ী, তাঁর ফিনান্সারের কাছেও কিছু কমিটমেন্ট রয়েছে। ছবি মুক্তির সিদ্ধান্ত যে একান্তই প্রযোজকের, তা মেনে নিয়েছেন আবীরও। অনীক দত্তর আফশোস, এ ধরনের চুক্তির কথা আগে জানলে তিনি কাস্টিং নিয়ে দু'বার ভাবতেন। প্রসঙ্গত, এই পুরো বিষয়ে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কোনও মতামত পাওয়া যায়নি। আপাতত, ছবির আগামী কোনও প্রচারে আবীর আসবেন কি না, বা স্পেশ্যাল স্ক্রিনিংয়ে আসবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়। তবে 'যত কাণ্ড...' এ বারের পুজোয় মুক্তি পাবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। ছবির ভাগ্য যাই হোক না কেন, বাংলা ইন্ডাস্ট্রির রেষারেষির গল্পটা আরও একবার স্পষ্ট। ইন্ডাস্ট্রির পাশে দাঁড়ানোর আর্জি রাখার আগে প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতাদের উচিত একে-ওপরের পাশে দাঁড়ানো। তাহলেই একমাত্র ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করবে। মুখে নয়, তাঁদের কাজই প্রমাণ করবে, ইন্ডাস্ট্রি আসলে কোন পথ এগোবে। নাকি পিছোবে!

'যত কাণ্ড...' কোনও প্রচারে আবীর আসবেন কি না তা নিশ্চিত নয়। তবে ছবিটি এ বারের পুজোয় মুক্তি পাবে, তা নিশ্চিত। ছবির ভাগ্য যাই হোক না কেন, বাংলা ইন্ডাস্ট্রির রেষারেষির গল্পটা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল।



■ ব্লন্ড চুলে কেট। (ইনসেটে) ঠিক একদিন বাদে পুরনো লুকে

চুলের কী বাহার

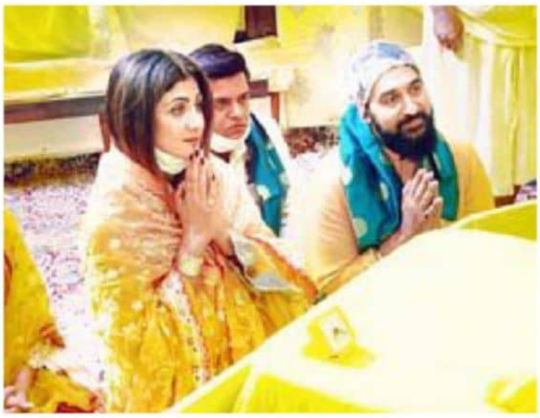


হবু রানি হওয়ারও অনেক ঝামেলা! প্রিন্সেস অফ ওয়েলস কেট মিডলটন যে নিজের পছন্দমতো ডাই করবেন চুলে, তারও উপায় নেই। শখ করে ব্লন্ড হেয়ার কালার করেছিলেন। তাতে নেটিজ়েনরা গেলেন ক্ষেপে! সকলে বলছেন, শাশুড়ি ডায়ানার মতো ব্লন্ড হেয়ার করলে কি আর তাঁর মতো হওয়া যায়? কেট পাত্তা না দিলেই পারতেন, কিন্তু তিনি তো হবু রানি, জনমতে কান না দিলে হয়? তবে ঠিক একদিন বাদে মহিলাদের রাগবি ম্যাচে তিনি চিরাচরিত ব্রুনেট ব্রাউন চুলে দেখা দিয়ে চমকে দিয়েছেন নিন্দুকদেরও! এত চটজলদি পুরনো লুক দেখে নিন্দুকদের প্রশ্ন, প্রিন্সেসের ব্লন্ড চুল কি পরচুলা ছিল?

প্রার্থনাই ভরসা

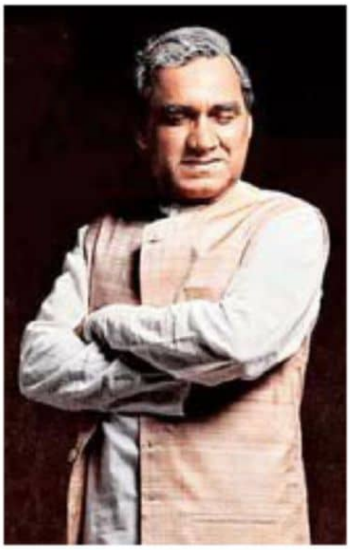
মুম্বই পুলিশ শিল্পা শেট্টি এবং রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে ‘লুক আউট’ নোটিশ জারি করেছে। কারণ তাঁদের বিরুদ্ধে ৬০ কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগ করেছে একটি বেসরকারি সংস্থা, যা ঋণের টাকা আদায় করে। দীর্ঘদিন ধরে শিল্পা এবং রাজের কাছে টাকা ফেরত চেয়ে না পেয়ে মামলা করেছে তারা। এদিকে শিল্পা আর রাজ এই অবস্থায় নিজেদের সঁপে দিয়েছেন ঈশ্বরের চরণে। পঞ্জাবের বিভিন্ন গুরুদ্বারে তাঁদের দেখা যাচ্ছে প্রার্থনা করতে। এদিকে বিভিন্ন বিমানবন্দরে পৌঁছেছে লুক আউট নোটিশ, যেখান থেকে তাঁদের গ্রেফতার করা হবে! এই অবস্থা ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হয়ে আর উপায় কী!





■ শিল্পা শেট্টি ও রাজ কুন্দ্রা

স্টারডম, সুপারস্টারডম বুঝি না।



‘ম্যায় অটল হুঁ’-তে বাজপেয়ীর লুকে

ওটিটি হোক কিংবা সিনেমা, তিনি এখন ঘরে-ঘরে অত্যন্ত জনপ্রিয় এক নাম। মুম্বইতে নিজের বাংলোতে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবিতে শুট করার মাঝে, মনের দরজা খুললেন **পঙ্কজ ত্রিপাঠি**। শুনলেন **আসিফ সালাম**

প্র বিহারের ছোট্ট গ্রাম থেকে মাড আইল্যান্ডের বাংলো। সাফল্যের পাশাপাশি জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গেও তো মানিয়ে নিতে হয়েছে। সেটা কতটা কঠিন ছিল?

বাংলো, গাড়ি তো সাফল্যের বাই প্রডাক্ট। সাফল্যের বাই প্রডাক্ট হল অর্থ। কিন্তু সাফল্যের আসল পরিচয় প্রকাশ পায় কাজের মাধ্যমে। যদি আপনি সফল হওয়ার পরেও ভাল কাজ করেন, তাহলেই লোকে আপনাকে ডাকবে, কাজ দেবে। আপনি যে কাজ করেন, সেই ক্ষেত্রে নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে চলুন। আপনার মধ্যে কোনও ইউনিকনেস থাকলে তবেই তো ক্লায়েন্ট খুঁজবে আপনাকে। আপনাকেই চাইবে। আমরা যেমন অভিনেতা, তাই আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমাদের শিল্পের মাধ্যমে মানুষ যেন বিনোদন পান, অনুপ্রেরণা পান। সেরকম গল্পই আমরা বেছে নিই কাজ হিসেবে। বাকি সব বাই প্রডাক্ট। আর বিহার ও মুম্বইয়ের জীবনের মধ্যে কোনওরকম অ্যাডজাস্টমেন্ট করিনি। পুরা ভাগম ভাগ হ্যায়। শহরে ট্রাফিক জ্যাম বেশি, দৌড়োতে হয় সব সময়, সময়ের খেয়াল রাখতে হয়। আলাদা করে কিচ্ছু অ্যাডজাস্ট করিনি। শুধু ঘুম কমেছে। দৌড়োদৌড়ি বেড়েছে।

প্র ‘মির্জাপুর’-এ ‘কালীন ভাইয়া’ হিসেবে মানুষ আপনাকে এত সাদরে গ্রহণ করেছেন। কী মনে হয়, এই চরিত্র এত সফল হল কেন?

মানুষ পছন্দ করেছেন (হাসি)। এর বাইরে আর কী কারণ হতে পারে জানি না। তবে হ্যাঁ, আর পাঁচটি চরিত্রের মতো এই চরিত্রের জন্যও আমি খুব খেটেছি। আর একজন অভিনেতার কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি, যখন তাঁর করা চরিত্রটি দর্শকের মনে দাগ কাটে, দর্শক সেই চরিত্র নিয়ে সর্বত্র আলোচনা করে।

প্র আনন্দলোক-এর জন্য ধুতি পাঞ্জাবিতে শুট করলেন। আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রী মৃদুলা শাড়িতে শুট করলেন। শুটের সময়ে ক্যামেরার লেন্সে আপনাদের ‘রিয়াল’ সমীকরণ বারবার ফুটে উঠছিল। এখনকার দিনে ইন্ডাস্ট্রিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে মিথ্যে কথা বলেন। আপনারা সব পেরিয়ে এতটা রিয়াল কী করে থাকেন?

রিয়াল না থাকলে আর রিয়াল অ্যাক্টিং করব কী করে? আসলে, বাস্তব জীবনে বাস্তবের কাছাকাছিই থাকা জরুরি। আমাদের বড় হওয়া, চিন্তাভাবনার ধরন আলাদা। কিন্তু একে অপরকে শ্রদ্ধা করি। আর আমরা ভাল-খারাপ সবকিছুই একসঙ্গে সামলেছি। প্রথম থেকে একসঙ্গে স্ট্রাগল করেছি। তাই আমাদের মধ্যে কোনও ধরনের মিথ্যে থাকতেই পারে না। যদি কখনও ঝগড়া হয় সেটাও রিয়াল হয়, ফেক নয়।

প্র সফল হলে একজন অভিনেতার টাইপকাস্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। টাইপকাস্ট না হওয়ার জন্য আপনি কী করেন?

কম কাজ করি। সিলেক্টেড কাজ করলে এই ভয়টা থাকে না। একই সঙ্গে খানিকটা সচেতনতার প্রয়োজন। নিজের কাজ সম্পর্কে সচেতন হলে কাজের মান বজায় থাকবে। নিজের কাজ বারবার দেখাও উচিত, তাতে বোঝা যায় কোন জায়গাটা উন্নতি করা প্রয়োজন বা কোথায় খামতি থেকে যাচ্ছে।

প্র যে চরিত্রের অফার পান, তা যেন আগের চরিত্রের চেয়ে আলাদা হয়... সচেতন ভাবে এই চেষ্টা থাকে?

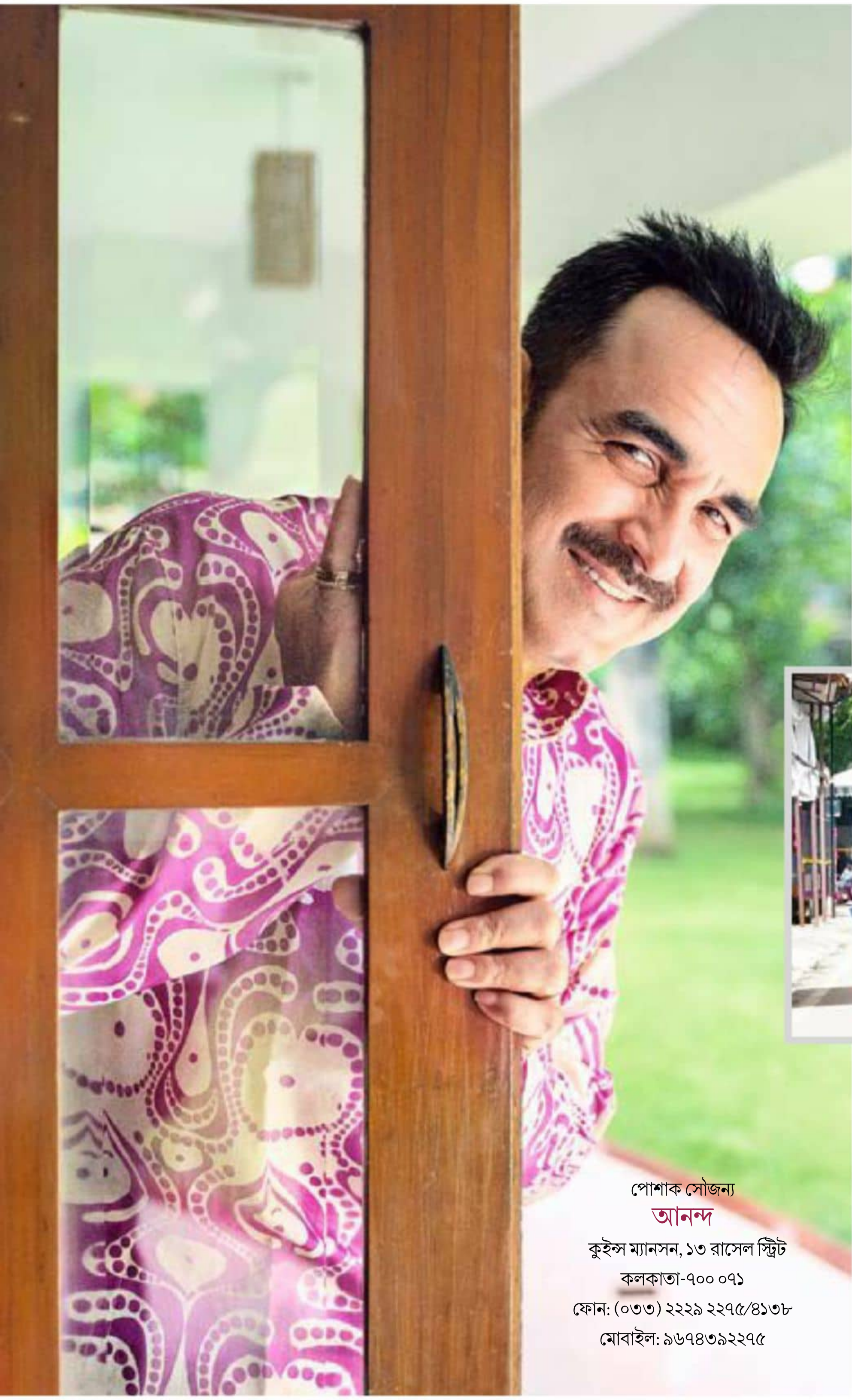
হ্যাঁ, একই চরিত্র এক বছরে দু’বার করব না। এটা আমি স্ট্রিক্টলি মেনটেন করি।

প্র অভিনয়ের ক্ষেত্রে সঠিক বিশ্লেষণ করাটাও খুব প্রয়োজনীয়। আপনার কাজের সবচেয়ে বড় সমালোচক কে?

আমার স্ত্রী। আর আমি নিজেও নিজের বড় সমালোচক। আমি খুব অল্পেই খুশি হয়ে যাই না, তেমনই আমি তাড়াতাড়ি আবার দুঃখও পাই না। নিজের কাজের মূল্যায়ন ক্রমাগত করতে থাকি। আর নিজের কাজে ভুলত্রুটিগুলি খুঁজে বার করি।



তাই এসব নিয়ে ভাবিও না : পঙ্কজ ত্রিপাঠি



পোশাক সৌজন্য
আনন্দ
কুইন্স ম্যানসন, ১৩ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২২৯ ২২৭৫/৪১৩৮
মোবাইল: ৯৬৭৪৩৯২২৭৫

ফোটো: ভিকি বন্দ্যোপাধ্যায়, **মেকআপ:** সুরেশ মোহান্তি, **হেয়ার:** প্রকাশ কদম, **স্টাইলিং:** আয়েশা দেশমুখ

প্র শোনা যায়, আপনি নাকি শট দেওয়ার পর মনিটর দেখেন না?

ঠিকই শুনেছেন। আমি আজ অবধি নিজের কোনও কাজেই মনিটরে দেখিনি। পরিচালক ওকে বলা মানে সেটা ঠিক আছে। আমার কাছে আমার পরিচালকের চোখই সেরা মনিটর। আপনি যে পরিচালকের সঙ্গে কাজ করছেন, তাঁর প্রতি এইটুকু বিশ্বাস থাকা দরকার।

প্র শুরুর দিকে মুম্বইতে অনেক স্ট্রাগল করেছিলেন। এমন কয়েকটি ঘটনার কথা বলুন যেগুলো এখনও আপনাকে অনুপ্রেরণা দেয়...

প্রত্যেক মানুষ স্ট্রাগল করার সময়ে কিছু ভাল মানুষের সান্নিধ্য পান। এঁরা আপনাকে অনুপ্রেরণা দেন আরও পরিশ্রম করতে। দ্বিতীয়ত, মুম্বই পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান মানুষদের চিনতে পারে। ফলে, প্রতিভাবান মানুষের উপর ভরসা করে দায়িত্ব দেওয়ার মানুষ আছেন এখানে। এছাড়া নিজে কত কষ্ট করেছি, পেট ভরে না খেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছি, এগুলো বলে সিম্প্যাথি অর্জন করতে চাই না। স্ট্রাগল সকলেই করেন তাই আমি কেউ ব্যতিক্রমী নই।



■ 'মেট্রো ইন দিনো'র শুটে কঙ্কনা সেন শর্মার সঙ্গে

প্র বলা হয়, বলিউডে তিন খানের পর সুপারস্টারডমের জমানা



■ **নিজের বাংলোতে স্ত্রী মৃদুলার সঙ্গে ফোটোশুট**

এখন আর নেই সেভাবে। আপনি তারকা হওয়ার পাশাপাশি ভাল অভিনেতাও। ভাল অভিনেতা ও তারকা...দুটি কি পাশাপাশি থাকতে পারে?

আমি শুধু অভিনয়ে ভরসা করি। শুধু ওটুকুই জানি। এর বাইরে স্টারডম, সুপারস্টারডম... এসব বুঝি না। তাই ভাবিও না।

প্র ওটিটি আপনাকে সিনেমার চেয়ে বেশি স্ক্রিন স্পেস দিয়েছে। আপনি কি তা বিশ্বাস করেন?

না। ওটিটির সৌজন্যে আমার হোর্ডিং লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু ‘স্ত্রী’, ‘লুডো’, ‘লুকাছুপি’, ‘নিউটন’...সবই সিনেমা। ওটিটিতে দু’টিই সিরিজ় করেছি মাত্র— ‘মির্জাপুর’ আর ‘ক্রিমিনাল জাস্টিস’। এর বাইরে প্রতি বছর তিন-চারটে করে ছবি করি। গত দু’ বছরে যেমন ‘মেট্রো ইন দিনো’, ‘স্ত্রী’, ‘ম্যায় অটল হুঁ’ করলাম। তার আগে ‘লুডো’, ‘লুকাছুপি’, ‘গুঞ্জন সাক্সেনা’... কিছু ওটিটি অরিজিন্যাল ফিল্ম করেছি নিশ্চয়ই। তবে অস্বীকার করব না ওটিটির মাধ্যমে অনেক বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছেছে আমার কাজ।

প্র কী নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন আপনি?

কিচ্ছু না। আমি এত ভাবি না, জীবনে বেশি চাপ না নিয়ে হালকা রাখি।



■ **‘মির্জাপুর’-এ পঙ্কজের অভিনীত কালীন ভাইয়া চরিত্রটি খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে**

প্র আপনি কোনও ফিল্মি পার্টিতে যান না বিশেষ। ইন্ডাস্ট্রিতে কোনও নির্দিষ্ট লবিতেও নেই। এর ফলে কাজ পেতে কিছুটা সমস্যা হয়?

না। এ ধরনের সমস্যা কখনও হয়নি। আমি জানিও না এই লবি কোথায় আছে বা লবি কী। কোথায় এগজ়িস্ট করে এই লবি! আমি তো প্রতিদিন কাজ সেরে বাড়ি ফিরি আসি ব্যস। তারপরের সময়টা আমার আর আমার পরিবারের।

প্র পাঁচ বছর আগের আপনি আর আজকের আপনি, মানুষ হিসেবে কোনও পরিবর্তন?

না। এখন স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখি একটু বেশি। আর কাজ কিছুটা কমিয়েছি।

প্র আপনার স্ত্রী বাঙালি। সেদিক থেকে আপনি বাংলার জামাইবাবু। বাংলায় ছবির পরিকল্পনা?

বাংলা অতটা ঝরঝরে বলতে পারি না। হিন্দিভাষীর চরিত্র হলে করব। পর্দায় ঠিকমতো বাংলা না বললে খারাপ লাগবে। আমি যদি কিছু করি তাহলে সেটা নিঁখুতভাবে করার চেষ্টা করি। অনুরাগ বসু, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, টোনিদার (অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী) মতো বাঙালিদের সঙ্গে কাজ করেছি। আরও অনেকের সঙ্গে কাজ করতে চাই।

কিমা পাও: শনয়া কপূর

নতুন প্রজন্মের তারকা তিনি। খাবার নিয়ে সচেতন তো বটেই। কিন্তু যে কোনও ফাস্ট ফুডেই **শনয়া কপূর**-এর আসক্তি বেশি। সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলেই নজর পড়বে, শনয়ার নিত্য নতুন পোস্ট। যেখানে অধিক গুরুত্ব পায় নানা স্বাদের লোভনীয় খাবার। তবে সেই তালিকায় শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে কিমা পাও।



কিমা পাও



ধনেপাতা কুচি



মটন কিমা



পাও



শনয়া কপূর

বলিউড তারকা মানে অধিক স্বাস্থ্য সচেতন। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু শনয়ার মতো নতুন প্রজন্মের উঠতি তারকাদের খাবার তালিকায় থাকে সব রকমেরই পদ। কার্বোহাইড্রেট বর্জিত প্রোটিন যুক্ত খাবার যেমন রয়েছে, সে-রকমই রয়েছে দক্ষিণী বিভিন্ন পদ। এর পাশাপাশি প্রায়ই তিনি চেখে দেখেন পিৎজ়া, পানিপুরি এবং তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কিমা পাও। দেখে নেওয়া যাক, ঘরোয়া পদ্ধতিতে বানানো মুম্বইয়ের বিখ্যাত কিমা পাও-র রেসিপি।

উপকরণ: মটন কিমা ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ১/২ কাপ, আদা ও রসুন বাটা ২ চামচ, টমেটো কুচি ১/২ কাপ, হলুদ ১ চামচ, কাঁচা লঙ্কা কুচি ৩ চামচ, জিরে গুঁড়ো ১ চামচ, ধনে গুঁড়ো ১ চামচ, গরম মশলা ১ চামচ, মাখন পরিমাণ মতো, ধনেপাতা কুচি, লেবুর রস ১ টি, পাও ৭-৮ টি

প্রণালী: কিমার জন্য একটি প্যানে মাখন গরম করে, পেঁয়াজ নরম করে ভেজে নিতে হবে। এরপর তাতে আদা-রসুন বাটা ও টমেটো কুচি দিয়ে বেশ ভাল ভাবে কষিয়ে নিতে হবে। জল ছেড়ে এলে তার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে মাংসের কিমা। এরপর আবারও ৫-১০ মিনিট কষিয়ে যোগ করতে হবে হলুদ, লঙ্কা কুচি, জিরে, ধনে এবং গরম মশলা। এরপর মাংসের সঙ্গে সবকিছু ভাল করে মিশিয়ে, কম আঁচে ১০ মিনিট পর্যন্ত রান্না করতে হবে। প্রয়োজনে সামান্য জল দিয়েও কষানো যেতে পারে। তবে অবশ্যই মাংস সম্পূর্ণ সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রান্না করে যেতে হবে। অপরদিকে মাখন দিয়ে পাও সেঁকে নিতে হবে। মটন কিমা তৈরি হলে উপর থেকে ছড়িয়ে দিতে হবে ধনে পাতা কুচি এবং লেবুর রস। এরপর একত্রে পরিবেশন করুন কিমা পাও। স্বাদ বাড়ানোর জন্য কিমার উপরে দিতে পারেন গ্রেট করা সেদ্ধ ডিম এবং লাল পেঁয়াজ।

স্টাইলোমিটার



ফ্যাশনে

ওটিটি মাধ্যমের তারকারা জনপ্রিয়তায় কম যান না। অভিনয়ের





মোনোক্রোমে মুগ্ধ: শ্রিয়া পিলগাঁওকর

শ্রিয়া পিলগাঁওকর ‘মির্জাপুর’ থেকে শুরু করে ‘মণ্ডলা মার্ডারস’ অবধি নিজের অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ফ্যাশন গেমেও তিনি অনেকটা এগিয়ে। বিশেষ করে মোনোক্রোম অর্থাৎ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পোশাকের কম্বিনেশনে। মোনোক্রোম্যাটিক থ্রি-পিস স্ট্রাইপড কো-অর্ড সেট হোক বা ব্ল্যাক প্লিটেড স্কার্টের সঙ্গে হোয়াইট ক্রপড শার্ট বা বয়ফ্রেন্ড টি-শার্ট, শ্রিয়া রপ্ত করে ফেলেছেন মোনোক্রোম ড্রেসিং।

ভূষণে OTT তারা

পাশাপাশি ফ্যাশন নিয়েও সচেতন তাঁরা। তাঁদের ভিন্ন অবতার তুলে ধরল আনন্দলোক





ওটিটি-র বহুরূপী: আলি ফজ়ল

অভিনয়ের মতো ফ্যাশনেও আলি ফজ়ল বহুরূপী। কখনও তিনি ডেনিম অন-ডেনিম লুকে ক্যাজুয়াল, কখনও সুটেড ফরম্যাল, কখনও ভীষণভাবে এথনিক। শুধু পোশাক নয়, নিজের লুকও পাল্টে ফেলেন আলি। লম্বা চুলে, ক্রু-কাটে, গোঁফ নিয়ে... আলি ফজ়ল বহুরূপে সুন্দর।









ওভারসাইজ়ড ভালবাসা: বিজয় ভর্মা

বিজয় ভর্মা যে 'দাহাড়' সিরিজ়ে নিজের পোশাক ডিজ়াইন করেছিলেন, জানেন কি? ফলে ব্যক্তিগত জীবনেও নিজের পোশাক নিয়ে খুঁতখুঁতে তিনি। লম্বা ছিপছিপে চেহারার বিজয় পছন্দ করেন ওভারসাইজ়ড পোশাক। খানিকটা কোরিয়ান ফিডেড প্যান্টস। সঙ্গে ওভারসাইজ়ড শার্ট, টি-শার্ট, জ্যাকেট। কলমকারি, ব্লক প্রিন্টেড কাপড় দিয়ে ওভারসাইজ়ড জ্যাকেট বানিয়ে পরতে ভালবাসেন বিজয়।



বিকিনি বেব: অহানা কুমরা

যে-কোনও সিনেমায় দেখবেন বিকিনি পরিহিত সুন্দরীরা একটি মাত্র দৃশ্যে এসে লাইমলাইট নিয়ে চলে যান। ওটিটি মাধ্যম কিন্তু তার ব্যতিক্রম নয়। অহানা কুমরা ওটিটি মাধ্যমের প্রিয় বিকিনি বিউটি। তার মধ্যে 'কল মাই এজেন্ট খ্যাত' অহনা ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ পছন্দ করেন নজরকাড়া নিওন, রঙিন, ডিজিট্যাল প্রিন্টেড বিকিনি। গ্রাফিক প্রিন্টেড নীল বিকিনি, রেড-ব্লু-হোয়াইট স্টাইপড বিকিনি, মাল্টিকালারড টায়েড বিকিনি... সবেতেই মোহময়ী অহনা।

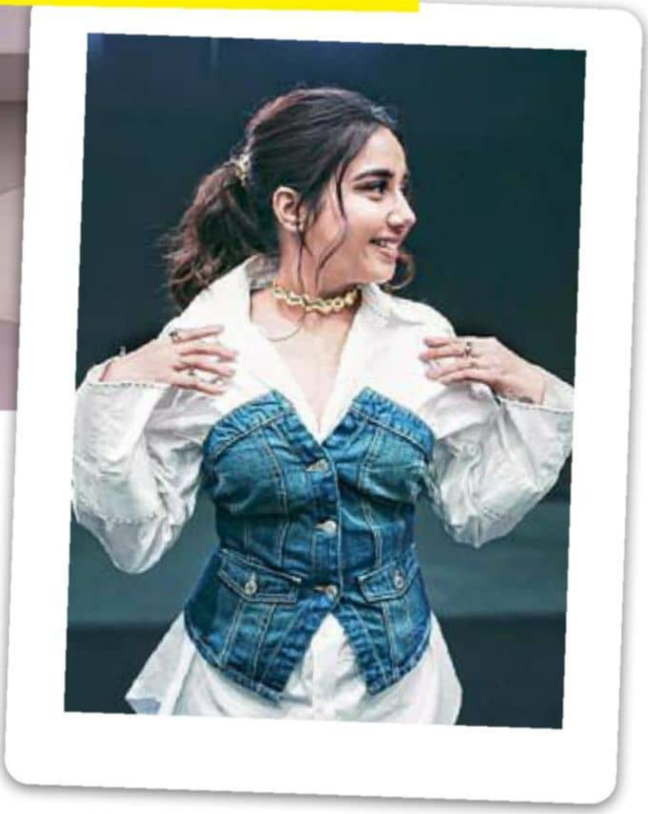








ফাঙ্ক যখন ফ্যাশন: প্রাজক্তা কোলি



রেডিয়ো জকি, ইউটিউব ইনফ্লুয়েন্সার থেকে ওটিটি মাধ্যমে এসে তিনি অভিনেত্রীর স্বীকৃতি পেয়েছেন। ফলে প্রাজক্তা কোলির ফ্যাশন ভীষণ 'ফাঙ্কি'। পাশের বাড়ির ফ্যাশনেবল মেয়ের মতো তিনি অননুমেয়।

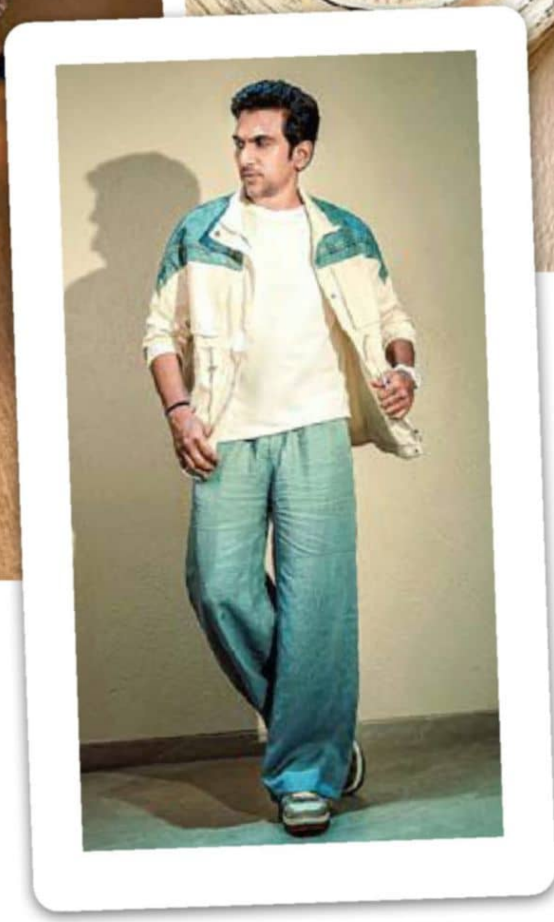
কখনও জাপানি পুতুলের মতো ফিটেড ড্রেস, কখনও ডেনিম করসেট, কখনও ভীষণ ফাঙ্কি পুলওভারে পরে চমকে দেন তিনি। আসলে প্রাজক্তার কাছে ফ্যাশন মানেই কমফর্ট, যা তাঁর হাসিখুশি স্বভাবের পরিপূরক।

জ্যাকেটপ্রেমী: প্রতীক গান্ধী

‘স্ক্যাম ১৯৯২’ খ্যাত প্রতীক গান্ধী একসময় কর্পোরেট চাকরি করতেন, সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা। অফিসে সঙ্গে রাখতেন একটি জ্যাকেট। হঠাৎ কোনও শো-এর ডাক এলে অফিসের পোশাকের উপর চাপিয়ে নিতেন জ্যাকেট। সেই স্বভাব আজও ছাড়তে পারেননি তিনি। আজও জ্যাকেটের প্রতি আলাদা ভালবাসা তাঁর। ফলে কখনও জ্যাকেট-শার্ট (শ্যাকেট), কখনও বমার, কখনও সুয়েডের ব্লেকেট পরে তিনি হয়ে ওঠেন ফ্যাশনেবল।







ওটিটি মাধ্যমের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল, বিভিন্ন দক্ষ অভিনেতার উত্থান। তাঁদের দর্শক দেখেছে কেবল অভিনেতা হিসেবেই। কিন্তু মাধ্যমের জনপ্রিয়তা বাড়লে অভিনেতা তো স্টার হবেই। এই অভিনেতাদের মধ্যে ফ্যাশনেবল যে সত্তাটা ছিল, তা প্রকাশ্যে এল। বড় পর্দার তারকাদের মতোই এঁদের ফ্যাশন এখন অনুসরণ করেন সাধারণ মানুষ। মাধ্যম যখন হাতের মুঠোয়, ফ্যাশন হবে না কেন?

ইধিকা আমার আবিষ্কার, চুক্তিবদ্ধও। দেবের

তিনি নাকি ফুরিয়ে গিয়েছেন। পরপর ফ্লপের ধাক্কায় জেরবার। তবে কি অভিনয়ের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাবেন তিনি? সব সমালোচনার জবাব দিলেন **সোহম**। সঙ্গে ফাঁস করলেন ইন্ডাস্ট্রির সিক্রেট। সামনে

আসিফ সালাম



মিঠুনের সঙ্গে 'শাস্ত্রী'র সেটে



দেবের সঙ্গে তাঁর বরাবর ভাল বন্ধুত্ব

প্র 'বহুরূপ'-এ আপনার সাতটি লুক। বাস্তবে যদি কোনও ব্যক্তির লুকে নিজেকে দেখতে চাইতেন, কার লুক বেছে নিতেন?

আমি নিজের লুক নিয়ে খুব তৃপ্ত। ভগবান যখন আমাকে আমার মতো লুক দিয়ে পাঠিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি কোনও উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব নিয়েই পাঠিয়েছেন। এই লুক নিয়েই আমি আমার কাজ করে যেতে চাই। সকলের ভাল যেন করতে পারি, কারও ক্ষতি যেন না হয় জ্ঞানত। তাই অন্য কারও লুক নিতেই চাই না!

প্র আপনার নিন্দুকরা বলছেন, সোহম নাকি অভিনয়ে ফুরিয়ে গিয়েছেন! এবার সিনেমা ছেড়ে পুরোপুরিভাবে রাজনীতিতেই মন দেওয়া উচিত।

এঁরা নিন্দুক, নিন্দে ছাড়া এঁদের কোনও কাজ নেই। শুধু নিন্দুক নন, অসভ্য, বর্বর। এঁরা বাংলা ছবির ও শিল্পীর সম্মান করতে জানেন না। কেউ কাউকে পছন্দ না-ই করতে পারেন, কিন্তু যখন ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়, পরিবার নিয়ে কথা বলা হয়, বন্ধুদের নিয়ে বলা হয়... সেটাকে অসভ্যতা বলে। আর যাই হোক আজ ভারতবর্ষের যে কোনও প্রান্তে গেলে আমার একটা পরিচিতি রয়েছে। যাঁরা এই ট্রোল করেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠা কোথায় সমাজে? হয়তো তাঁদের বাবা-মাও ভাবছেন, কেন এই কুলাঙ্গারের জন্ম দিলাম! ফলে, আমি এই মুষ্টিমেয় অসভ্য মানুষদের পাত্তা দিই না। আমাকে শালীনতা শেখানোর জন্য এঁরা নিজেরা শালীনতার সব মাত্রা ছাড়িয়ে যান। এঁদের নিয়ে কথা বলা মানে সময় নষ্ট। সব সময় টক অফ দ্য টাউন থাকব, বা সব ছবিই দারুণ হবে, তেমন নয়। আমি তো ক্ষুদ্র সদস্য ইন্ডাস্ট্রির। যাঁরা তাবড় তাবড় তারকা, তাঁদের জীবনেও কঠিন পরিস্থিতি এসেছে। আমি তাঁদের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হই। শিল্পী হিসেবে খিদে বরাবরই ছিল, আছে, থাকবে। মাঝে যে ছবিগুলি করেছি, সেখানে অভিনেতা হিসেবে বুঝেছি, দর্শকের সেইসব ছবি থেকে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। ছবি ফ্লপ হলে সিনেমাপ্রেমী দর্শকের প্রত্যাশায় খোঁচা লাগে। কিন্তু আমার কাছে সিনেমা একমাত্র আয়ের উৎস। আমার সংসার চালানো ও আমার কর্মীদের সংসার চালানো আমার প্রায়োরিটি। তাই, সংসার চালানোর জন্য কিছু ছবি করতে হয় যেখানে বুঝি আমার ক্রিয়েটিভ স্যাটিসফ্যাকশন পূরণ হচ্ছে না। দর্শককে বলব, একটু ধৈর্য ধরে ভরসা রাখুন। আগামী দিনে আরও ভাল কাজ করব। আর একটা কথা হল, আমি অর্গ্যানিক অডিয়েন্সের উপর নির্ভরশীল। যে ছবি চলছে না আমি মেনে নিই যে চলছে না। আমার প্রভাব খাটিয়ে লোকজনদের হলে ঢুকিয়ে ছবিকে হিট দেখাব না। এখন হল ভর্তি হচ্ছে কিন্তু কেউ টিকিট কেটে হলে যাচ্ছে না, সকলকে ফ্রি-তে টিকিট বিলি করা হচ্ছে! নাম নেব না, কিন্তু এটা এখন কমন। আগে যাঁরা শুটিংয়ে জুনিয়র আর্টিস্ট সাপ্লাই করতেন, তাঁরা-ই এখন হল ভরানোর জন্য দর্শকও ভাড়া দিচ্ছেন!

প্র এই যে মাঝে আপনার ছবি পরপর ফ্লপ হয়েছে, সেই ব্যর্থতা থেকে কী শিখেছেন?

ধৈর্য ধরা। পরপর কয়েকটা ছবি ফ্লপ অনেকেরই হয়। তবে পারফরম্যান্সের দিক থেকে আমি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি বরাবর। আমি মনে করি, প্রত্যেকটা ছবি আমার কাছে প্রথম ছবি।

প্র এই যে একটু আগে বললেন কিছু ছবি আপনাকে স্রেফ সংসার চালানোর তাগিদে করতে হয়। সেখানেও কি একই ডেডিকেশন আসে ভিতর থেকে?

নিশ্চয়ই আসে। কারণ, আমি তো প্রযোজকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি। পরিচালক আমাকে বেছে নিয়েছেন। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে আমার দায়িত্ব পরিচালক ও দর্শককে না ঠকানো। সেই স্পর্ধা বা ঔদ্ধত্য আমার নেই, হবেও না।

প্র 'বহুরূপ'-এ সাতটি আলাদা চরিত্রে আলাদা ইমোশন, আলাদা ধরনের অভিনয়। এ যাবৎ কি আপনার সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ছবি এটি?

বলতে পারেন। এর আগে প্রথম যে ছবি আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, তা হল 'প্রেম



অনুরোধে ‘খাদান’-এর জন্য ছেড়েছিলাম : সোহম



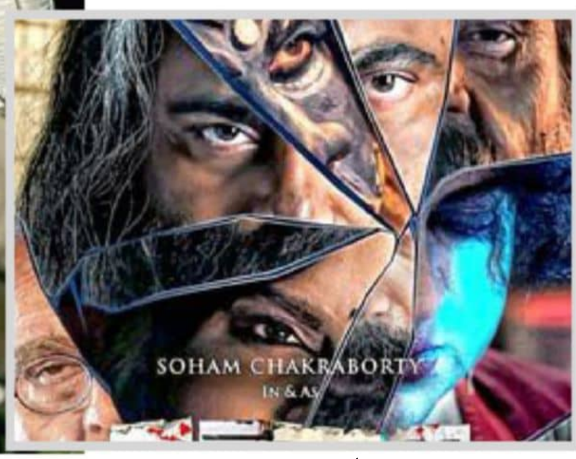
ফোটো: অভিজ্ঞান রায়

আমার।’ তারপর ‘অমানুষ’। শ্রীকান্তদা (মোহতা) বলেছিলেন, “দেখ বিট্টু, ‘প্রেম আমার’-এর পিছনে অবদান ছিল রাজ চক্রবর্তী ও ভেঙ্কটেশ ফিল্মসের। ‘অমানুষ’ থেকে তুই সুপারস্টার হলি। এই ছবি তোর দমে চলেছে।” নিজেকে প্রতিষ্ঠা করানোর চ্যালেঞ্জ তো ছিল তখন। তারপর ‘ধর্মযুদ্ধ’, ‘গল্প হলেও সত্যি’-র মতো ছবিতে নিজেকে ভেঙেছি। ‘গল্প হলেও সত্যি’-তে ৪৫-৫০ মিনিট স্ক্রিন জুড়ে একা পারফর্ম করেছি। মনে রাখতে হত, আমার পারফরম্যান্সে দর্শক যেন বোর না হয়ে যান। এগুলি আমার কাছে অনুপ্রেরণা। কিন্তু এই মুহূর্তে, সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ‘বহুরূপ’। কারণ, সাতটা লুক নয়, সাতরকমের সত্তা পোর্ট্রে করতে হয়েছে। মেকআপ আর্টিস্ট সোমনাথদা (কুণ্ডু) লুকগুলো অসাধারণ তৈরি করেছেন। কিন্তু তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হত আমাকেই। ডাবিংয়েও চেষ্টা করেছি, সাতরকমের গলা করার।

প্র দেবের ‘ধূমকেতু’ বা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর ‘বেলা’র প্রচারে আপনি গিয়েছিলেন। ইন্ডাস্ট্রিতে এই বন্ধুত্বপূর্ণ আবহ থাকা প্রয়োজন, যদিও এখন সেই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ পাওয়া যায় না। এর কারণ কি ইন্ডাস্ট্রিতে রাজনীতির প্রবেশ?

রাজনীতি নয়। তাহলে ‘ধূমকেতু’-র স্ক্রিনিয়ে দেবের পাশে রুদ্রনীল ঘোষ দাঁড়ায় কী করে?

প্র একইদিনে একাধিক ছবি মুক্তি, একইসময়ে একাধিক ছবির



‘বহুরূপ’-এ সোহমের সাতটি লুক



■ প্রসেনজিতের বাড়িতে সোহম

প্রচার অনুষ্ঠান রাখা, এগুলো বাঞ্ছনীয়?

রেষারেষি থাকুক, কিন্তু তা স্বাস্থ্যকর থাকুক। আমার ইগো চরিতার্থ করার জন্য অন্যের ক্ষতি করার অধিকার আমার নেই। আমার একটা ছবি হিট হলে তা দিয়ে ইন্ডাস্ট্রি চলবে না। দশটা ছবি হিট হলে মানুষ কাজ পাবেন, সংসার চলবে। এই শিক্ষা তিন বছর বয়সে যখন ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছিলাম, তখনই পেয়েছিলাম। এই মুহূর্তে কেরিয়ারের ৩৮ তম বছর চলছে। বুম্বামামু (প্রসেনজিৎ), শিবুদার (মুখোপাধ্যায়) কাছে গিয়েছিলাম আশীর্বাদ নিতে। শিবুদা আমাকে ছবির পোস্টার দেখে বলেছিলেন, ‘আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।’ এখন আমার ভ্যান, স্টাফ এসেছে ঠিকই কিন্তু একটা সময়ে একদম ঘরোয়া পরিবেশে কাজ করেছি। সেটে সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসে লাঞ্চ করেছি। এরকমও হয়েছে যে সেটে আমার জ্বর হয়েছে, দেবশ্রী আন্টি (রায়) বা সন্ধ্যা আন্টি (মুখোপাধ্যায়) সারারাত আমার পায়ে তেল মাখিয়েছেন। মাকে বলেছেন, রেস্ট নিতে। এরকম সংস্কৃতিতে বড় হয়েছি। যাঁদের সঙ্গে বড় হয়েছি, তাঁদের জন্য বাংলা ছবি স্বর্ণযুগ দেখেছে। সেই মানুষগুলোর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা কখনও ভুল হতে পারে না। লোকের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করব না। তাঁদের ডিসিপ্লিন আলাদা, আমার আলাদা।

প্র ‘শাস্ত্রী’ ছবির প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করি। আপনি একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত আর মিঠুন চক্রবর্তী অন্য রাজনৈতিক গলের সদস্য। ধরুন, বিকেলে মিঠুনের সঙ্গে শট দিচ্ছেন। সেদিনই সকালে তিনি আপনার দলনেত্রী



■ ঋতুপর্ণার ‘বেলা’র প্রচারে সঙ্গে সোহম



■ শিবপ্রসাদের কাছে গিয়ে ‘বহুরূপ’ ছবির একটি লুকে ধরা দেন সোহম

সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। তখন শুটিং সেটে কি ফেক করতে হত?

আমি মনে কিছু চেপে রাখি না, মিঠুন আঙ্কলকে সরসরি বলে দিতাম। আঙ্কলকে বলতাম, যা বলছেন বলুন কিন্তু মমতাদির সম্পর্কে কিছু বলবেন না প্লিজ়। মিঠুন আঙ্কলকে দেখে আমি বড় হয়েছি। উনি আমার অনুপ্রেরণা। কিন্তু বাংলার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আমার কাছে শ্রদ্ধার জায়গা। ওঁকে দেখে মোটিভেটেড হয়েছি, দিদির সান্নিধ্যে থেকে অনেককিছু শিখেছি। মিঠুন আঙ্কলের সঙ্গে আমার সেই সম্পর্কই আছে, যেখানে আমি স্পষ্ট বলে দিতে পারি। তবে ফ্লোরে রাজনীতি নিয়ে খুব বেশি চর্চা করতাম না।

প্র দলের তরফ থেকে কখনও নির্দেশ এসেছিল, যে অমুকের সঙ্গে কাজ করা যাবে না?

নির্দেশ এলে ‘শাস্ত্রী’ হতই না!

প্র ছবিটি নন্দনে মুক্তি পেল না কেন?

পায়নি। সেখানে অনেক টেকনিক্যালিটি থাকে। তার প্রতি সম্মান জানানো আমারও দায়িত্ব।

প্র আপনি বললেন, সিনেমা আপনার একমাত্র আয়ের উৎস। কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণা, রাজনীতি মানেই দুর্নীতি, টাকা নয়ছয়। ইমেজ ক্লিন রাখা কতটা চ্যালেঞ্জিং?

চ্যালেঞ্জ নয়। আমি নিজে জানি আমি কে। দশ কোটি মানুষকে প্রমাণ দেওয়া কি সম্ভব? আমার স্ত্রী, বাবা-মায়ের কাছে, শিবঠাকুরের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলেই হবে। কারও পারসেপশন তো বদলাতে পারব না। দিব্যি আছি, যেটুকু করছি। আগামী দিনে আরও বড় কিছু হয়তো হবে। তখন এই মানুষগুলোই হয়তো অন্য কথা বলবে। একবার আমি নিজের কেনা নতুন বাড়ির ছাদে ও ড্রয়িং রুমে একটা ফোটোশুট করি। ছবি পোস্ট করার পরেই লোকে বলতে থাকে, বিধায়ক হওয়ার পর আমি নাকি বিলাসবহুল বাড়ি কিনেছি! অথচ, বাড়িটি নিয়েছি অনেক আগে। আমার পক্ষে সম্ভব নয় সেই লোকগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা। রাস্তায় কাদা থাকবেই। কাদা ডিঙিয়ে চলে যেতে হবে।

প্র আপনি পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ নন। কোনও কেচ্ছা বা বিতর্ককে কীভাবে সামলান?

আমি তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্মী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক।



■ নতুন বাড়ির ছাদে সপরিবার সোহম

> ইধিকাকে পছন্দ করেছিলাম 'বহুরূপ'-এর আগে একটি ছবির জন্য। কিন্তু ছবিটি আটকে রয়েছে টেকনিক্যালি। তবে ইধিকার সঙ্গে আমাদের এগ্রিমেন্ট ছিল। কিন্তু 'খাদান'-এর সময় দেব অনুরোধ করায় আমি ইধিকাকে ছেড়ে দিই।

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ছাত্রনেতা বা উকিল রাজনীতিতে এলে বলা হয়, পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ। আর সিনেমা থেকে এলে বলা হয়, অন্য জগতের মানুষ। কেন?

প্র তার কারণ, আপনি ও দেব যতটা সিরিয়াসলি রাজনীতি করছেন, আপনার অনেক সহকর্মীই তা করেননি। মাঝপথে ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

অনেকে জানেন না, ২০০৭-এ যখন স্ট্রাগল করছি, তখন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে গিয়েছি। পঞ্চায়েত, কর্পোরেশন বা বিধানসভা ভোট যা-ই হোক না কেন আমি কিন্তু হাল ছাড়িনি। সেই সময় থেকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে চিনেছি। কী অসম্ভব হাম্বল উনি! ২০১১-তে পার্টি সরকারে আসে। তখন ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা হাতেগোনা ক'জনই তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। থ্রেট কলও আসত প্রচুর। আমি তো জনে-জনে এসব কথা বলতে যাই না। কারও ব্যক্তিগত চিন্তাধারা, মানসিকতার সঙ্গে অন্যকে না মেলানোই ভাল।

প্র প্রযোজনায় এসে যে ভুলগুলো করেছেন, কী শিক্ষা নিয়েছেন?

শিল্পী মানেই ইমোশন। ইমোশনকে পিছনে রেখে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রযোজনা সংস্থা খোলার ফলে, যদি বছরে দু'টি ছবিও হয়, কাজের সংখ্যা বাড়বে। প্রযোজক হিসেবে এক্সপ্লোর করতে পারব, শিখতে পারব। বহু বছর আগে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, "তুই কেন প্রযোজনা সংস্থা খুলছিস না?" তিনিই আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন প্রথমে। আমার এমনিতেই সহজে কিছু হয় না। অনেককে দেখেছি ১০-১২ বছর ব্যাক টু ব্যাক ফ্লপ। কিন্তু একটা ছবি যখন এসেছে, বাকি ছবিকে ভুলিয়ে দিয়েছে।

প্র আপনি নতুন পরিচালক, প্রযোজকদের সঙ্গে কাজ করছেন। প্রতিষ্ঠিত নির্মাতারা কি আপনাকে অ্যাপ্রোচ করছেন না?

অ্যাপ্রোচ করবেন না কেন? তবে কেউ বলেছেন, ভাল গল্প পাচ্ছেন না। আবার কেউ আমাকে এক্সপ্লোর করার চরিত্র পাচ্ছেন না। এই মানুষগুলোর ছবির প্রয়োজনে আমাকে মনে হলে, আমাকে দিয়ে অভিনয় করাবে। অপেক্ষায় আছি, সব সময় হাত বাড়ালেই সোনা পাব, তা তো হয় না।

প্র কিছু বছর আগেও জিৎ ও দেবের পরই বাণিজ্যিক ছবির ক্ষেত্রে আপনার নাম আসত। এখন তা অতীত। বাণিজ্যিক ছবির বাজার ফিরে এলেই কি আবার তা হবে?

বাণিজ্যিক ছবি তো হতেই থাকে। তবে শুধুই বাণিজ্যিক ছবি একজনই করেন, জিৎদা। দেবও ঘরোয়া ছবি করেছে। একটা সময় দেব চূড়ান্ত কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। ধৈর্য ধরে নিজের সঙ্গে লড়াই করে ওভারকাম করেছে। ওর সঙ্গে ঘটেছে। আমার সঙ্গেও ঘটেছে। সময় নিশ্চয়ই বদলাবে।

প্র বাণিজ্যিক ছবির পরিকল্পনা আছে আপনার প্রোডাকশনের?

নিশ্চয়ই আছে। 'বহুরূপ'-এর পর সেই বিষয় নিয়েই ভাবনা চিন্তা চলবে। দু'-তিনটি বিষয় মাথায় আছে।

প্র ইধিকা পালকে আপনি আবিষ্কার করলেন, দেব নায়িকা করে নিয়ে গেলেন!

(হাসি) ভাইয়ের কপাল ভাল। ইধিকাকে পছন্দ করেছিলাম 'বহুরূপ'-এর আগে একটি ছবির জন্য। কিন্তু ছবিটি আটকে রয়েছে টেকনিক্যালি। দেব তখন বলে একটি ছবির পরিকল্পনা করছে। ইধিকার সঙ্গে আমাদের এগ্রিমেন্ট ছিল। কিন্তু 'খাদান'-এর সময় দেব অনুরোধ করায় আমি ইধিকাকে ছেড়ে দিই। আমিও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। দেড়-দু'বছর এগ্রিমেন্ট করিয়ে আমাকে বসিয়ে রেখে দিয়েছে, কোনও কাজ করতে দেয়নি। আমি যা ফেস করেছি, চাইনি অন্য কেউ তা ফেস করুক।

প্র নিউটাউন রেস্তরাঁতে যা হয়েছিল, ভবিষ্যতে তেমন ঘটনা ঘটলে কী করবেন?

আর হবে না। হিট অফ দ্য মোমেন্ট কী হয়, সেটা যার উপর দিয়ে যায়, সেই বোঝে। লোকে তো প্রতিক্রিয়া দিতে ব্যস্ত, কিন্তু মানুষটা কেন ওরকম রিঅ্যাক্ট করল, সেটা তো কেউ জানতে পারে না। আমরা সফট টার্গেট হয়ে যাই। যা হয়েছে ভুল হয়েছে। বিষয়টি বিচারাধীন, তাই বেশি কথা বলব না।

নতুন জীবন

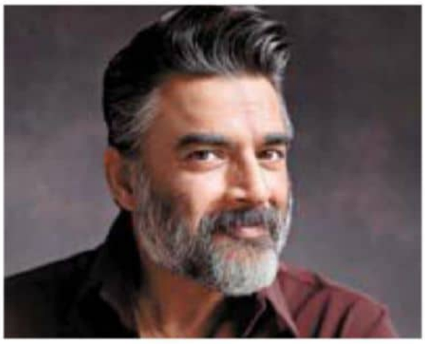
একরত্তিকে নিয়ে নাজেহাল অবস্থা তারকা-দম্পতির। কিছুদিন আগে কন্যা সন্তানের অভিভাবক হয়েছেন সিদ্ধার্থ মলহোত্র এবং কিয়ারা আডবাণী। রাতের ঘুম উড়েছে দু'জনেরই। ভোর তিনটে-চারটে পর্যন্ত জেগে থাকতে হচ্ছে। সিদ্ধার্থ জানিয়েছেন, প্রতিদিনই ভোর-রাতে খিদে পায় খুদে সদস্যের। তবে এতে আসল ভূমিকা কিয়ারার। সম্প্রতি এক কমেডি শোয়ে এসে তা জানিয়েছেন সিদ্ধার্থ। নিজেকে বাড়ির 'সহঅভিনেতা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। খাওয়া, ঘুম, কাজের সময়... সব কিছুতেই বদল এসেছে। কন্যাকে সামলাতে হিমশিম অভিনেতাও। প্রয়োজনে মেয়ের ন্যাপিও বদলাচ্ছেন। আগে তাঁদের কাছে রাত ছিল বিশ্রামের সময়। এখন সেই সময়টা নিয়েছে মেয়ে। কিন্তু এই সময়টা নিজেদের মতো করে উপভোগ করছেন সিদ্ধার্থ-কিয়ারা। নতুন এই অভিজ্ঞতায় ঘুম উড়লেও মন ভরে উঠছে সর্বক্ষণ।



■ সিদ্ধার্থ-কিয়ারা

ভয় নেই!

ছবির শুটিংয়ে গিয়ে মরণ-বাঁচন অবস্থা মাধবনের। টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জম্মু-কাশ্মীরসহ লাদাখ। না আছে নেটওয়ার্ক, না আছে বিদ্যুৎ। ভেঙে পড়ছে ব্রিজ, বাড়ি। এই পরিস্থিতিতে লেহতে আটতে পড়েছিলেন অভিনেতা। বিমান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় বেশ বিপদে পড়েন তিনি। কিন্তু এতে একেবারেই আতঙ্কিত নন অভিনেতা। কারণ ২০০৮ সালে ‘থ্রি ইডিয়টস’ ছবির শুটিংয়ের সময় একই রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন মাধবন। সেই সময় অবশ্য বেশ ভয় পেয়েছিলেন। তুষারপাতের ভয়ে ফ্লাইটে চড়ে বাড়ি ফিরতেও রাজি হননি। কিন্তু এখন তো তিনি বলিপাড়ার খলনায়ক। বিপদে সামলে নেন নিজেকে। বিপর্যের মাঝেও মাধবনের বিশ্বাস ছিল, সব কিছু দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে। হয়েছেও তাই।



মাধবন

‘কৃষক’ সুহানা?

কৃষিকাজের জন্য বরাদ্দ জমি কিনে বিপদে শাহরুখ-কন্যা সুহানা। আলিবাগে ১২.৯১ কোটি টাকার একটি জমি কিনেছিলেন সুহানা। এটিই ছিল তাঁর কেনা প্রথম সম্পত্তি। ইতিমধ্যেই প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকা দিয়ে কাগজপত্রের কাজ এগিয়ে রেখেছেন সুহানা। কিন্তু এই জমি কেনার জন্য কাগজে-কলমে নাকি নিজেকে কৃষক দেখিয়েছেন তিনি! তাই আদৌ আইনি পথে তিনি এই জমি কিনেছেন কি না, তা নিয়ে বাড়ছে দ্বন্দ্ব। ইতিমধ্যেই জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি রিপোর্টও পেশ করা হবে।



সঞ্জয় লীলা ভন্সালী

ভন্সালীর কীর্তি

‘লভ অ্যান্ড ওয়ার’ ছবির শেষ পর্বের শুটিংয়ের জন্য সিসিলি পাড়ি দিচ্ছেন মুখ্য চরিত্ররা, সঙ্গে পরিচালকও। বেশ কিছু অংশের শুটিং হবে কলকাতাতেও। কিন্তু এই ছবির জন্যই বিপাকে পরিচালক সঞ্জয় লীলা ভন্সালী। কাজ করিয়েও পারিশ্রমিক দেয়নি ভন্সালীর প্রোডাকশন হাউস! এই ছবির জন্য লাইন প্রোডিউসর হিসেবে প্রতীকরাজ মাথুর নামের এক ব্যক্তিকে কাজে রাখা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় সব সরকারি অনুমতির ব্যবস্থা তিনিই করিয়েছিলেন। এ দিকে কাজ করিয়ে পরবর্তীতে প্রতীকরাজের সমস্ত চুক্তি বাতিল করে ভন্সালীর টিম। বাধ্য হয়ে আইনি ব্যবস্থা নেন ওই ব্যক্তি। ভন্সালী ও তাঁর টিমের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান তিনি। ভন্সালী ও তাঁর টিমের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, তাঁরা খুব খারাপ আচরণ করেন বলে অভিযোগ। ছবির কাজ এগোলেও, এই ঘটনা নিয়ে ক্রমেই জলঘোলা হচ্ছে।



সুহানা খান



পরিণীতি এবং রাঘব

দুই থেকে তিন

যা রটে তা ঘটে! এই কথা আরও একবার প্রমাণ করলেন অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। শেষ কয়েক মাসে তাঁর পোশাক দেখে সকলেই অনুমান করেছিলেন, মা হতে চলেছেন পরিণীতি। কিন্তু তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন অভিনেত্রী। এবার সেই খবরেই পড়ল সিলমোহর। অভিভাবক হতে চলেছেন পরিণীতি চোপড়া এবং রাঘব চড্ডা। গণেশ চতুর্থীর ঠিক দু’দিন আগে এই খবর সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন তাঁরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি কেকের ছবি শেয়ার করেছিলেন। তাতে লেখা ১+১= ৩। পরিণীতি জানান, “আমাদের ছোট সদস্য পৃথিবীতে আসতে চলেছে।” শুধু তাই নয়, এরপর কীভাবে দিন কাটাচ্ছেন পরিণীতি, কীভাবে মাতৃত্বের আগের পর্ব উপভোগ করছেন, সবটাই জানাচ্ছেন অনুরাগীদের।





■ রবিচন্দ্রন অশ্বিন

এবার বিগ ব্যাশে?

আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তিনি জানিয়েছিলেন, অন্য দেশের টি-টোয়েন্টি লিগে খেলার জন্যই আইপিএল ছাড়তে চান। এক সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় বিগ ব্যাশ লিগে খেলার সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি অশ্বিনের। আলোচনাও অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। শোনা গিয়েছে, অশ্বিন অবসর নেওয়ার পরেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও টোড গ্রিনবার্গ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আলোচনা অনেকটাই ইতিবাচক হয়েছে। মেলবোর্নের কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন এই তারকা স্পিনার। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়। অশ্বিন এই লিগে যোগ দিলে স্বভাবতই প্রতিযোগিতার আকর্ষণ অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

এআই খেলোয়াড়

তিনি বিশ্বের ২৪ নম্বর। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ২৩-তম বাছাই। কিন্তু সেই কাজাখস্তানের আলেকজ়ান্ডার বুবলিক ভাবতে পারেননি এ ভাবে বিধ্বস্ত হতে হবে ইয়ানিক সিনারের কাছে। ফ্লাশিং মেডোজ়ে চতুর্থ রাউন্ডে তাঁকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন বিশ্বের এক নম্বর এবং শীর্ষবাছাই ইতালির তারকা সিনার। তবে হারের পরে সিনারের প্রশংসায় যা বলেছেন বুবলিক, তাতে শোরগোল পড়েছে। বুবলিক বলেন, “সিনারকে দেখে মনে হয় যেন এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)-এর তৈরি কোনও খেলোয়াড়।” সিনারের দাপট ম্যাচে এতটাই বেশি ছিল যে, তিনি বুবলিকের সার্ভ আট বার ভাঙেন। প্রায় ৬০ শতাংশ পয়েন্ট পান কাজ়াখ খেলোয়াড়ের সার্ভের।



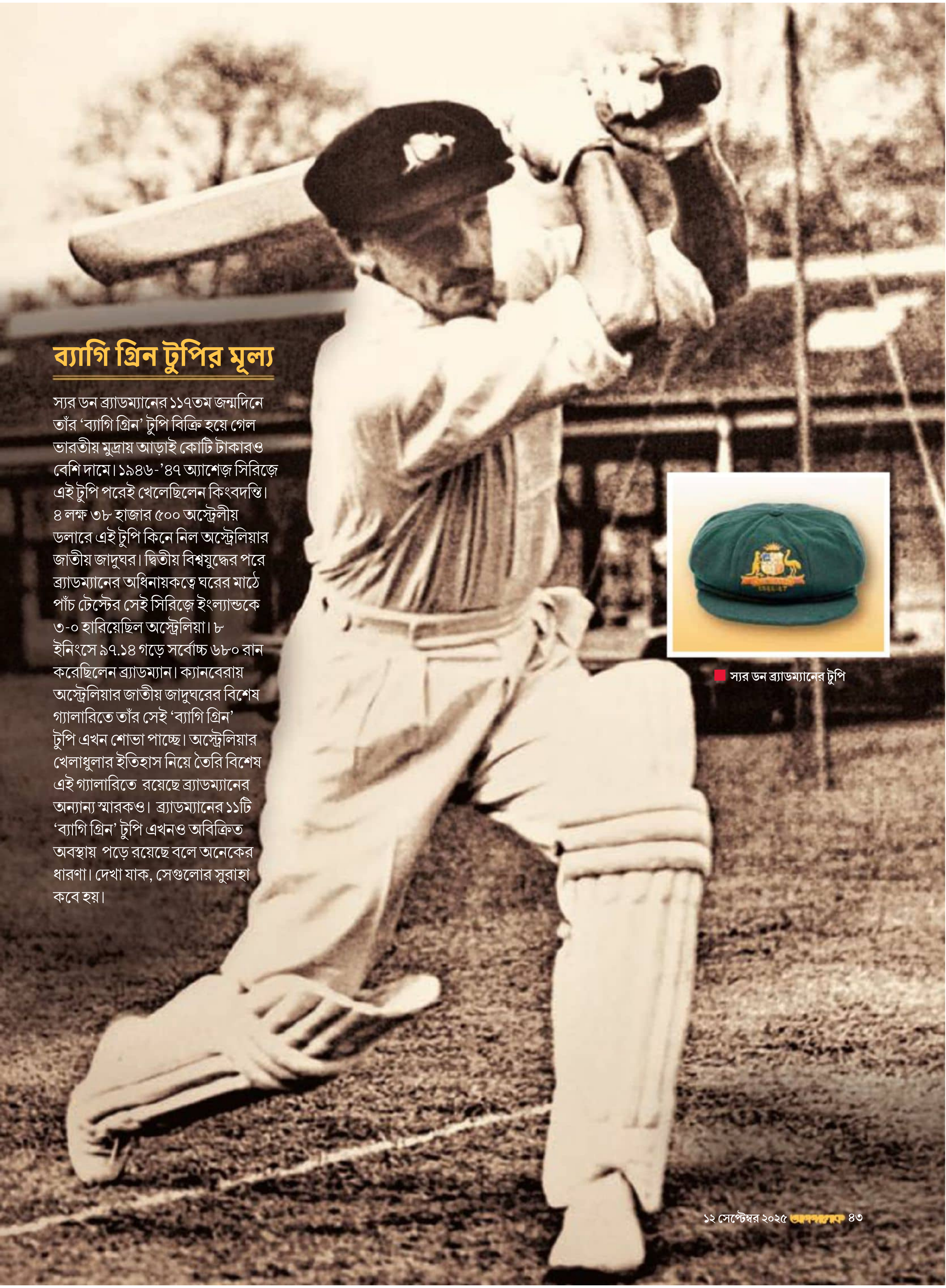
■ ইয়ানিক সিনার



বিশ্বকাপে আবার?

আর্জেন্তিনার হয়ে দেশের মাটিতে শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন লিওনেল মেসি। ২০২৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্তিনার বাছাই হয়ে গিয়েছে। ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে আর্জেন্তিনা ৩-০ জয় পেয়েছে। জোড়া গোল করেছেন মেসি। তারপরেই চোখের জলে সন্তানদের নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করায় সম্ভাবনায় শিলমোহর পড়ে যায়। তবে আর্জেন্তিনীয় কিংবদন্তি কিন্তু বিশ্বকাপে খেলার দরজা খোলা রেখে দিলেন। তারকা ফুটবলার বলেছেন, “বয়সের কথা মাথায় রাখলে যুক্তি বলে, আগামী বছর বিশ্বকাপে খেলতে পারব না। বিশ্বকাপ প্রায় এসেই গিয়েছে। আমি খেলতে খুবই আগ্রহী। তবে ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে চাই। যদি মাঠে নেমে খেলাটা উপভোগ করতে না পারি তাহলে সরে দাঁড়াব। দেখা যাক কী হয়। নিজের কাছে সৎ থাকা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফুটবল যত দিন উপভোগ করব, খেলা চালিয়ে যাব। এই কারণেই বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি।” অবশ্য মেসির বক্তব্যে আশার আলো দেখছেন ভক্তেরা।

■ লিওনেল মেসি



ব্যাগি গ্রিন টুপির মূল্য

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের ১১৭তম জন্মদিনে তাঁর 'ব্যাগি গ্রিন' টুপি বিক্রি হয়ে গেল ভারতীয় মুদ্রায় আড়াই কোটি টাকারও বেশি দামে। ১৯৪৬-'৪৭ অ্যাশেজ় সিরিজ়ে এই টুপি পরেই খেলেছিলেন কিংবদন্তি। ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫০০ অস্ট্রেলীয় ডলারে এই টুপি কিনে নিল অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্র্যাডম্যানের অধিনায়কত্বে ঘরের মাঠে পাঁচ টেস্টের সেই সিরিজ়ে ইংল্যান্ডকে ৩-০ হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ৮ ইনিংসে ৯৭.১৪ গড়ে সর্বোচ্চ ৬৮০ রান করেছিলেন ব্র্যাডম্যান। ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘরের বিশেষ গ্যালারিতে তাঁর সেই 'ব্যাগি গ্রিন' টুপি এখন শোভা পাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার খেলাধুলার ইতিহাস নিয়ে তৈরি বিশেষ এই গ্যালারিতে রয়েছে ব্র্যাডম্যানের অন্যান্য স্মারকও। ব্র্যাডম্যানের ১১টি 'ব্যাগি গ্রিন' টুপি এখনও অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে অনেকের ধারণা। দেখা যাক, সেগুলোর সুরাহা কবে হয়।

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের টুপি

‘রঘু ডাকাত’ আমার কেরিয়ারের প্রথম লার্জার

প্র কলকাতায় জন্ম। আবার কুড়ি বছর মুম্বইতে কাটিয়েছেন। তারপর ফের এই শহরে ফিরে এলেন এবং সফল পরিচালক হলেন। আপনার শুরুর দিকের গল্পটা একটু শুনি।

নব নালন্দায় পড়াশোনা করতাম। আমার প্রথম চাকরি টাটা ইন্টারন্যাশনালে। ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি হিসেবে। দেড় বছর চাকরি করে আর ভাল লাগছিল না। চাকরি ছেড়ে মাসছয়েক ‘ব্ল্যাক ম্যাজিক মোশন পিকচার্সে’ অবজ্ঞারভার হিসেবে কাজ করেছিলাম। মনে হয়েছিল, মুম্বই গেলে ভাল ক্রিয়েটিভ কাজ করতে পারব। তাই একদিন চাকরি ছেড়ে পকেটে পাঁচ হাজার টাকা এবং একটা সুটকেস নিয়ে ওখানে চলে যাই। কিন্তু সেখানে গিয়ে পড়লাম ঘোর সঙ্কটে। আন্ধেরির সাতবাংলার একটা বাংলোর হলঘরে আমরা ১১ জন একসঙ্গে ভাড়া থাকতাম, একটা কমন ওয়াশরুম। বাবা মা রেগে গিয়েছিল, ছেলে চাকরি ছাড়ায়। তখনও বিয়ে করিনি, তাই বেপরোয়া ব্যাপার ছিল। ইংরেজিটা ভাল জানতাম। ক্রিয়েটিভ কাজ করার ইচ্ছে ছিল। ভেবেছিলাম, কিছু একটা হয়ে যাবে। মুম্বইতে তখন ইংরেজি সিরিয়াল বাংলায় ডাবিং করে দেখানো হত। আমি সেই কাজ করতে শুরু করেছিলাম। তাতে জীবন নির্বাহ করতে সুবিধে হয়েছিল। পরে সুবোধ পোদ্দারের সঙ্গে অ্যাড ফিল্ম বানাতে শুরু করি। শাহরুখ খানের সঙ্গেও কাজ করেছি।

প্র কিন্তু সেফ কেরিয়ার ছেড়ে হঠাৎ স্ট্রাগলের দরকার হল কেন?

আমি সারা জীবনই যে কাজ করতে চাই, সেটা শিখে করায় বিশ্বাসী। এমনিতে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আমার মামা। ‘স্বপ্নসন্ধানী’ নাট্যদলে কাজ করেছি অনেক বছর। ফলে শেখার পরিবেশ আমার ছিল। কিন্তু কলকাতার বাইরে গিয়ে জগতটা জানতে চাইছিলাম। অ্যাড ফিল্ম বানাতে-বানাতে আমি রিলায়েন্সের ক্রিয়েটিভ হেড পদে চাকরি শুরু করি। ওখানে ‘শক্তিমান’-এর অ্যানিমেশন তৈরি করেছিলাম, ২৬ এপিসোডের। ওই সময় রাজকুমার হিরানীর সঙ্গে বেশ কয়েক বছর স্ক্রিপ্টের গ্রিন লাইটিং কমিটিতে কাজ করেছি। প্রচুর স্ক্রিপ্ট পড়তাম একসঙ্গে। বলতে পারেন, ওটাই আমার ফিল্ম স্কুল। ওটা করতে-করতে আমি একটা স্ক্রিপ্ট লিখেছিলাম। সেটা একটা প্রতিযোগিতায় পাঠাই এবং বিশ্বে সেরা দশের মধ্যে আসি। সেই স্ক্রিপ্ট নিয়ে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের কমিটিও প্রশংসা করেছিল।



স্ত্রী পর্ণার সঙ্গে ধ্রুব



দেব, ধ্রুব ও প্রযোজক মহেন্দ্র সোনি

তিনি চান বাংলা সিনেমাকে জাতীয় স্তরে নিয়ে যেতে। বড় ক্যানভাসে ছবিকে ভাবতে। এবং ভিন্ন ভিন্ন জঁরের ছবিতে কাজ করতে। কিন্তু কেন তিনি মুক্তি দিলেন না তাঁর প্রথম ছবি? **ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়** মন খুলে কথা বললেন। শুনলেন **সায়ক বসু**

প্র একটি স্ক্রিপ্ট গোটা বিশ্বে প্রথম দশটির মধ্যে জায়গা করে নিল! আর আপনি ছবিটা বানালেন না!

ছবির নাম ছিল ‘ব্ল্যাক ক্রাইস্ট’। চিত্রনাট্যটা নিয়ে পাঁচ বছর পড়ে ছিলাম। তখন আমি ফিকি-তেও (FICCI) যেতাম, জুরি মেম্বার হিসেবে। ২০১০ সালে চিত্রনাট্যটা বিশ্বে প্রথম দশের মধ্যে আসার পরে ওয়ার্কশপ করতে আমি পোল্যান্ডে যাই। ওখানে বহু মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। স্ক্রিপ্টটা ইন্দো-কানাডিয়ান কো-প্রোডাকশনের জন্য মনোনীতও হয়েছিল। কিন্তু আর কিছু হয়নি। আমার ইচ্ছেটা হল না।

প্র কেন, সেটাই জানতে চাইছি।

‘সোনাদা’, ‘গোলন্দাজ’ বা ‘রঘু ডাকাত’-এর ঘরানার সঙ্গে ওই ছবির স্ক্রিপ্টের কোনও মিল ছিল না। ভীষণভাবে ফেস্টিভ্যালধর্মী ছবি। হয়তো আমি বানাতামও। কিন্তু ২০১৩ সালে কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ‘চাঁদের পাহাড়’ মুক্তি পেয়ে আমার চোখ খুলে দিল। আমি এমনিতে বড় ক্যানভাসে ছবি ভাবতে ভালবাসি। ‘চাঁদের পাহাড়’ আমাকে শক্তি দিয়েছিল। বুঝেছিলাম, যে ধরনের ছবি বানাতে চাইছি, তার জমি বাংলায় তৈরি। ‘ব্ল্যাক ক্রাইস্ট’ ছবিটি বানালে আমি শুরুতেই এত বড় করে ‘গুপ্তধনের সন্ধানে’ তৈরি করতে পারতাম কি না, সন্দেহ আছে।

প্র তার মানে ‘বহু দিন ধরে বহু দেশ ঘুরে’ বাংলার ‘চাঁদের পাহাড়’ই কলকাতায় আনল!

একদম। আমার চিন্তাভাবনা যে ব্যাপ্তি



দ্যান লাইফ কমার্শিয়াল সিনেমা : ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়



■ ছবি: অনির্বাণ চক্রবর্তী

চাইছিল, সেটা ‘চাঁদের পাহাড়’ দেয়। ছবিটা দেখে ওই প্রথম বাংলায় স্ক্রিপ্ট লেখা শুরু করলাম। এবং বুঝতে পারলাম, বাংলার ইতিহাস, জাতীয় সম্পত্তি এবং ‘ইন্ডিয়ানা জোনস’ যে আমাকে সারাজীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, তা প্রকাশ করার মাধ্যম হচ্ছে বাংলা সিনেমা ও ‘সোনাদা’। অবশ্য এর পিছনে একটা ক্যালকুলেশনও ছিল।

প্র কেমন ক্যালকুলেশন?

এটা বিশ্বের বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে শিখেছি। গ্যাপ ম্যানেজমেন্ট। পৃথিবীর প্রতিটি বড় স্টুডিয়ো এই নিয়মটা মেনে চলে। কোন ধরনের দর্শক, কোন ধরনের ছবি দেখতে চাইছে, তার বাজার কীরকম... সেটা বুঝে, সেই অনুযায়ী ছবি তৈরি করা। শুধু ছবি নয়, এমন চরিত্র তৈরি করা, যা থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজ় তৈরি করা যাবে। বাংলা সিনেমার জন্য সেই সময় দরকার ছিল, নতুন দর্শক তৈরি করা। যাঁরা আছেন, তাঁদের বয়স ৪০-৫০



■ আবীর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি একান্ত আড্ডায়

বছর। তাঁরা সরে গেলে কী হবে? নতুন দর্শক তো আসছে না। আর ছোটরা ধরেই নিয়েছে, বাংলা ছবি তাদের জন্য নয়। গ্যাপ ম্যানেজমেন্টে এই শূন্যতা ভরাট করার উদ্দেশেই ‘সোনাদা’ এবং বাংলার গুপ্তধনের ইতিহাসের আমদানি। আমি ছোটদের ভীষণ ভাল গল্প বলতে পারি। মজলিশি আড্ডায়। সেখান থেকেই সোনাদার স্ক্রিপ্ট লিখতে শুরু করি। সেই চরিত্র পর্দায় দেখতে যে ছোটরা বারবার ফিরে আসছে, এটা আমার কাছে বিরাট পাওনা।

প্র কিন্তু এটা কি ‘সোনাদা’ ছাড়া অন্য কোনও চরিত্র দিয়ে তৈরি হত না?

হত হয়তো। কিন্তু 'সোনাদা'র সঙ্গে বাংলার ইতিহাস ও গুপ্তধন আমার বিরাট ক্যানভাসটা তৈরি করতে সাহায্য করেছে। এর একটা সামাজিক কারণও আছে। আমার মত, বাঙালি কোনওদিন বুড়ো হয় না। কারণ তাদের কাছে কিশোর সাহিত্য আছে। এই কিশোর সাহিত্য অনেকটাই 'দাদা' নির্ভর। ঘনাদা, টেনিদা, ফেলুদা... সকলেই গল্প বলে নিজেদের মতো করে। নতুন কিছু শেখায়। সোনাদাও সেরকমই।

প্র আপনি কিসে বেশি তৃপ্ত? সিনেমার মাধ্যমে সোনাদা বাঙালি মননে জায়গা পেয়েছে বলে? নাকি এমন কাল্পনিক একটি চরিত্র সাহিত্যে জায়গা পেতে পারে বলে?

দুটোই। আমি সব সময় বিশ্বাস করি, কাজের যদি প্রকৃত সারবত্তা থাকে, তা হলে তার মূল্যায়ণ হবেই। আজ না হোক, ভবিষ্যতে। 'সোনাদা' বাঙালি দর্শকের দেখার চোখ বড় করে দিয়েছে। ইতিহাস এবং ভিসুয়াল স্পেকট্যাকল মিশিয়ে দিয়েছে পর্দায়। আর তাতে সারবত্তা আছে বলেই সাহিত্যগুণ খুঁজে পাচ্ছে মানুষ! তবে অস্বীকার করার উপায় নেই, আজ আমার মতো একজন আনকোরা পরিচালকের পাশে যদি প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতা না দাঁড়াতেন, তা হলে 'সোনাদা' কোনওদিন তৈরি হত না। প্রথম ছবিতে দেড় কোটি টাকা বাজেট ক'জন পরিচালক পান?



'বগলামামা'র শুটিংয়ে কলাকুশলীদের সঙ্গে পরিচালক



ছবি: অনির্বাণ চক্রবর্তী

প্র সোনাদা কি গ্রাফিক নভেল বা উপন্যাস হিসেবে ফিরতে পারে?

পারে। এই ব্যাপারে আমার স্ত্রী পর্ণার খুব উৎসাহ। এমনিতে এবার 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন' মুক্তি পাচ্ছে। আমার মনে হয় সোনাদার সবচেয়ে বড় অ্যাডভেঞ্চার মানুষ পর্দায় দেখতে পাবেন। কিন্তু এর বাইরেও যদি কিছু থাকে, যা পর্দায় ধরা সম্ভব নয়, তখন গ্রাফিক নভেলের কথা ভাবব।

প্র তিনটে সোনাদা, একটা 'গোলন্দাজ' এবং এখন 'রঘু ডাকাত'... ধ্রুব কি পিরিয়ড পিস স্পেশ্যালিস্ট হয়ে যাচ্ছেন?

এর মধ্যে একটা 'বগলামামা'ও রয়েছে। ঠিক স্পেশ্যালিস্ট বলব না, তবে গল্প বলার তাগিদ আমাকে এই ছবিগুলি বাছতে সাহায্য করেছে এবং আমার ছোটবেলার পড়াশোনা। দেখুন, বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে বড় ছবি হওয়ার এখন খুব দরকার। সেখানে যদি আমার ছবি রেভেনিউ আনতে পারে, তা হলে ক্ষতি কী? আমি ভিন্ন ভিন্ন ঘরানার ছবি করতে চাই। সেটা 'রঘু

ডাকাত' দেখলে মানুষ বুঝবেন, আশা করি।

প্র 'রঘু ডাকাত' নিয়ে তো প্রবল সমালোচনা শুরু হয়েছে। বাংলার একজন ডাকাতের পোশাক, ছবির গানে দেব-ইধিকার নাচ... এগুলো কি বেমানান নয়? রঘু ঘোষ তো বাস্তবে ছিলেন!

আচ্ছা একটা কথা বলুন তো? 'রঘু ডাকাত' আদতে কে? সে কি সত্যিই বাস্তব চরিত্র? রঘু ঘোষের কথা বলছেন, সেটা একটা ধারণা। পুরোটা নয়। তবে যেভাবে 'মনোহর ডাকাত' বা 'বিশে ডাকাত' বাস্তব, 'রঘু ডাকাত' কিন্তু ঠিক তেমনটা নয়। কারণ বাংলার বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ডাকাত নিজেদের নাম 'রঘু' নিত। এই যে কোনও একটা চরিত্রে নামটি সীমাবদ্ধ থাকছে না, সেই জায়গাটাই আমি ব্যবহার করেছি এই ছবির চরিত্র তৈরি করতে। 'রঘু ডাকাত' নামটা ব্যবহার করে। বলতে বাধা নেই, 'রঘু ডাকাত' আমার বানানো প্রথম তথাকথিত লার্জার দ্যান লাইফ কমার্শিয়াল ছবি। দেবের সুপারস্টার ইমেজের কথা ভেবে। এই ছবিতে বাংলার ইতিহাস, নীলকরদের কথা আছে ঠিকই, কিন্তু তার বাইরেও বহু উপাদান আছে, যা বিনোদনের কথা ভেবে তৈরি করা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য।

প্র আচ্ছা, নৈর্ব্যক্তিকভাবে পরিচালক ধ্রুবর যাত্রাপথ নিয়ে আপনার কী বক্তব্য?

একজন পরিচালক, যিনি বাংলার বিরাট, ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন রুচিশীল বাংলা ছবি এবং কমার্সকে একসূত্রে গাঁথার। এবং বাংলা সিনেমাকে জাতীয় স্তরে নিয়ে যাওয়ার। অবশ্য তাঁর সীমাবদ্ধতাও আছে। আমি এখন পর্দায় দেখানোর জন্য যেটা ভাবতে পারি বা যতটা ভাবতে পারি, বাংলা ছবিতে সেই পরিধি এখনও নেই। বাজেট একটা বিষয় তো বটেই। অবশ্য এটা অনুপ্রেরণাও। কারণ রাস্তাটা আমাকেই তৈরি করতে হবে। সাধ এবং সাধ্যের মধ্যের টানের ফারাকটা যখন মাথায় পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন নানা উপায় বের করতে হয়। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি, বাংলা ছবিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে, যাতে এর বিশালত্ব পর্দায় ধরা যায়। তবে বাজেটের মধ্যে থেকে। কারণ আমি তো প্রযোজকের টাকা নিয়ে ছবি করছি, তাই তাঁকে লাভের টাকা ফেরত দেওয়াটা আমার প্রাথমিক কর্তব্য।



■ 'একেন' সিরিজের পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তীর সঙ্গে



■ 'রঘু ডাকাত'-এর প্রচারে সমস্ত কলাকুশলীকে সঙ্গে নিয়ে ধ্রুবর বেঙ্গল ট্যুর

প্র বারবার পর্দায় বিশালত্বকে ধরার কথা বলছেন আপনি। আপনি কি নতুন ছবি তৈরি করার আগে পুরনো ছবির বিশালত্বকে ফিরে দেখেন, যাতে তুলনা করা যায়?

একেবারেই না। আমি নিজের কোনও পুরনো ছবি দেখি না। তাতে মনে হয়, মন সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আমি নতুন মন নিয়ে ছবিটাকে দেখি। আপনি হয়তো বাজেটের বিশালত্বের কথা বলছেন, আমি বলছি ভাবনার ব্যাপ্তির কথা। আমরা বাংলা বাজারে যে রিসোর্স নিয়ে কাজ করি, সেখানে নির্দিষ্ট বাজেটেই করতে হবে। কিন্তু তাকে সফল করতে দরকার প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার। আমি চাই আমার সিনেমার এমন একটা জগৎ তৈরি করতে, যেখানে দৃশ্যসুখ ও বৌদ্ধিক সুখ হাত ধরাধরি করে থাকবে। সঙ্গে থাকবে বিনোদন। আর প্রতিবার নতুনকে আবিষ্কার করার আনন্দ। সাহিত্য ও সিনেমার ছাত্র হিসেবে এইটুকু করে যেতে পারলেই আমি খুশি।

প্র আপনার প্রথম ছবি 'ব্ল্যাক ক্রাইস্ট' তা হলে মুক্তি পাবে?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এখন যে গল্পগুলো বলতে চাইছি, সেগুলো বলে নিই। তারপর। একেবারে অন্য মেজাজের ধ্রুব মানুষের সামনে আসবে এই ছবি নিয়ে। কেরিয়ারের পরের দিকে বানালে এই ছবি আরও বেশি অভিঘাত তৈরি করবে বলেই আমার বিশ্বাস।



■ ভারতীয় হকি দলের সদস্যরা এবার ছিলেন অপরাজেয়



ক্রীড়াক্ষেত্রে জয়ধ্বজা

হকি এবং ফুটবল... ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা দেশকে এনে দিলেন সম্মান। এশিয়া কাপ এবং কাফা নেশনসে ভারতের জয় নিয়ে লিখছেন **সায়ক বসু**

ভারতীয় ক্রিকেটের ম্যাজিকে এখন মজে দেশের দর্শক। কারণ এশিয়া কাপ শুরু হয়ে গিয়েছে। দু'দিনের মধ্যে মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান। সেই দ্বৈরথের দিকে তাকিয়ে গোটা দেশ। কিন্তু এই প্রতিবেদনের বিষয় সেটা নয়। বিষয় হল, ক্রিকেটের বাইরে ক্রীড়া জগতে জয়জয়কার ঘটিয়ে ফেলেছে আমাদের দেশ। ফুটবল এবং হকিতে।
ফুটবল দিয়ে শুরু করি। কাফা নেশনস কাপ তৃতীয় স্থান পেয়ে শেষ করল দেশ। সুনীল ছেত্রীকে ছাড়াই সম্মানের লড়াইয়ে জয় পেল। টাইব্রেকারে বিপক্ষ দল ওমানের শেষ শট বাঁচিয়ে জয়ের নায়ক হলেন গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু। নির্ধারিত সময়ে খেলা ১-১ ফলে শেষ হয়েছিল। অতিরিক্ত সময়েও কোনও দল গোল করতে পারেনি। তারপর টাইব্রেকারে ৩-২ ব্যবধানে জেতে ভারত। পেনাল্টি শুটআউটে ভারতের আনোয়ার আলি এবং উদান্তা সিংহ গোল করেন। ওমানেরও প্রথম দু'টি শট বাইরে যায়। পঞ্চম শটটি আটকে দেন গুরপ্রীত। চলতি প্রতিযোগিতায় আরও একটি ম্যাচে গুরপ্রীতের গোলকিপিং জেতাল ভারতকে।
ম্যাচের শুরুটা ভাল করেছিল ওমানই। বেশিরভাগ সময়ে বলের দখল ছিল তাঁদের কাছেই। ১১ মিনিটের মাথায় প্রথম সুযোগ তৈরি করে ভারত। ফ্রি কিক থেকে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের শট বক্সে ভেসে এসেছিল। প্রথমে ওমান সেই বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলেও, ভারত সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। দু'মিনিট পরে প্রায় গোল করে ফেলেছিল ভারত। লম্বা থ্রো থেকে

হেড করেছিলেন আনোয়ার আলি। সেই বল সরাসরি যায় ওমানের কিপার আল মুখাইনির কাছে। দ্রুততার সঙ্গে সেই বল ক্লিয়ার করেন তিনি। এর পর ম্যাচে ভারতের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে ওমান আগ্রাসী ফুটবল খেলতে থাকে। বোঝাই যাচ্ছিল, দ্রুত গোল করতে চায় তাঁরা। হয়ও তাই। ৫৫ মিনিটে এগিয়ে যান ওমান। টানা চাপের মুখে ভেঙে পড়ে ভারতের রক্ষণ। বাঁ দিক থেকে ভেসে আসা ক্রস প্রথম প্রয়াসেই শট নেন জামিল সালিম আল ইয়াহমাদি। বল গুরপ্রীতকে এড়িয়ে জালে জড়িয়ে যায়। এর পরেই গোলের লক্ষ্যে মনবীর সিংহ এবং নাওরেম মহেশকে নামিয়ে দেন কোচ খালিদ জামিল। তাতে ভারতের আক্রমণের ঝাঁজও বাড়ে। কিছুক্ষণ পরে সুরেশ সিংহ এবং উদান্তা



■ ভারতীয় মহিলা হকি দল



■ ভারতীয় পুরুষ হকি দলের উচ্ছ্বাস



■ গোল করার পরে চ্যাম্পিয়ন দল

সিংহকেও নামিয়ে দেন খালিদ। সেই উদান্তাই সমতা ফেরান। রাহুলের লম্বা থ্রো হেডে ফ্লিক করেছিলেন দানিশ ফারুক। ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন উদান্তা। ভারতের আক্রমণ বাড়লেও নির্ধারিত সময়ে জয়সূচক গোল করতে পারেননি তাঁরা। খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। তারপর টাইব্রেকারে। অন্য দিকে হকি এশিয়া কাপে এক তরফা দাপট দেখাল ভারত। গোটা টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে, গ্রুপ পর্বে চিন, জাপান, কাজাখস্তানকে হারান হরমনপ্রীতরা। সুপার ফোরে এই দক্ষিণ কোরিয়ার কাছেই ২-২ গোলে আটকে গিয়েছিল। কিন্তু ফাইনালে





■ ভারতীয় ফুটবলার আশিক কুরুনিয়ানের ট্যাকল



■ ভারতীয় খেলোয়াড় রাহুল ভেটকে। ইরানের বিরুদ্ধে ম্যাচে

তাদেরই হারিয়ে চতুর্থবারের জন্য এশিয়া কাপ জিতে নিল ভারত। দেশের হয়ে জোড়া গোল করেন দিলপ্রীত সিং, বাকি দু'টি গোল সুখজিৎ সিং ও অমিত রোহিদাসের। এই কাপ জেতার পাশাপাশি হকি বিশ্বকাপের যোগ্যতাও অর্জন করল দেশ।

এই ম্যাচ শুরুর ৩৪ সেকেন্ডের মধ্যে গোল পান সুখজিৎ সিং। আগের ম্যাচে চিনকে ৭-০ গোলে হারিয়েছিল ভারত। মনে হচ্ছিল, সেরকম স্কোরবোর্ডেরই পুনরাবৃত্তি হবে। ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ ছিল ভারতের। দ্বিতীয়ার্ধে বরং দক্ষিণ কোরিয়াকে আরও আগ্রাসী দেখায়। একাধিক পেনাল্টি কর্নারও পায়। কিন্তু সেগুলো কাজে লাগাতে পারেনি তারা। তৃতীয় কোয়ার্টারের শেষ থেকে ম্যাচের রাশ পুরোপুরি চলে আসে ভারতের হাতে। ৫০ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার



■ সান্ধু যখন সেই শট বাঁচালেন

থেকে গোল হয়। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফল ৪-০ করেন অমিত রোহিদাস।ফলে চতুর্থ কোয়ার্টারে চমক বেশি ছিল না। তারপরও একটি গোল শোধ করে দক্ষিণ কোরিয়া। শেষ পর্যন্ত ভারত জেতে ৪-১ গোলে।

তাছাড়া মহিলা হকিতেও দাপট দেখিয়ে চলছে আমাদের দেশ। মহিলা হকির এশিয়া কাপে ভারতীয় মহিলা হকি দল সিঙ্গাপুরকে উড়িয়ে দিল ১২ গোলে। হ্যাটট্রিক এল নাভনীত কৌরের স্টিক থেকে, হ্যাটট্রিক এল মুমতাজ় খানেরও। খাতায়-কলমে টিকতেই পারল না সিঙ্গাপুর বাহিনী। একেবারে একতরফা লড়াই জিতে, মনোবল বারোগুণ বাড়িয়ে নিল ভারত। এবং সুপার ফোরে জায়গা পাকা করল। এই সাফল্যের ভিড়ে সত্যিই মনে হয়, ক্রিকেটের পাশাপাশি বাকি খেলাগুলো নিয়েও একটু হইচই হওয়া উচিত। কারণ দেশ গর্বিত হচ্ছে সব দিক থেকে।



■ শিলিগুড়িতে মঞ্চে দেবের সঙ্গে অনির্বাণ

ভিন্ন ছবি, এক প্রচার কৌশল

এবার পুজোতে একসঙ্গে চারটে বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে। তার মধ্যে তিনটে ছবি, 'রঘু ডাকাত', 'দেবী চৌধুরানী' ও 'রক্তবীজ ২' নিয়েছে একই প্রচারকৌশল। যদিও তাদের কনটেন্ট আলাদা!

সিনেমার কাস্ট অ্যান্ড ক্রু-কে নিয়ে হইহই করতে-করতে বাস কিংবা ট্রেনে চেপে পৌঁছে যান বালুরঘাট, মালদা, শিলিগুড়ি, রানিগঞ্জ, বহরমপুর, চন্দননগর, বর্ধমান, দুর্গাপুর অথবা মধ্যমগ্রাম। গোটা সফরে কী খাচ্ছেন, কী কথা বলছেন, গান চালিয়ে নাচানাচি করছেন, রিলস বানাচ্ছেন...এই সবকিছুকেই করতে হবে ক্যামেরাবন্দী। তারপর নির্ধারিত অঞ্চলে পৌঁছে ট্রাস সমেত বিলাসবহুল মঞ্চে উঠে লম্ফঝম্প করুন, ছবির গানের সঙ্গে কোমর দোলান, উপস্থিত জনতার মধ্যে থেকে কোনও এক বৃদ্ধা কিংবা তরুণকে মঞ্চে তুলে কথাবার্তা বলুন, জড়িয়ে ধরুন, চুমু খান, আর নিজের ছবি যাতে সকলে হলে গিয়ে দেখেন সেই আর্জি জানান...এবারের পুজোয় মুক্তিপ্রাপ্ত তিনটি বাংলা ছবি অর্থাৎ 'রঘু ডাকাত', 'দেবী চৌধুরানী' এবং 'রক্তবীজ ২' যেন একই প্রচারকৌশল রপ্ত করেছে। তিনটে ছবির কিন্তু কনটেন্ট একে-অপরের চেয়ে আলাদা, কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে তাদের প্রচারকৌশলে কোনও অভিনবত্ব নেই। আর একটি পুজোর ছবি 'যত কাণ্ড কলকাতাতে' বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে এই দৌড়ে কারণ তাদের ছবির তুরুপের তাস আবীর চট্টোপাধ্যায় তো চুক্তি করে বসে আছেন যে, 'রক্তবীজ ২' ছাড়া তিনি এই পুজোতে অন্য কোনও ছবির প্রচার করতে পারবেন না। হইহই করে মফস্বলে গিয়ে ছবির প্রচার করা, যে বাসে চেপে যাবেন সেটাকে ছবির পোস্টার দিয়ে ব্র্যান্ডিং করা, এগুলো হালফিলে শুরু করেছিলেন দেব তাঁর ছবি 'খাদান'-এর জন্য। সেই ফরমুলা যে হিট হয়েছিল তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু একবার একটা ফরমুলা সফল হলেই যে সকলে পরবর্তীকালে সেই ফরমুলাই প্রয়োগ করে যাবেন, এটা কি একটা ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথের পক্ষে খুব ভাল বিজ্ঞাপন? আরও একটি



■ বহরমপুরে টিম 'রক্তবীজ ২'



■ ছবির প্রচারে টিম 'দেবী চৌধুরানী'

প্রশ্ন উঠছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে যে ভিডিয়ো ড্রোনের মাধ্যমে শুট করে দেখানো হচ্ছে, সেটা কিন্তু শুধুমাত্র মঞ্চের সামনে কিছুটা অংশের। পিছনে বা সাইডে মাঝেমধ্যেই ফাঁকা জায়গাগুলো দেখলে মনে হতে বাধ্য, সত্যি এই তারকাদের নিয়ে এতটা উন্মাদনা গোটা অঞ্চল জুড়ে হচ্ছে তো? উইকডে-তে মানুষ নিজের কাজ বাদ দিয়ে পাগলের মতো সকাল থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে এই ছবির তারকাদের দেখছেন তো? নাকি পুরোটাই সাজানো সিনেমার সেট!



■ রণিতা দাস

জনপ্রিয়তার খোঁজে

এখন শুধু পুরনো তারকাদের ঘরে ফেরার হিড়িক। সেই তালিকায় রয়েছেন দর্শকদের প্রিয় 'বাহামণি'ও। অর্থাৎ ১০ বছর পর টেলিভিশনে ফিরছেন রণিতা দাস। ধারাবাহিকের নাম 'ও মোর দরদিয়া'। একা মায়ের লড়াইয়ের গল্প দেখানো হবে এই ধারাবাহিকে আর সেই মায়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন রণিতা। কিন্তু এখনও তো তিনি 'বাহা' নামেই জনপ্রিয়। সেই জনপ্রিয়তাটা কি নতুন করে স্পর্শ করা সম্ভব? শুটিংয়ের মাঝে ফোনের অপর প্রান্ত থেকে অভিনেত্রী জানালেন, "তা জানি না। 'বাহা' যে পরিমাণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, তা কল্পনার অতীত। তবে এই চরিত্রটাও সকলের খুবই পছন্দ হবে, সেটাই আমার বিশ্বাস। বাকিটা ভগবানের ইচ্ছে।" টেলিভিশনে ফেরা প্রসঙ্গে তাঁর উত্তর, "শেষ কয়েক বছরে আমি কাজ করিনি এমনটা তো নয়। নিজের প্রযোজনা সংস্থায় একাধিক কাজ করেছি। কিন্তু কোথাও গিয়ে সেই জনপ্রিয়তাটা অধরাই ছিল। কিছুদিন আগে যখন 'ইষ্টি কুটুম' আবার নতুন করে সম্প্রচারিত হয়, 'বাহা'কে নিয়ে দর্শকরা আবার কথা বলতে শুরু করে, তখনই টেলিভিশনে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।"

পরিচিতিটাই আসল

সদ্য শেষ হয়েছে ধারাবাহিক 'কোন গোপনে মন ভেসেছে'। ইতিমধ্যেই নতুন কাজ শুরু করে ফেলেছেন অভিনেতা রণজয় বিষ্ণু। এবার একটি ওয়েব সিরিজ়ে দেখা যাবে তাঁকে। যদিও ধারাবাহিকের মাঝে ছবিও করেছেন তিনি। তাহলে কি এবার টেলিভিশন থেকে কিছুটা দূরে থাকবেন রণজয়। জানা গেল, ইতিমধ্যেই নাকি তিনি চারটে ধারাবাহিককে 'না' করেছেন। "'কোন গোপনে মন ভেসেছে' শেষ হওয়ার পরই আমার টেলিভিশনে আরেকটি কাজ করার কথা ছিল। কাজ চলাকালীন মোট চারটে ধারাবহিকের সুযোগ এসেছিল। কিন্তু আমি সম্মতি জানাইনি। এখন দর্শকের একটা বড় অংশ আমাকে 'অনিকেত' (সদ্য শেষ হওয়া ধারাবাহিকে রণজয়ের নাম) নামেই চেনে। আমি চাই না এখনই কোনও নতুন চরিত্রে যেতে। এই পরিচয়টাই দর্শকদের ভালবাসা।"

■ রণজয় বিষ্ণু





■ সায়ন্তনী মল্লিক



■ সেই অনুষ্ঠানে একঝাঁক তারকা

প্রযোজনা সংস্থার ১৫ বছর উদযাপন

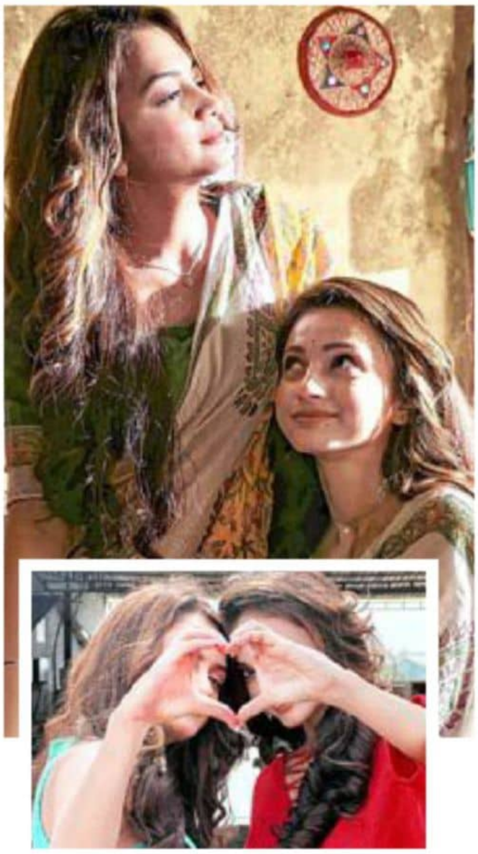
দেখতে-দেখতে ১৫ বছরে পদার্পণ করল 'ম্যাজিক মোমেন্টস'। সেই উপলক্ষে শহরের এক স্টুডিয়োতে চাঁদের হাট বসে। সংস্থার দুই কর্ণধার লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ও শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, ঐন্দ্রিলা সেন, অঙ্কুশ, কৌশিক সেন, সুদীপ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বাদশা মৈত্র, মানালি দে, অপরাজিতা আঢ্য, শ্রুতি দাস, অপরাজিতা ঘোষ দাস সহ অনেকে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং মাধবী মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি বিশেষ নজর কাড়ে। অনুষ্ঠানে প্রযোজনা সংস্থার পুরনো ও নতুন সিরিয়ালের প্রোমো দেখানো তো ছিলই, কুইজ় থেকে মজার গেমস এমনকি রান্নার কনটেস্টও আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ছিল এলাহি খাবারের আয়োজন। ফিশ ফিঙ্গার, ঘোল, ভাত, লুচি, ছোলার ডাল, বেগুন ভাজা, ধোকার ডালনা, ইলিশ সরষে, মাটন কষা, দই, মিষ্টি... আয়োজনে কোনও ত্রুটি রাখেনি লীনা-শৈবাল ও তাঁদের টিমের সদস্যরা।

ভাল আছেন

হঠাৎ করেই ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সায়ন্তনী মল্লিকের। শেষ বার তাঁকে দেখা গিয়েছিল 'অনুরাগের ছোঁয়া' ধারাবাহিকে। ধারাবাহিক শেষ হওয়ার আপাতত ছুটিতে বাড়িতেই ছিলেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলেন। একদিন সন্ধেবেলা বাড়িতে বসে টিভি দেখছিলেন অভিনেত্রী। হঠাৎ করেই শারীরিক অস্থিরতা দেখা দেয়। তৎক্ষণাৎ সায়ন্তনীকে হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁর স্বামী। পরীক্ষা করে জানা যায়, ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে সায়ন্তনীর। আর একটু দেরি হলেই বড় বিপদ ঘটতে পারত, মত চিকিৎসকদের। আপাতত ডাক্তারের পরামর্শে বেশ কিছুদিন তাঁকে বাড়িতেই বিশ্রামে থাকতে হবে। নেওয়া যাবে না কোনও বাড়তি চাপ।

মনোমালিন্যের কারণ

একই রকম দেখতে তাঁদের। তাই তো যমজ বোনের চরিত্রে তাঁদের দিব্যি মানাত। কথা হচ্ছে ছোটপর্দার দুই জনপ্রিয় মুখ তিতিক্ষা দাস এবং নন্দিনী দত্তকে নিয়ে। সম্প্রতি 'দুই শালিক' ধারাবাহিকে যমজ বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাঁরা। সেখান থেকেই তাঁরা একেঅপরের ভাল বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ধারাবাহিক শেষ হতেই বিপরীতমুখী দু'জন। গত সপ্তাহে এক পার্টিতে টেলিপাড়ার একাধিক অভিনেত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন তিতিক্ষা এবং নন্দিনীও। কিন্তু দু'জনেই দু'প্রান্তে। পার্টি শেষ হতেই গুঞ্জন, মুখোমুখি হলেও কথা বলেননি তাঁরা। তিতিক্ষার কাছে এই ব্যাপারের সত্যতা জানার জন্য যোগাযোগ করা হলে তাঁর উত্তর, "আমি সত্যিই কিছু জানি না। এমনকী ওই দিনের পার্টিতেও আমাদের দেখা হয়, কথা হয়। কিন্তু খুব কম সময়ের জন্য। তবে হ্যাঁ, ফোটো, ভিডিয়োর জন্য যে জায়গা ছিল, সেখানে আমাদের কোনও কথা হয়নি।" তাহলে কি তাঁদের সম্পর্কে ভাঙন ধরেনি? এ ব্যাপারে কোনও উত্তর মেলেনি।



■ একাধিক ছবি একসঙ্গে পোস্ট করতেন নন্দিনী ও তিতিক্ষা



তমন্না ও ডায়ানা। (ইনসেটে) তাঁদের গার্ল গ্যাং

বান্ধবীরাই আসল

করণ জোহর প্রযোজিত ‘ডু ইয়ু ওয়ানা পার্টনার’ সিরিজ় দুই বান্ধবীর ব্যবসা করার গল্প। দুই বান্ধবীর ভূমিকায় রয়েছেন তমন্না ভাটিয়া এবং ডায়ানা পেন্টি। দুই বন্ধু একসঙ্গে একটি বিয়ার কোম্পানি খোলার সিদ্ধান্ত নেয় এই সিরিজ়ের গল্পে। তমন্না এই প্রসঙ্গে বলেন, এটা তাঁর এবং ডায়ানার জীবনের সঙ্গেও মিলে যায়। কারণ তাঁরা এতদিন শুধু বন্ধু ছিলেন। তমন্নার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের দলের অন্যতম সদস্য ডায়ানা। সেই বন্ধুত্ব থেকেই দু’জনে একসঙ্গে ওয়েব সিরিজ়ে অভিনয় করেন। কাজের সূত্রে তাঁদের বন্ধুত্ব নয়। তাই দু’জনে ঠিক করেন একসঙ্গে কাজ করা উচিত। ফলে তাঁরাই সরাসরি প্রস্তাব দেন করণের প্রযোজনা সংস্থাকে। তবে গল্প যে তাঁদের জীবনের সঙ্গে মিলে যাবে, এমনটা ভাবেননি কেউই।



ভইয়ার নামবদল

‘ভইয়া’ শব্দটা জিতেন্দ্রকুমারের সত্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। কোটা ফ্যাক্টরির সৌজন্যে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন ‘জিতু ভইয়া’ হিসেবে। আর ‘মির্জ়াপুর দ্য মুভি’-তে তিনি আসছেন বাবলু পণ্ডিত ওরফে বাবলু ভইয়ার ভূমিকায়। এটা আগেই জানা গিয়েছিল যে, এই ছবিতে নতুন মুখ জিতেন্দ্রকুমার। সিরিজ়ে ‘বাবলু’র চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিক্রান্ত ম্যাসি। কিন্তু তিনি এই ছবিতে অভিনয় করতে অস্বীকার করেছিলেন। ফলে সেই ভূমিকায় বেছে নেওয়া হয়েছে জিতেন্দ্রকে। দেখা যাক, বাবলুর ভূমিকায় জিতেন্দ্রকে দর্শক গ্রহণ করেন কিনা।



জিতেন্দ্রকুমার। (ইনসেটে) বিক্রান্ত ম্যাসি

সাধন ভজন এবং মিটিং

লেটেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট **মিস আঙুরলতা**

মিটিং... আপাত দৃষ্টিতে গুরুগম্ভীর একটি শব্দ। কত মিটিং-ই তো হয় এই ইন্ডাস্ট্রিতে। সৃজনশীলতার ফুলঝুরিতে আলোকিত হয়ে ওঠে দিগ্বিদিক। সময়ের জ্ঞান থাকে না। বঙ্গ সিনেমাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে দিন রাত এক করে মিটিং করেন বাবুবিবিরা। এই যেমন লেটলতিফ দিদি। বঙ্গ সিনেমার অঙ্গের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন তিনি। কত না সিনেমা, কত না শুটিং, কত না পার্টি। প্রতিটি জায়গায় বুড়িছোঁয়া দিয়ে বেড়ান তিনি। ব্যস্ততার জেরে বেশিক্ষণ থাকতেও পারেন না। সেদিনও গিয়েছিলেন একটি পার্টিতে দশ মিনিটের জন্য। দশ মিনিট হয়ে যেতে নীচে গাড়িতে বসা ড্রাইভারকে দিদি বলেন, তিনি নামছেন। গাড়ি যেন স্টার্ট দিয়ে রাখা হয়। কিন্তু চালক কি আর জানত, দিদির সেই দশ মিনিট গিয়ে দাঁড়াবে তিন ঘণ্টায়! আসলে হয়েছে কী, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়েই দিদির দেখা হয়ে যায় এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর সঙ্গে। তিনি দিদির সঙ্গে মিটিং করতে চান। দিদিও রাজি হয়ে তাঁর সঙ্গে চলে যান ঘরে। বন্ধ দরজার পিছনে বঙ্গ সিনেমার উন্নতিকল্পে দিদি মাতেন একটি গম্ভীর মিটিংয়ে। রাত দুটোয় শেষ হয় সেই উন্নতি সাধন পরিকল্পনা।

অবশ্য পরিকল্পনা করে কেউ যদি কারও কাছ থেকে লাইমলাইট কাড়তে চায়, তা হলে আর কী করা যাবে। এখন শৈলশহরের বাজারমূল্য বেশি। স্টারডম বেশি। ফলে সে যা করতে চায়, তাই করতে পারে। মিস ঝিনুকমালা না হয় সুগন্ধী প্রচারের অনুষ্ঠানে তার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল এবং প্রচারের আলো নিজের দিকে টেনে নিচ্ছিল। সেটা কি শৈলশহরের সহ্য হয়? তাই তো সে পৌঁছে বেগতিক বুঝেই হঠাৎ ডান্স ফ্লোরে গিয়ে নাচতে শুরু করে! যাতে প্রচারের সব আলো নিজে শুষে নিতে পারে। আসলে সালোকসংশ্লেষের জন্য এই আলো খুব দরকার। খাদ্য তো আদতে। এই আলো যত থাকবে, ততই তো স্টারডমের খোরাক হবে! এই সুযোগ কেউ ছাড়ে?



সম্পর্ক নয় কাজটাই আমার পরিচয়, সেই

দীর্ঘদিন পর টেলিভিশনের পর্দায় ফিরলেন পরিচালক তথা অভিনেতা **সৌরভ চক্রবর্তী**। ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি অভিনয়ে ফেরার কারণ থেকে শুরু করে পরিচালনা নিয়ে নতুন ভাবনা, সব কিছু নিয়ে তাঁর সঙ্গে খোলামেলা আড্ডায়

সাগরিকা চক্রবর্ত্তী

প্র দীর্ঘ ন'বছর পর আবারও টেলিভিশনের পর্দায় ফেরার অনুভূতিটা কেমন?

সত্যি বলতে চিন্তায় ছিলাম। ধারাবাহিকে কাজ করার জন্য একটা অভ্যেসের প্রয়োজন। কারণ শেষ কয়েক বছরে সিরিজ়, 'উড়ি বাবা', কবিতা... এসব নিয়েই আমি বেশ ব্যস্ত ছিলাম। ভয় হচ্ছিল, কাজটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব কিনা। কিন্তু টেলিভিশনে ফেরার পর আমি যে পরিবেশটা পেয়েছি, সহঅভিনেতাদের যেমন সাহায্য পেয়েছি, চ্যানেল আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছে... তার জন্য কখনওই পরিবেশটা একঘেয়ে কিংবা টক্সিক মনে হয়নি।

প্র কিন্তু এই এতগুলো জিনিসের মধ্যে থেকেও আবার টেলিভিশনে ফেরার কারণ কী?

আমি একটা বিরতি চাইছিলাম। দীর্ঘ ন'বছর ধরে আমি একাধিক সিরিজ় পরিচালনা করেছি। তার চেয়েও বেশি সিরিজ় আমি প্রযোজনা করেছি। মনে হল, ছবি পরিচালনা করব। ছুটির প্রয়োজন। আরেকটা কারণ, দর্শকদের দাবি। 'কেন আমাকে দীর্ঘদিন পর্দার সামনে দেখতে পাচ্ছে না', এই প্রশ্ন সকলের। কারণ আমার জনপ্রিয়তার মূলে টেলিভিশন। তাই পুরনো চ্যানেলের হাত ধরেই একটা নতুন চরিত্রে ফিরলাম। তবে অনেকদিন ধরেই ধারাবাহিকে কাজ করা নিয়ে কথাবার্তা চলছিল। শেষে 'লক্ষ্মী ঝাঁপি' ধারাবাহিকের গল্পটা আমার বেশ পছন্দ হল।

প্র কিন্তু টেলিভিশন থেকে যাঁরা জনপ্রিয়তা পান, তাঁদের তো বরাবরই একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে অন্য কোনও মাধ্যমে গিয়ে কাজ করার। ফিরতে হয়তো খুব কম মানুষই চান...

এটা থাকাটা খুবই প্রয়োজন। একটা মানুষের জীবনের লক্ষ্য কিংবা আকাঙ্ক্ষা থাকাটা খুব প্রয়োজন। শুধু টেলিভিশন নয়, ওটিটিও খুবই সীমাবদ্ধ মাধ্যম। স্বাভাবিকভাবেই একটা মানুষের ইচ্ছে থাকতেই পারে সে আরও কত উপরে যেতে পারে, আরও কত ভাল জায়গায় কাজ করতে পারে।

প্র পরিচালনা নাকি অভিনয়, আপনার কাছে কোনটার গুরুত্ব একটু হলেও বেশি এবং কেন?

আমার ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করতেই ভাল লাগে। তৃপ্তি পাই। যদিও অভিনয়টাই আমার প্রথম পেশা এবং পরিচিতি।



■ বাবার সঙ্গে সৌরভ



■ নতুন ধারাবাহিকের দৃশ্যে সৌরভ

প্র কিন্তু ধারাবাহিকের ক্ষেত্রে গল্পের বাস্তবতা, গল্প নির্মাণ এসব নিয়ে সব সময় প্রশ্ন ওঠে। এই মাধ্যমেই অভিনেতা হিসেবে কাজ করাটা আপনার জন্য অসুবিধার নয় কি?

পরিবর্তন সত্যিই প্রয়োজন। তারও আগে প্রয়োজন দর্শকদের মননের পরিবর্তন। চ্যানেল সাধারণত মানুষের চাহিদা অনুযায়ী গল্প এগিয়ে নিয়ে যায়। ট্রোল করেছে মানে দেখেই করছে। আগে ভাবতাম সবটা বদলে ফেলা সহজ। এখন বুঝতে পারি পুরোটাই আসলে দর্শক দ্বারা পরিচালিত। দর্শকই ঠিক করে দেয় কোনটা দেখানো হবে। দেখবেন, এখন কোনও ছবি মুক্তি পেলে যেটা বেশি মানুষ দেখেছে, সেটাই সবাই দেখতে যায়। জনগণের পছন্দকে এতটাই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে, গুনগত মান নিয়ে চর্চা, আলোচনা সবকিছুকে পাশে ঠেলে দিয়েছি আমরাই। আমার মনে হয়, বাংলায় এইসব আজগুবি গল্পেরই ভিউয়ার বেশি হয়। বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে হয়তো এই যুক্তি বা ন্যায়ের সংজ্ঞাটা একেবারেই আলাদা।

প্র সিনেমা বানানোর পরিকল্পনার পাশাপাশি, নিজের ছবিতে কাদের কাস্ট করতে চান? বা আপনার কাদের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে?

মুম্বইয়ের কথা বললে প্রথমেই বলব, নাসিরুদ্দিন শাহের এবং নওয়াজ়উদ্দিন সিদ্দিকির সঙ্গে পরিচালক হিসেবে কাজ করার প্রবল ইচ্ছে রয়েছে। রাজকুমার রাওয়ের সঙ্গে কাজ করতে চাই। বাংলায় তো অনেকেই রয়েছেন। দেবের সঙ্গে কাজ করার খুব ইচ্ছে। ঋত্বিকদার সঙ্গে অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছি ঠিকই। কিন্তু পরিচালক হিসেবেও কাজ করতে চাই। এছাড়াও এখন টলিউডের নতুন প্রজন্মের অনেক ছেলে-



পরিচয়টাই বহন করতে চাই: সৌরভ চক্রবর্তী



■ তন্ময় দাস

মেয়ে রয়েছে।

প্র দেবের মতো কমার্শিয়াল ছবির নায়কদের নিয়ে কাজ করলে, ঠিক কী ধরনের ছবি বানাতে ইচ্ছুক হবেন?

আমি এমন ছবি বানাতে ইচ্ছুক, যেটা খুবই রিলেটেবল এবং বড় মাপের। ওয়েব সিরিজ় আসার পর, লার্জ স্কেলের কিছু না বানালে মানুষ সেটা বড় পর্দায় গিয়ে দেখতে আগ্রহী হচ্ছে না। কারণ সেই সিনেমার আশেপাশের অনেক কিছুই, একটা ভাল ওয়েব সিরিজ় থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। আগে যেমন টেলিভিশন আর সিনেমা, এই মাধ্যম দুটোর মাঝে একটা বড় ব্যবধান ছিল। ওয়েব সিরিজ় সেই ব্যবধান মিটিয়ে দিয়েছে। আমি একটা গল্প নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে ভাবনা-চিন্তা করছিলাম। গল্পটা মূলত সোশ্যাল স্যাটায়ার



■ রজত কপূরের সঙ্গে 'শব্দ জব্দ' সিরিজ়ের শুটিংয়ে

বিষয়ক। এমন নয় যে নিছক মজা। আমরা তো শীর্ষেন্দু-শিবরামের জগতের মানুষ। আমরা হাসির ছলে অনেক কিছু বলে দিতে পারি বা বুঝিয়েও দিতে পারি। যেটা কঠিন ভাবে বলা যায় না। সিনেমার বিষয়বস্তু হবে, মজাকে অস্ত্র করে সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা।

প্র ছবির গল্প নিয়ে তো ভাবনাচিন্তা



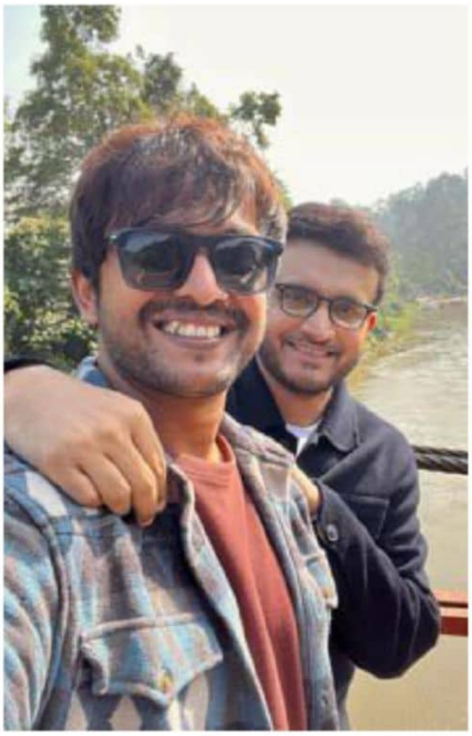
■ সৌরভ পরিচালিত 'কেমিস্ট্রি মাসি' সিরিজে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেবশ্রী রায়

করেইছেন। তাহলে মূল চরিত্রে কাস্ট করার পরিকল্পনা করেননি কাউকে?

সেরকম ভাবে কিছু ভেবে রাখিনি। কিন্তু এই ধরনের ছবির জন্য অঙ্কুশ খুব ভাল। ওর কমেডি টাইম খুব ভাল লাগে। আমার মনে হয়, এই ধরনের কাজে ও দুর্দান্ত পারফর্ম করতে পারবে।

প্র আপনার নতুন-পুরনো সব সাক্ষাৎকারেই সম্পর্ককে হাইলাইট করা হয়। এ ব্যাপারে আপনি কখনও আপত্তি জানান না?

এক হতে পারে সাক্ষাৎকার শুরুর আগেই আমাকে বলে দিতে হবে, 'এটা নিয়ে কোনও প্রশ্ন করবেন না'। আর যেটায় আপত্তি করব, সেটাকেই আরও বেশি হাইলাইট করা হবে। তবে এটা একেবারেই ঠিক, এই বিষয়টা আমিও দেখেছি। কেন আমাকে সব সাক্ষাৎকারে আমাকে কেন পুরনো সম্পর্ক নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন প্রেম নিয়ে জ্ঞান



■ দুই সৌরভ একফ্রেমে

দিতে বলা হয়... এটা হয়তো আপনারাই ভাল বলতে পারবেন! মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি লভ গুরু (হাসি)। আমি বরাবরই চাই আমার কাজ নিয়ে কথা হোক। কখনওই পুরনো সম্পর্ককে টেনে আনার উদ্দেশ্য আমার থাকে না। আপনি দেখবেন আমি নিজে থেকে কিন্তু কোথাও সম্পর্ক নিয়ে কোনও কথা বলি না। কাজটাই আমার পরিচয়, তাই আমি সেই পরিচয়টাই বহন করে নিয়ে যেতে চাই। অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করে টাইমলাইন ধরে থাকার উদ্দেশ্য আমার নেই।



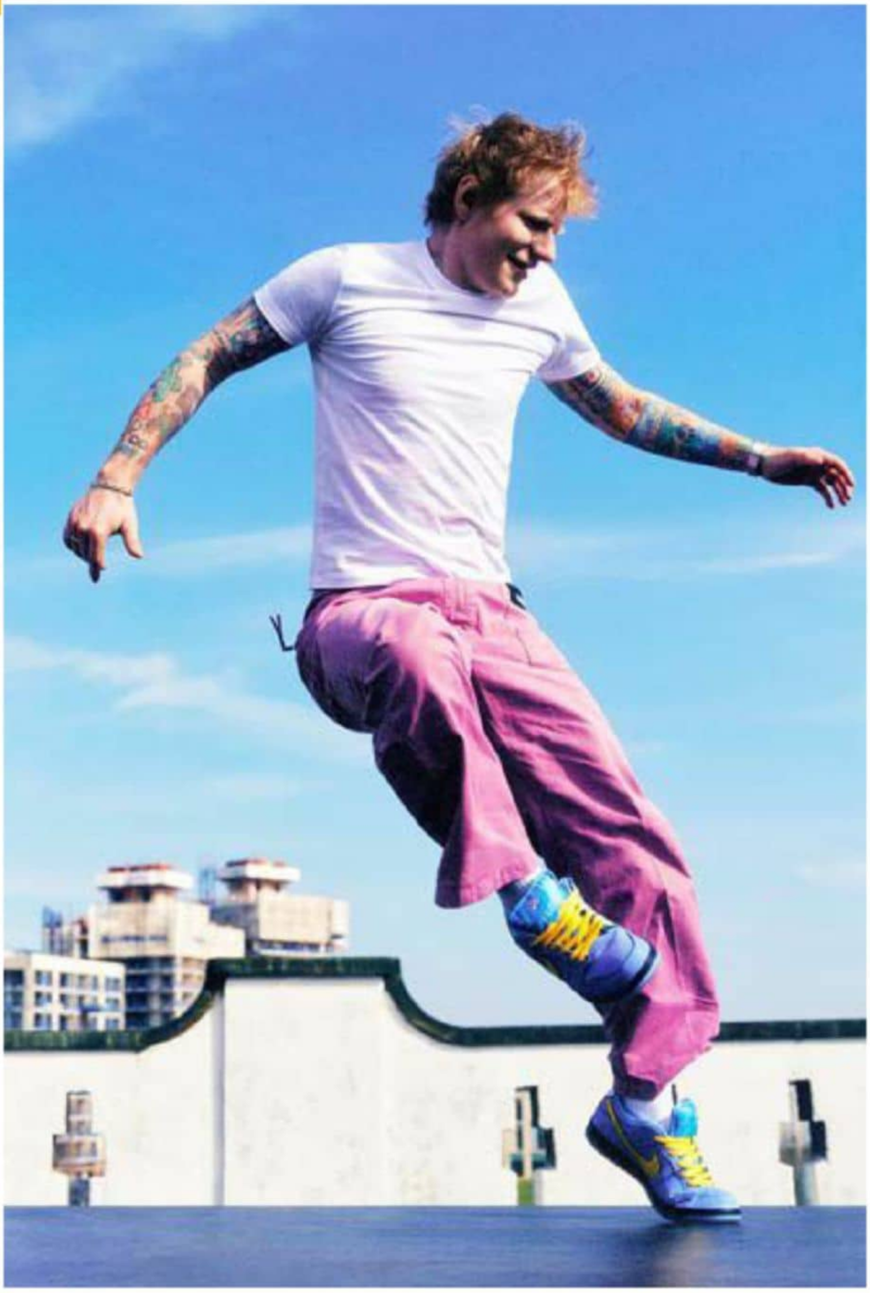
■ তাঁর পরিচালনায় 'রাজনীতি' মুক্তি পাওয়ার পর, টিভির সামনে সৌরভ

প্র আপনার প্রাক্তন স্ত্রী মধুমিতা জীবনে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর নতুন সম্পর্ক, বিয়ের পরিকল্পনা, এসব নিয়েই এখন খবর। আপনার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কেন খুব কম আলোচনা হয়?

(হেসে, খানিক থেমে) আমার মনে হয় এই জন্যই আমাকে সকলে সম্পর্ক নিয়ে বেশি বেশি প্রশ্ন করে। যদি আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু আপডেট পাওয়া যায়। কিন্তু আমি সত্যি বলছি এতগুলো বছরে আমি কোনও নতুন সম্পর্কে জড়াইনি। সেরকম হলে, নিশ্চয়ই সবাইকে জানাব।

প্র আপনার মতোই মধুমিতাও দীর্ঘদিন পর একই চ্যানেলের হাত ধরে টেলিভিশনে ফিরেছে। যা নিয়ে একাধিক চর্চা হচ্ছে। এ ব্যাপার আপনি কী বলবেন?

এটা নিয়ে আমার আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে! আমার কোনও বার্তা নেই।



■ এড শিরান

ইংল্যান্ড ছাড়ছেন এড শিরান

তিনি এতদিন ইংল্যান্ডে থাকতেন স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে। সঙ্গীতের যাবতীয় জনপ্রিয়তা এখান থেকেই পেয়েছেন। থেকেওছেন এখানেই। কিন্তু এবার নিজের শিকড় উপড়ে ফেলতে চলেছেন এড শিরান। ব্রিটিশ এই গায়ক-গীতিকার কিছুদিনের মধ্যেই নিজের ১৭-তম অ্যালবাম, 'প্লে' রিলিজ় করতে চলেছেন। ঠিক করেছেন স্থায়ী বাসস্থানের আশায় ইংল্যান্ড থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে থাকবেন। শুধু তিনি একা নন, তাঁর পরিবারকে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এড জানান, "আমি আমেরিকায় চলে যাচ্ছি। ফ্র্যামলিংহাম নামক একটি শহরে বড় হয়েছি, কিন্তু বর্তমানে সাফোকে থাকি। কিন্তু এবার এই সিদ্ধান্ত নিতেই হচ্ছে।" জানা গিয়েছে এড ন্যাশভিলে থেকে নিজের কেরিয়ারের উন্নতি করতে চান। শুধু তাই নয়, তাঁর স্ত্রীর ক্যানসার ধরা পড়েছিল। সেই চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সুবিধে হবে বলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

এত দিনে বন্ধু

সেই 'সরফরোশ' থেকে 'ফনা'... আমির খান অভিনীত ছবিতে বেশ কয়েকবার প্লেব্যাক করেছেন সোনু নিগম। কিন্তু এতদিনে সোনু জানালেন, আমিরের সঙ্গে নাকি কোনও বন্ধুত্বই ছিল না তাঁর। শুধু পার্টিতে বা অনুষ্ঠানে দেখা হত। দূর থেকে সৌজন্য বিনিময় করে এগিয়ে যেতেন... এই টুকুই। কিন্তু এতদিনে তাঁরা বন্ধু হয়েছেন। কিছুদিন আগে নাকি রাত জেগে আড্ডাও দিয়েছেন। সোনুর মনে হয়েছে, আমির ভীষণ ভাল মনের মানুষ। কেন যে তাঁরা এতদিন বন্ধু ছিলেন না, কে জানে।



■ সোনু নিগম



■ অনুপর্ণা রায়

সম্মানিত বাংলার মেয়ে

ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ৮২তম অনুষ্ঠানে ইতিহাস গড়লেন বাঙালি সিনেমা পরিচালক অনুপর্ণা রায়। তিনি ফেস্টিভ্যালের 'অরিজন্টি' বিভাগে সেরা পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। পুরুলিয়ার মেয়ে অনুপর্ণা তাঁর ছবি 'সংস অফ দ্য ফরগটন ট্রিজ়' এর জন্য পেয়েছেন এই পুরস্কার। প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই কৃতিত্ব বিপুল প্রশংসার দাবি রাখে। মুম্বইতে তাঁর ভাড়ার অ্যাপার্টমেন্টে এই ছবির শুটিং করেছেন অনুপর্ণা। দুই রুমমেটের ভাল লাগা-মন্দ লাগা নিয়ে গল্প। ছবিটিতে নানা পরত রয়েছে। সেই ছবিই সম্মান পেল। পুরুলিয়ার মেয়ে বিশ্বের মঞ্চে বাংলাকে সম্মানিত করলেন। ফরাসি পরিচালক জুলিয়া ডুকুরনো এই অরিজন্টি বিভাগের জুরি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি অনুপর্ণাকে পুরস্কারটি প্রদান করেন। অনুপর্ণা চাইছেন এবার আরও বড় করে পর্দায় নিজের গল্প বলতে।

ওসাকায় বিরল সম্মানপ্রাপ্তি

অভিজিৎ শ্রীদাস পরিচালিত এবং সুজিত প্রযোজিত ছবি 'বিজয়ার পরে' জাপানের ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (OAFF) নির্বাচিত হয়েছে। ২০তম থার্ড আই এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মমতা শঙ্কর পেয়েছেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার। সেই সঙ্গে তাঁর ও দীপঙ্কর দে'র জুটিও ফিরে পেয়েছে দর্শক। এই মুহূর্তে জাপানে চলছে ওসাকা এক্সপো ২০২৫- ২০২৬, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই এক্সপো আয়োজিত হয়, যেখানে বিশ্বের নানা দেশ অংশগ্রহণ করে। জাপানি, কোরিয়ান এবং চাইনিজ় সিনেমার পাশাপাশি এই প্রথম ভারত থেকে কোনও বাংলা ভাষার ছবি এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে নির্বাচিত হয়েছে। 'বিজয়ার পর' দেশের সমালোচকদের প্রশংসা তো পেয়েছে আগেই, তবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই সম্মান অবশ্যই ছবির মুকুটে নতুন পালক যোগ করল।



■ মমতা শঙ্কর



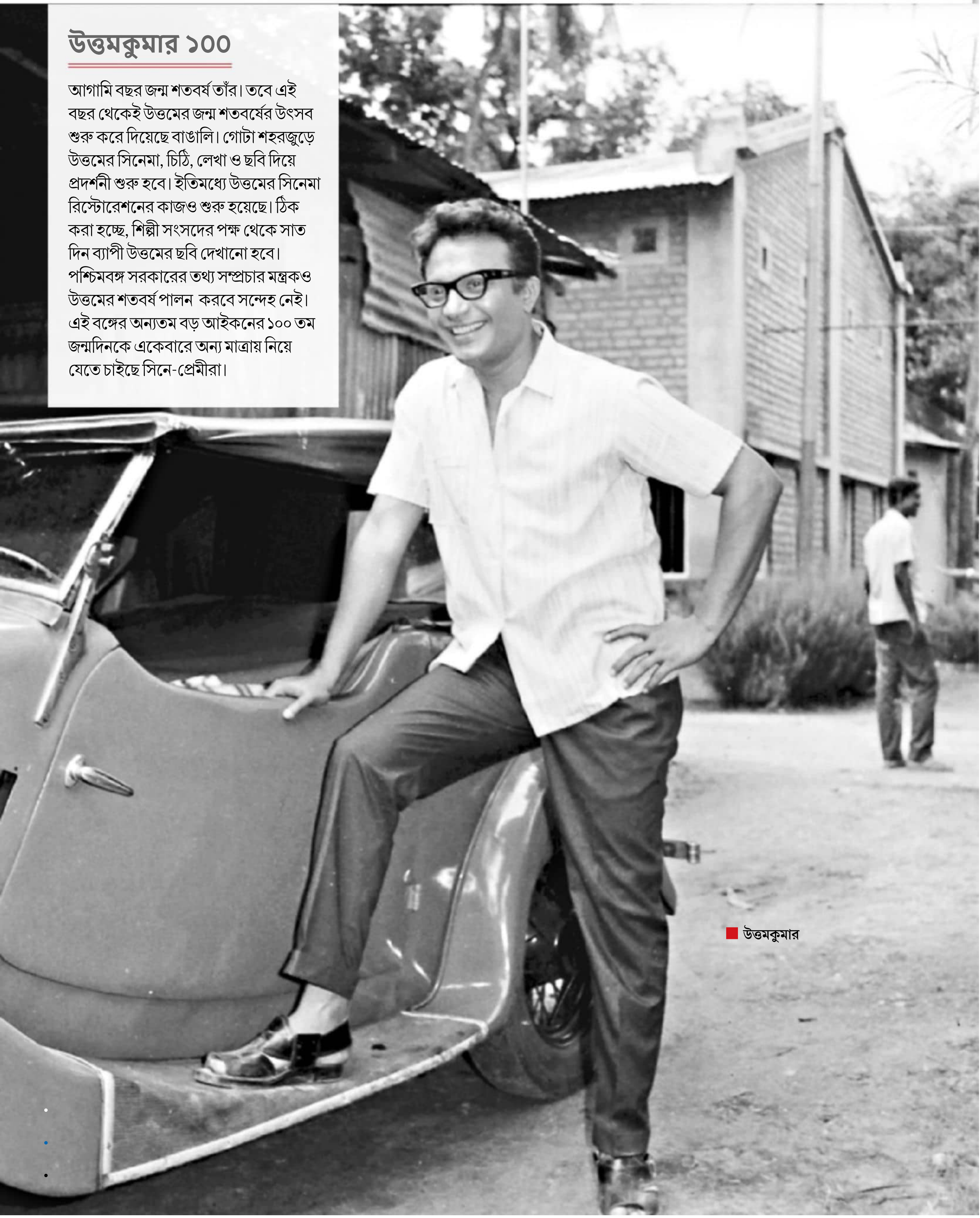
■ কোয়েল-কৌশানী

দেবী দুর্গার নানা রূপে কোয়েল-কৌশানী

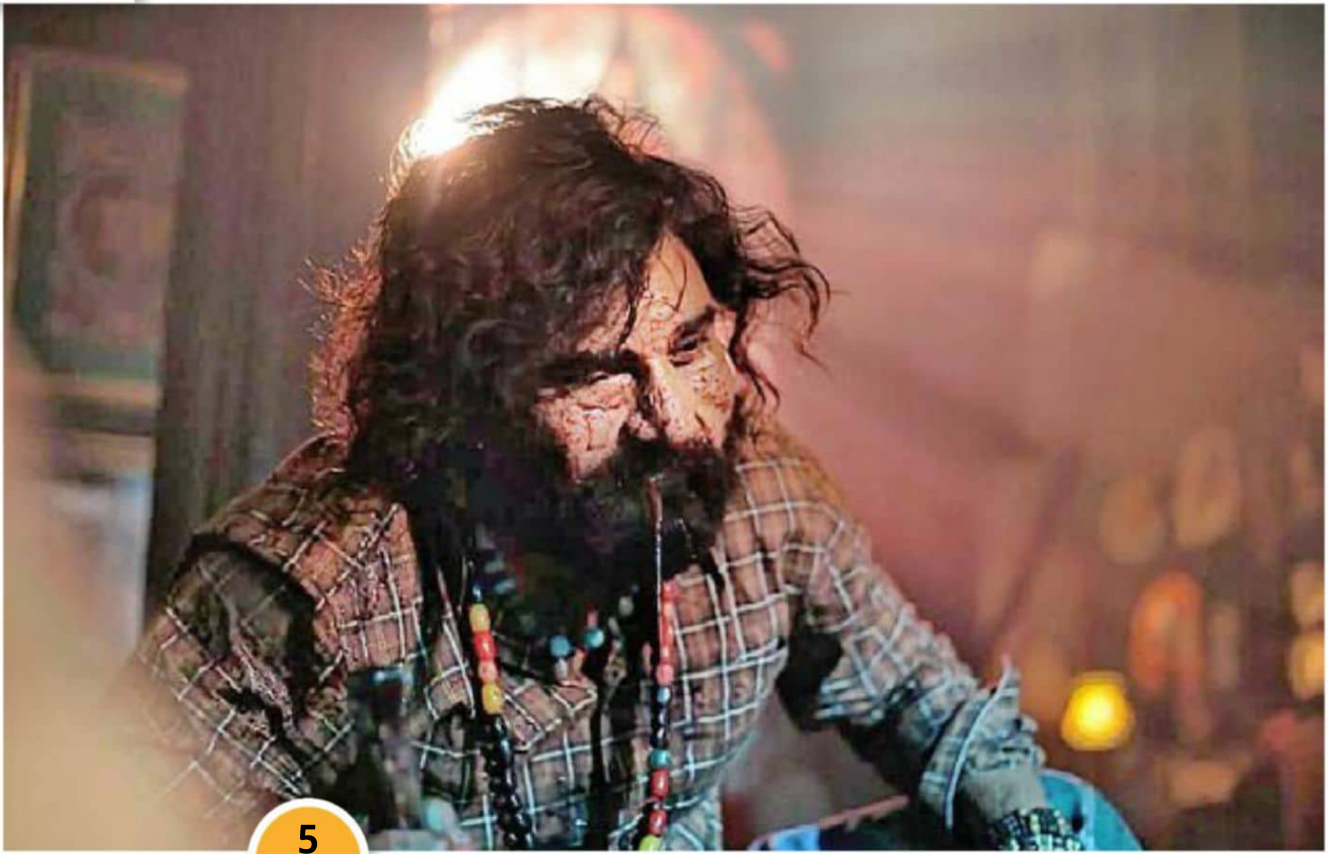
মা দুর্গার নানা রূপে অবতীর্ণ হবেন কোয়েল মল্লিক এবং কৌশানী মুখোপাধ্যায়। এবছর একটি বেসরকারি চ্যানেলের মহালয়া স্পেশ্যাল অনুষ্ঠান 'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'-তে দেবীর আদ্যাশক্তি ও দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী রূপে দেখা যাবে কোয়েলকে। কৌশানী থাকবেন ষোড়শভুজা মহিষাসুরমর্দিনী ও ভদ্রকালী রূপে। এরকম অবতারে পারফর্ম করতে পেরে কোয়েল এবং কৌশানী দু'জনেই খুব এক্সাইটেড। লঞ্চ অনুষ্ঠানে এসে দুই নায়িকা ঢাক বাজানোর প্রতিযোগিতাতে অংশ নেন। কোয়েল জানান, ''প্রতিবছর মহালয়ার দিন সকালে মহিষাসুরমর্দিনী-র জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি। এর আগেও এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি। তবে এবারের অভিজ্ঞতা অন্যরকম।'' কৌশানী জানান, ''কেরিয়ারে কিছু কাজ হয় যেটা সারাজীবন থেকে যায়, এটা সেরকমই একটা কাজ।''

উত্তমকুমার ১০০

আগামি বছর জন্ম শতবর্ষ তাঁর। তবে এই বছর থেকেই উত্তমের জন্ম শতবর্ষের উৎসব শুরু করে দিয়েছে বাঙালি। গোটা শহরজুড়ে উত্তমের সিনেমা, চিঠি, লেখা ও ছবি দিয়ে প্রদর্শনী শুরু হবে। ইতিমধ্যে উত্তমের সিনেমা রিস্টোরেশনের কাজও শুরু হয়েছে। ঠিক করা হচ্ছে, শিল্পী সংসদের পক্ষ থেকে সাত দিন ব্যাপী উত্তমের ছবি দেখানো হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকও উত্তমের শতবর্ষ পালন করবে সন্দেহ নেই। এই বঙ্গের অন্যতম বড় আইকনের ১০০ তম জন্মদিনকে একেবারে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে চাইছে সিনে-প্রেমীরা।



উত্তমকুমার



বহুরূপ

5/10

সোহম দুরন্ত, পরিচালনা দুর্বল

পরিচালনা: আকাশ মালাকর
অভিনয়: সোহম চক্রবর্তী, ইধিকা পাল, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, লোকনাথ দে

এ ছবির গল্পের চেয়েও দর্শকের বেশি উৎসাহ ছিল, সাতটি লুকে সোহম চক্রবর্তীকে দেখতে পাওয়া নিয়ে। এবং সোহম তার সুবিচার করেছেন বলতেই হয়। সঙ্গী তাঁর রূপনির্মাণ শিল্পী সোমনাথ কুণ্ডু। সোমনাথের সৃজনশৈলী আর সোহমের অভিনয় গুণে প্রতিটি লুক অসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য লেগেছে। অনেকদিন পর 'অভিনেতা' সোহমকে পাওয়া গেল।
তবে, শুধু একজন অভিনেতা ছবির বাকি খামতি ঢাকতে পারেন না। সোহমও পারেননি। ফলে চিত্রনাট্যের বাঁধুনি যত আলগা হয়েছে, ততই উৎসাহ হারিয়েছেন দর্শক। গল্প সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ঘরানার। একজন সিরিয়াল কিলারের কাণ্ড কারখানা নিয়ে পুলিশ ব্যতিব্যস্ত। খুন

বাঘী ৪

4/10

ভয়ঙ্কর বটে

পরিচালক: এ হর্ষ
অভিনয়: টাইগার শ্রফ, সঞ্জয় দত্ত, হরনাজ় সান্ধু, সোনম বাজওয়া, সৌরভ সচদেব

ভয়ঙ্কর মারপিট, রক্তারক্তি কাণ্ড, সহজ ঘটনাকে কঠিন করে সেই নিয়ে তুলকালাম পরিস্থিতি। গল্পে রনি (টাইগার শ্রফ) একটি দুর্ঘটনা থেকে সেরে ওঠে, তারপর সে আলিশা (হরনাজ়) নামের এক মেয়ের প্রেমে পাগল। এই মেয়ের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে শুরু করে এবং আশেপাশের সবাই দাবি করে যে মেয়েটির অস্তিত্বই নেই। তার খোঁজ যত গভীর হয়, সমস্যা ততই গভীর হয়ে যায়। রনি আলিশাকে খুঁজতে থাকে, চিত্রনাট্য একঘেঁয়ে হতে থাকে। কিছুটা হলেও হর্ষ ভাইয়ের (শ্রেয়স) দৃশ্য, সুদেশ লাহিড়ীর সাথে কিছু হাস্যরসাত্মক কথোপকথন এবং একজন পাগল পুলিশ (উপেন্দ্র লিমায়ে) একটু মনোরঞ্জন করে। কিন্তু এর কোনওটিই চিত্রনাট্যকে উন্নত করেনি। খারাপ লাগলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, কিছু জায়গায় মনে হচ্ছিল ইউটিউব ভিডিয়োর মতো এগিয়ে দিতে পারলে মন্দ হয় না।



দ্বিতীয়ার্ধে যখন নিখোঁজ মেয়েটির রহস্য উন্মোচিত হয়, সঙ্গে সৌরভ সচদেবের সাংঘাতিক উপস্থিতি কিছুটা নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করে। অন্ধকার জগতের সমস্ত বিশৃঙ্খলার জনক খলনায়ক চাকোর (সঞ্জয় দত্ত) উপস্থিতি বেশ আকর্ষক। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে তা মিটেও যায় যখন তিনি যিশু খ্রিস্টকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আসার মতো কাজ করেন এবং আলিশার খোঁজ পেয়ে যান। রনি কি আলিশার কাছে সত্যিই পৌঁছোতে পারবে? কিভাবে, তা জানতে একবার তো দেখতেই হবে ছবিটি। অনেক ভয়ঙ্কর দৃশ্য বাদ দিলেও, মুখে জোরে জোরে আওয়াজ করে বেশ কিছু মারপিট আছে। মিউজ়িক খারাপ না, অ্যাকশন তুঙ্গে। টাইগার শ্রফের চেহারার প্রদর্শন ও অ্যাকশন চোখে ধাঁধা লাগায়। নায়িকার ভূমিকায় নবাগত হরনাজ সান্ধু ভাল। কিন্তু গল্পটা?

সরলাক্ষ হোমস

ধীর গতি মজা নষ্ট করে

পরিচালনা: সায়ন্তন ঘোষাল
অভিনয়: ঋষভ বসু, অর্ণ মুখোপাধ্যায়

4.5/10

বাঙালি গোয়েন্দার প্রতি



বাঙালি দর্শকের দুর্বলতা বরাবরের। সেই দুর্বলতার কথা ভেবেই বোধহয় পরিচালক সায়ন্তন ঘোষাল গোয়েন্দা গল্পের উপর ভরসা রাখতে চেয়েছেন। সরলাক্ষ হোমসের (ঋষভ বসু) ছোটবেলা কেটেছে কলকাতায়। তার বাবা পুলিশ কনস্টেবল (বাদশা মৈত্র)। বাবার সঙ্গে সরলাক্ষ একদিন হাজির হয় এক বৃদ্ধার আত্মহত্যার তদন্ত করতে। সবাই ঘটনাকে আত্মহত্যা বললেও, সরলাক্ষ জানায় এটি খুন। প্রভাবশালী খুনিকে হাতেনাতে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রাণনাশের আশঙ্কাও দেখা যায়। ফলে তাকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে গিয়ে সরলাক্ষ হয়ে ওঠে পাকা গোয়েন্দা। আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমসকে পরিচালক বাঙালির আপন সরলাক্ষ হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তার সহকারী ওয়াটসন এখানে আর্য সেন (অর্ণ)। স্যর হেনরির পরিবার হয়েছে চৌধুরী পরিবার। ভাবনায় নতুনত্ব থাকলেও প্রয়োগে বেশ কিছু খামতি আছে। চরিত্রের কাস্টিংও জোরদার নয়। ছবির প্রয়োগে খামতির ফলে একটা সময় গিয়ে ছবিটি গতি হারিয়ে ফেলে। একটি ডিটেক্টিভ ছবি গতি হারিয়ে ফেললে সেটা দেখার মজা নষ্ট হয়ে যায়। ঋষভ ভাল অভিনেতা হলেও এই ছবিতে একটু বেমানান। তবে অর্ণ বেশ ভাল। পরিচালক এর আগেও থ্রিলার তৈরি করেছেন, কিন্তু এবারে তিনি মনে দাগ কাটতে পারলেন না।

অহনা (দ্য লাইট উইদিন)

পুরুষতন্ত্রই হাতিয়ার

পরিচালনা: প্রমিতা ভৌমিক
অভিনয়: সুদীপ্তা চক্রবর্তী, জয় সেনগুপ্ত, সৌম্য সেনগুপ্ত, প্রিয়ব্রত সেন সরকার

4.5/10

পুরুষতন্ত্র, বন্ধ্যাত্ব, দাম্পত্য জীবনের জটিলতা... ইত্যাদি নিয়ে এ যাবৎ একাধিক সিনেমা, সিরিজ় হয়েছে। ‘অহনা’ সেই সবকিছুকে এক সুতোয় বেঁধে একটি ছবি। ‘অহনা’ একজন লেখিকা। বলা ভাল খ্যাতির শিখরে বসে থাকা একজন



লেখিকা। কম্পিউটারে নয়, আজকের দিনে দাঁড়িয়েও পেন, ডায়েরিই তার সঙ্গী। ভালবেসে বিয়ে করলেও ভালবাসার মানুষ নীলের কাছে এখনও সে চক্ষুশূল। অহনার শরীর, মন, খ্যাতি, সবটাই নীলের কাছে বিষাদসম। কারণ একটাই, সন্তান। বিয়ের আট বছর পরও কেন সন্তান হয়নি, তাই নিয়ে নিত্য কথা শুনতে হয় দু'জনকেই। নানা জায়গায়। অহনার পিছু ছাড়ে না দুঃস্বপ্ন এবং অসম্মান। ছবিটির পরিচালক প্রমিতা ভৌমিক। প্রমিতার প্রথম ছবি এটা। তাঁর ভাবনা ভাল। তবে ভাবনায় নতুনত্বের স্বাদ বেশ কম। যে যে বিষয়গুলো ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে, তা নতুন কিছু নয়। এবং বেশ কিছু জায়গা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। প্রথমত, মধ্যরাতে অহনাকে তার শ্বশুরমশাই একাধিক বার ডাকলেও, কেন সে দরজা খোলে না! অথচ তাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, অহনা ও তার শ্বশুরমশাই যখন গাড়িতে ছিল, সেই দৃশ্যের শেষে কেন হঠাৎ করে নীলকে দেখানো হল? ছবির অন্তিম খুব সাধারণ। ছবি জুড়ে জোরালো সংলাপের ব্যবহার নেই। অহনার বন্ধু আদিত্যর মুখে বারবার 'পুরুষতন্ত্র' কথাটি খুব একঘেয়ে। মনোবিদের সঙ্গে কথাবার্তার দৃশ্যওটি বেশ অসংলগ্ন। একজন মনোবিদ অত্যন্ত সচেতনভাবে প্রশ্ন করেন। কিন্তু এখানে সেই সচেতনতার অভাব ছিল। ক্যামেরার কাজ আরও ভাল হতে পারত। বাড়ির অন্দরসজ্জায় আসবাবের ব্যবহার নিয়ে একটু সচেতন হওয়ার প্রয়োজন ছিল। অনেক দৃশ্যই অধিক সময় ধরে দেখানো হয়েছে, তার প্রয়োজন ছিল না। তবে চিত্রনাট্য বা সংলাপ যেমনই হোক, অভিনয় সকলেরই যথাযথ। সুদীপ্তার অভিনয় বরাবরই মার্জিত। জয় সেনগুপ্ত নিজেকে চরিত্র মতো বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। বাকিরাও স্বল্প পরিসরে নিজেদের ভাল ভাবে মেলে ধরেছেন।

পরম সুন্দরী

পুরোটাই নকল ছবি

পরিচালনা: তুষার জলোটা
অভিনয়: সিদ্ধার্থ মলহোত্র
জাহ্নবী কপূর, সঞ্জয় কপূর

4.5/10

ছবিটি মূলত প্রেম ও মজার হলেও, এ রকমের ছবি আগেও বলিউডে হয়েছে। ছবিটিতে মূল ভূমিকায় সিদ্ধার্থ (পরম) ও জাহ্নবী (সুন্দরী) শুরু থেকে শেষ, এক মেকি হাস্যকর অভিনয় করে যান এবং তা মোটেও হাস্যকর লাগে না। 'চেন্নাই একপ্রেস'-এর শাহরুখ খানের মতো সিদ্ধার্থ সারা ছবিটিতে নকল অভিনয় করে গিয়েছেন। ছবির বিষয়টির সঙ্গে ছবির শেষ পর্যন্ত কোনও সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। দিল্লির ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে পরম। সে তার নতুন ব্যবসা 'সোলমেট ম্যাচিং' নামক এআই অ্যাপকে মার্কেটে সফল করার জন্য, নিজের সোলমেট খুঁজতে চলে যায় কেরলে। সেখানে সুন্দরীর সাথে দেখা ও প্রেম নিয়ে এগিয়ে চলে ছবি। পরিচালক ছবি দীর্ঘ করছেন খামোখা। ছবিটি কোনওভাবে দানা বাঁধেনি। অন্য চরিত্রগুলি কোনওভাবে প্রভাব ফেলেনি। ছবিতে উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতি ও প্রভাব নিয়ে দুই পরিবার একে অপরের বিরুদ্ধে বিরূপ আচরণ দেখায়। কেরলে নৌকো চালানোর খেলায় সিদ্ধার্থর অংশগ্রহণ কেন, সেটা বোঝা যায়নি। গান গুলিই ভাল। কিন্তু সবই হচ্ছে মূল ছবির বাইরে।





দ্য কনজিওরিং: লাস্ট রাইটস

ভয় দেখায়, রেশ থাকে

পরিচালক: মাইকেল শ্যাভস

অভিনয়: ভেরা ফার্মিগা, প্যাট্রিক উইলসন, মিয়া টমলিনসন, বেন হার্ডি

5/10

কনজিওরিং সিরিজ়ের শেষ গল্প এটি। ফলে নির্মাতারা খুব স্বাভাবিকভাবেই ভয়ের আবহ তৈরির পাশাপাশি পুরনো গল্পগুলিকেও একটু ঝালিয়ে নিতে চেয়েছেন। একটি পরিবার দুষ্ট আয়না দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ এড এবং লরেন ওয়ারেন সেই পরিবারকে সাহায্য করার জন্য অবসর জীবন থেকে বেরিয়ে আসেন। ১৯৬১ সালের এই গল্পে বিখ্যাত লেখক এবং প্যারাসাইকোলজিস্ট লরেন এবং এড ওয়ারেন একটি প্রাচীন জিনিসপত্রের দোকানে আয়না অনুসন্ধান করেন। এবং সেখান থেকে কী বেরিয়ে আসে, সেটাই গল্প। বলতে বাধা নেই, নির্মাতারা অনেক বেশি 'শক' এলিমেন্টের উপর জোর দিয়েছেন এই ছবিতে। তাতে এই সিরিজ়ের জনপ্রিয়তার প্রতি সুবিচারই করা হয়েছে। তার সঙ্গে থেকেছে একটি নিটোল গল্পও। শুধু চিত্রনাট্যটি আর একটু দানা বাঁধলে সুবিধে হত।

সারে জাহাঁ সে অচ্ছা

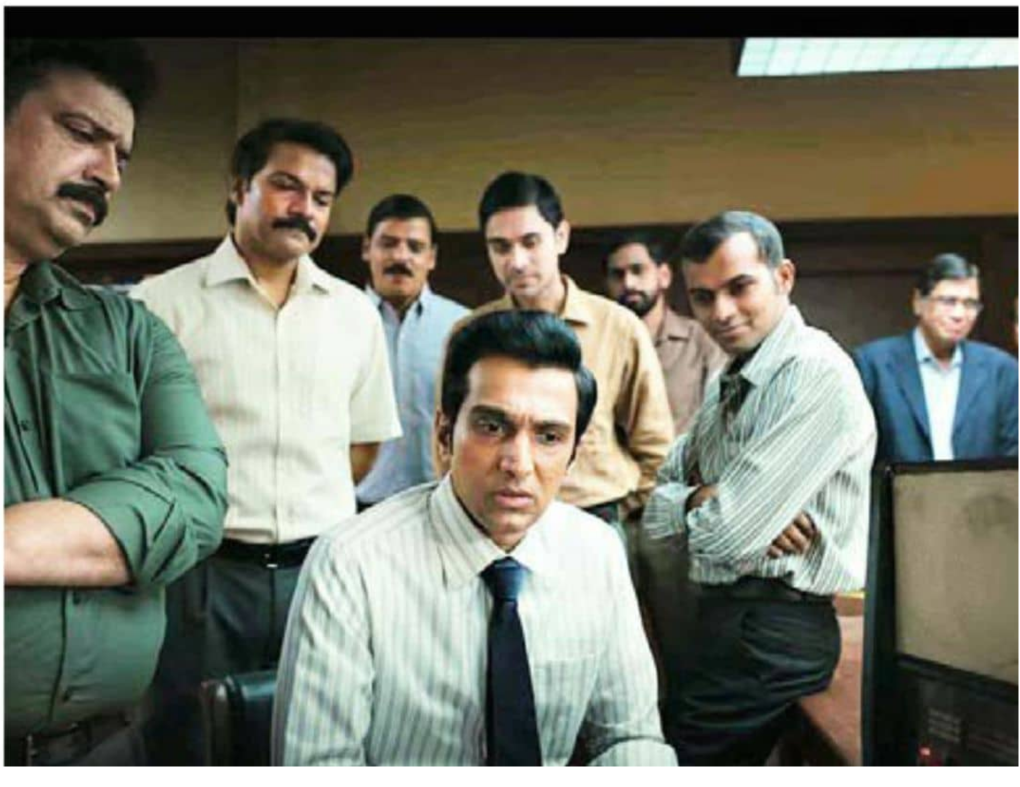
দুই অভিনেতা সম্পদ

6/10

পরিচালনা: সুমিত পুরোহিত

অভিনয়: প্রতীক গান্ধী, সানি হিন্দুজা, সুহেল নায়ার, তিলোত্তমা সোম, অনুপ সোনি, কৃতিকা কামরা

ভাগ্যিস সানি হিন্দুজা এবং সুহেল নায়ার ছিলেন! না হলে 'সারে জাহাঁ সে অচ্ছা'-কে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ করা মুশকিল ছিল।





সংস অফ প্যারাডাইস

ভীষণ সরলরৈখিক

পরিচালনা: দানিশ রেনজু
অভিনয়: সাবা আজ়াদ, সোনি রাজ়দান, তারুক রায়না, জ্যায়ন খান, বিলাল লোন

5/10

কশ্মীরের প্রথম মহিলা গায়িকা হিসেবে যে যুদ্ধজয় করেছিলেন রাজ বেগম, তারই কল্পছবি 'সংস অফ প্যারাডাইস'। এটা সেই সময়ের গল্প, যখন কশ্মীরের উপত্যকায় সংগীতের অধিকার গচ্ছিত ছিল কেবল পুরুষদের হাতে। তবু এক প্রগতিশীল সাধারণ দর্জি নিজের মেয়েকে গান শেখার উৎসাহ দেন। সুকণ্ঠী জ়েবার গান শুনে গুরুও তাঁকে পাঠান রেডিয়ো কশ্মীরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। প্রতিযোগিতা জিতেও জ়েবা নিজ নামে গাইতে পারে না, ছদ্মনাম নেয় নূর বেগম। রাজ বেগমের এই স্বল্পশ্রুত গল্প দর্শকের সামনে নিয়ে আসার দরকার ছিল। তবে কশ্মীর যে জটিল রাজনীতির কেন্দ্র, তার ছিটেফোঁটাও নেই ছবিতে। অর্থাৎ এটা অন্য একটি সময়ে উত্তরপ্রদেশ বা হরিয়ানার কোনও শহরের গল্পও হতেই পারত। সেই সময় কশ্মীরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোনও আঁচ পাওয়া গেল না। তবে ছবির সম্পদ সাবা আজ়াদের অভিনয়। কশ্মীরের যে টান তাঁর সংলাপে শোনা যায়, তা বড় মিষ্টি লাগে। বৃদ্ধা নূরের ভূমিকায় সোনি রাজ়দানকেও ভাল লাগে। সাবলীলতায় মুগ্ধ করেন নূরের পিতার ভূমিকায় বিলাল লোন। ছবির দ্বিতীয় সম্পদ সন্তুর শিল্পী অভয় রুস্তম সোপোরির সঙ্গীত। রাজ বেগমের গান পুনর্নির্মিত হয়েছে তাঁর হাত ধরে। তবে এই ছবিতে রাজ বেগমের একই গান বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, যার কোনও কারণ ছিল না। দুঃখের বিষয়, রাজ বেগমের গানের রেকর্ড কশ্মীর রেডিয়ো সংরক্ষণ করে রাখতে পারেনি। এই ছবিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সরলরৈখিক ন্যারেটিভের কারণে উপত্যকার উচ্চতাকে স্পর্শ করতে পারে না।

অন্ধেরা

গল্পের অসঙ্গতিই ব্যর্থতার কারণ

পরিচালনা: রাঘব দর
অভিনয়: প্রিয়া বাপত, করণবীর মলহোত্র, প্রাজক্তা কোলি, সুরভীন চাওলা

3.5/10

বিজ্ঞান ও ভৌতিক কাহিনির মিশ্রণে যদি কোনও সিরিজ়ের চিত্রনাট্য হয়, তাহলে সেই গল্পের গোড়া মজবুত হওয়া আবশ্যক। এই সিরিজ়ের মূলে রয়েছে এই দুটো বিষয়ই। কিন্তু একটির সঙ্গে অপরটিকে কোনওভাবেই মেলানো সম্ভব হয়নি। যার ফলে না রয়েছে গল্পের সঙ্গতি, না রয়েছে দৃশ্যে সঙ্গতি। সিরিজ় শুরুর প্রথম দিকটা দেখতে বেশ ভাল লাগলেও, এই গল্পের বাকি সাতটি পর্ব সত্যিই অন্ধকারে নিমজ্জিত। বেশির ভাগ ভৌতিক ছবিতে যে রূপক ব্যবহার করা হয়, এই সিরিজ়ে তা নেই। যেমন 'খওফ'-এর মতো সিরিজ়ের কথাই যদি বলা হয়, সেখানে মহিলাদের নিরাপত্তার দিকটি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছিল। এই গল্পে নেই কোনও চমক। সাসপেন্স না থাকায়, পরবর্তী পর্বের জন্য অপেক্ষা করারও বিশেষ জায়গা থাকে না। চরিত্র গঠনও অত্যন্ত নিম্নমানের। অভিনয়ের দিক থেকে পিছিয়ে সকলেই।



ANANDALOK 12 SEPTEMBER 2025 RNI NO.27039/74 INR 35.00

